অথর্ব্ববেদীয়-

শিল্প-উপনিষৎ।

টীকয়া বঙ্গানুবাদেন চ সমেতা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েন সম্পাদিতা।

কলিকাতা-রাজধান্যাং,

১৬৬ নং বহুবাজার-ষ্ট্রীটস্থ "বসুমতী-যন্ত্রে"

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরাৎ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

১৩১৩

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

অথর্ববেদীয়-
শিরস্‌-উপনিষদ্ ॥

॥ ওঁ ॥ রুদ্রায় নমঃ ॥

॥ দেবা হ বৈ স্বর্গলোকমায়ংস্তে রুদ্রমপৃচ্ছন্ কো ভবানিতি। সোঽব্রবীদহমেকঃ প্রথমমাসীদ্‌বর্ত্তামি ভবিষ্যামি চ নান্যঃ কশ্চিন্মত্তো ব্যতিরিক্ত ইতি সোঽন্তরাদন্তরং প্রাবিশৎ, দিশশ্চান্তরং প্রাবিশৎ, সোঽহং নিত্যানিত্যো ব্যক্তাব্যক্তো ব্রহ্মা ব্রহ্মাহং প্রাঞ্চঃ প্রত্যঞ্চোঽহং দক্ষিণাঞ্চ উদঞ্চোঽহম্ অধশ্চোর্দ্ধ্বশ্চাহং দিশশ্চ প্রতিদিশশ্চাহং পুমানপুমান স্ত্রিয়শ্চাহং সাবি-ত্র্যহং গায়ত্র্যহং ত্রিষ্টুব্‌জগত্যনুষ্টুপ্ চাহং ছন্দোঽহং সত্যোঽহং গার্হপত্যো দক্ষিণাগ্নিরাহবনীয়োঽহং গৌরহং গৌর্য্যহমৃগহং যজুরহং সামাহমথর্ব্বাঙ্গিরসোঽহং জ্যেষ্ঠোঽহং শ্রেষ্ঠোঽহং বরিষ্ঠোঽহমাপোঽহং তেজোঽহং গুহ্যোঽহমরণ্যোঽহমক্ষরমহং ক্ষরমহং পুষ্করমহং পবিত্রমহমুগ্রঞ্চ বহিশ্চ পুরস্তাজ্জ্যোতিরিত্যহমেব, সর্ব্বেভ্যো মামেব

স সর্ব্বঃ সমা যো মাং বেদ স দেবান্ বেদ সর্ব্বাংশ্চ বেদান্ সাঙ্গানপি ব্রহ্ম ব্রাহ্মণৈশ্চ গাং গোভির্ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণ্যেন হবির্হবিষা আয়ুরায়ুষা সত্যেন সত্যং ধর্ম্মেণ ধর্ম্মং তর্পয়ামি স্বেন তেজসা। ততো হ বৈ তে দেবা রুদ্রমপৃচ্ছন্ তে দেবা রুদ্রমপশ্যন্ তে দেবা রুদ্রমধ্যায়ন্ তে দেবা ঊর্দ্ধবাহবো রুদ্রং স্তুবন্তি ॥ ১ ॥

অথর্ব্বশিরসো দীপিকা।

রুদ্রাধ্যায়োঽথর্ব্বশিরঃ সপ্তখণ্ডো হ্যথর্ব্বণঃ।
শিরো ভিত্ত্বা যতো জাতং ততোঽথর্ব্বশিরঃ স্মৃতম্ ॥

যোগমারূঢ়স্য মহৎপদমারুরুক্ষোর্দ্দেবাদিকৃত-বিঘ্নসম্ভাবনাগম্যার্থোপদেশাপেক্ষা চ স্যাৎ, অতো বিঘ্ননিবৃত্তয়ে উপদেশায় চ রুদ্রস্তুতিরারভ্যতে। কিঞ্চ যোগোঽপি তৎপ্রসাদং বিনা ন সিধ্যতি। যথা স্মৃতিঃ—ন সিধ্যতি মহাযোগো মদীয়ারাধনং বিনা। মৎপ্রসাদ-বিহীনানাং মন্নিন্দাপরচেতসাম্। পশূনাং পাশবদ্ধানাং যোগঃ ক্লেশায় জায়তে। সন্ত্যজ্যাজ্ঞাং শিবেনোক্তাং পূজাং সন্ত্যজ্য মামিকাম্ ॥ ইতি তৎপ্রসাদে চ নির্ব্বিঘ্নসিদ্ধিরুক্তা।

যুঞ্জতঃ সততং দেবি! সর্ব্বলোকময়ং শিবম্। মদ্ধ্যানাসক্তচিত্তস্য তুষ্যন্তে সর্ব্বদেবতাঃ। তস্মাৎ সম্পূজ্য যুঞ্জীত মৎপ্রসাদেন খেচরী। অন্যথা ক্লিশ্যতেঽত্যর্থং ন সিদ্ধির্জ্জন্মকোটিভিঃ ॥ ইতি।

অমৃতবিন্দো রুদ্রারাধন-তৎপরত্ব উক্তং। তস্মাৎ রুদ্রারাধনস্য যোগসিদ্ধ্যঙ্গত্বেনোক্তত্বাৎ সিদ্ধিমিচ্ছতা রুদ্রোহপ্যবশ্যং সেব্য ইতি রুদ্র-স্তুতিরারভ্যতে ওঁ দেবা ইতি। আখ্যায়িকা বিদ্যাস্তুত্যর্থা। দেবাঃ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রাদয়ো বা স্বর্গং সত্ত্ববৃত্তিং কৈলাসং বা ঋষিভির্বৃতং রুদ্রম্ আত্মানম্ উমাপতিং বা। আসীৎ ব্যত্যয়েন প্রথমপুরুষঃ। বর্ত্তামি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদম্। সঃ রুদ্রো মল্লক্ষণঃ অন্তরাদন্তরং গুহ্যাদ্গুহ্যং প্রবিষ্টঃ দিশো বান্তরং জাতাবেকবচনং দিশাং বিবিধম্ অন্তরম্ প্রাবিশৎ প্রাবিশম্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বব্যাপী চ বভূবেত্যর্থঃ। অপুমান নপুংসকম্। পুষ্করং পদ্মম্। পুষ্করং পঙ্কজে ব্যোম্নি পয়ঃকরিকরাগ্রয়োঃ। ওষধী-দ্বীপ-বিহগ-তীর্থরোগোরগান্তরে ইতি বিশ্বঃ। অহমেব সর্ব্বে ভাবাঃ ব্যোমমেব স ইতি সোঽহমেব সর্ব্বাত্মকোঽপি ব্যোমমেব ব্যোমাত্মতাং শুদ্ধাত্মতাং ন জহামীত্যর্থঃ। ব্যোমশব্দোঽকারান্তোঽয়ম্। তর্হি কশ্চিদুৎকৃষ্টঃ অন্যে অপকৃষ্টা ইতি ব্রহ্মণি বৈষম্যং স্যাৎ, অত আহ সর্ব্বে সমা ইতি। সমাঃ তুল্যাঃ সন্তো ভেদকৈর্বিশেষৈঃ রহিতাঃ তেন সতোঽন্যন্নাস্তীতি কথমুৎকর্ষাপকর্ষসম্ভব ইতি ভাবঃ। ঐক্যজ্ঞানফলমাহ যো মামিতি। সঙ্গানপি বেদেত্যনুষঙ্গঃ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণৈস্তর্পয়ামীত্যগ্রেতনেন সম্বন্ধঃ। ব্রহ্ম বেদঃ স হ্যভ্যাসেন তৃপ্তো ভবতি। তদুক্তং বিদ্যামভ্যসনেনৈব প্রসাদয়িতুমর্হসি ইতি।

গাং স্ত্রিয়ং গোভিঃ পুংভিঃ গোশব্দেন লিঙ্গমেব বিবক্ষিতং ন সুরভিত্বমনুগতঞ্চ জাতিঃ। ব্রাহ্মণ্যেন ব্রহ্ম-তেজসা হবিঃ ওদনাদি হবিষা সংস্কারকেণ সর্পিরাদিনা পিত্রাত্মায়ুঃ পুত্রাত্মায়ুষা সত্যেন সত্যং সত্যবাদী সত্যবাদি-দর্শনেন তৃপ্তো ভবতি। এবং ধার্ম্মিকো ধার্ম্মিকস্য স্বেনেতি যত্তৃপ্তিহেতুস্তন্মান্মৈব তেজঃ। তদুক্তম্—যা যা প্রকৃতিরুদারা যো যোঽপ্যানন্দসুন্দরো ভাবঃ। যদপি চ কিঞ্চিদ্রমণীয়ং যস্তু শিবস্তত্তদাকারঃ॥ ইতি। যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বম্ ইত্যাদি চ॥ রুদ্রমপৃচ্ছন্ তাৎপর্য্যেণ পারমার্থিকং রূপং পুনরপৃচ্ছন্ অপশ্যন্ যথাভূতং জ্ঞাতবন্তঃ তত উচ্চৈঃ স্তুবন্তিস্ম॥ ১॥

অনুবাদ।—অথর্ব্ববেদ সাত ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে রুদ্রাধ্যায় "অথর্ব্ব-শির" এই নামে অভিহিত। অথর্ব্ব-নামক ঋষির শিরোভেদ পূর্ব্বক উৎপন্ন করিয়া ইহার নাম "শির-উপনিষদ্।"

যে সকল ঋষি যোগমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ পদ মোক্ষধাম প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী, তাঁহাদিগের নানারূপ দৈব বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা এবং অভীপ্সিত কার্য্যসিদ্ধি-বিষয়ে উপদেশ ব্যতীত বাসনাও ফলবতী হয় না। এই জন্য ঋষিরা স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির বিঘ্নীভূত অন্তরায় নিবারণপূর্ব্বক যোগসাধনের উপদেশলাভের বাসনায় প্রথমে রুদ্রদেবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিশেষতঃ ভগবান্ রুদ্রদেবের উপাসনা ব্যতীত যোগসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; এই বিষয়ে ভগবান্ রুদ্রদেবের উক্তি আছে,—আমার উপাসনা ব্যতীত কখনও মহাযোগ সিদ্ধ হয় না। যাহারা আমার কৃপালাভের অযোগ্য ও নিরন্তর আমার নিন্দা করিয়া থাকে, সেই সমস্ত পাশবদ্ধ পশুর যোগসাধন কেবল কষ্টের হেতুভূত হয়। আর যে সমস্ত যোগী আমার সর্ব্বকল্যাণকর রূপ চিন্তা করিতে করিতে যোগসাধনে নিযুক্ত হয়, তাহাদিগের প্রতি অখিল দেবগণ প্রীত থাকেন, অতএব আমার পূজা করিয়া যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা হইলেই বিনা বাধায় যোগসাধন সফল হইয়া থাকে। নচেৎ সেই যোগী নিরন্তর ক্লেশে নিপতিত থাকে এবং কোটিজন্ম যোগসাধন করিলেও তাহার সদ্‌গতিলাভের আশা নাই। অতএব রুদ্র-দেবের উপাসনাই যোগসিদ্ধির প্রধান অঙ্গ; এই জন্য যোগ-সাধনেচ্ছু যোগিবৃন্দ অবশ্যই রুদ্রদেবের উপাসনা করিবে। এই কারণে যোগনিষ্ঠ দেবগণ যোগসিদ্ধির পূর্ব্বে রুদ্রদেবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অমরবৃন্দ যোগসিদ্ধির অন্তরায়-নিবারণ-বাসনায় রুদ্রদেবের উপাসনার্থ স্বর্গধাম কৈলাসপুরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেবদেব রুদ্রদেবের স্বরূপ-পরিজ্ঞানার্থ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে?

আমরা আপনার স্বরূপ কিছুমাত্র অবগত নহি। অতএব আমাদিগের প্রতি কৃপাপুবঃসর আপনার যথার্থ স্বরূপ কীর্ত্তন কবিয়া আমাদিগের মনোবাসনা ফলবতী করুন। তাহা হইলেই আমরা কৃতকৃত্য হইতে পারি।” তখন দেবাদিদেব রুদ্র অমরগণের অনুরোধের বশীভূত হইয়া নিজস্বরূপকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন,—এই সচরাচর পবিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্রে আমিই বিদ্যমান ছিলাম, এখনও আমিই বিদ্যমান আছি এবং ভবিষ্যতেও কেবল আমিই বিদ্যমান থাকিব; আমি ভিন্ন এই ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই ছিল না, এখনও কিছুই নাই এবং পরেও কিছু বিদ্যমান থাকিবে না। কেবল আমিই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে নিত্যবস্তু ও চিরস্থায়ী, তদ্‌ব্যতীত সমস্ত বস্তুই অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর; সেই রুদ্ররূপী আমিই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডে ব্যক্তাব্যক্ত সকল বস্তুতে সাবরূপে প্রবিষ্ট আছি, আমিই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী হইয়া বিদ্যমান আছি, আমিই সকলের আত্মা ও সর্ব্বব্যাপী। নিত্য অনিত্য, স্থূল সূক্ষ্ম, সকলই আমি; আমিই ব্রহ্ম-রূপী এবং ব্রহ্ম ব্যতীত সকল বস্তুও আমি। আমি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই দিক্‌চতুষ্টয়। আমি ঊর্দ্ধ, আমিই অধঃ এবং আমিই অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশান এই সমস্ত বিদিক্‌স্বরূপ। আমি পুরুষ, আমি নপুংসক এবং আমিই স্ত্রী। সাবিত্রী, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্‌, জগতী,

অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি ছন্দঃস্বরূপ বলিয়া আমাকেই জানিবে। আমিই সত্য, তদ্‌ব্যতীত সমস্ত মিথ্যা। গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয় নামে যে তিন প্রকার অগ্নি আছে, তাহাও আমি। আমি গো, আমি গৌরী, আমি ঋগ্‌বেদ, আমি যজুর্ব্বেদ, আমি সামবেদ এবং আমিই আঙ্গিরস অথর্ব্ববেদ। এই ব্রহ্মাণ্ডে আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আমি সর্ব্বপ্রধান। আমি জল এবং আমিই তেজঃস্বরূপ। আমিই সর্ব্বভূতে অব্যক্তভাবে অধিষ্ঠিত; আমি অরণ্য, আমি নিশ্চল এবং আমিই সচল। আমি পদ্ম, আমিই পবিত্র, অমি উগ্র, আমি বলিষ্ঠ। এই যে সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছ, তাহাও আমি, আমি সকল ভাবস্বরূপ, আমি সর্ব্বব্যাপী, আমি আকাশস্বরূপ। এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত বস্তুই তুল্য, কোন পদার্থের উৎকৃষ্টত্ব বা অপকৃষ্টত্ব নাই, সমস্ত দ্রব্যেই আমার সহিত ঐক্যজ্ঞান করিবে, কোন বস্তুতে ইতরবিশেষ নাই; সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডে সকলকে আমার তুল্য জ্ঞান করিবে, আমি ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। যাহারা এই প্রকারে ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থে আমা সহিত ঐক্যচিন্তা করে, তাহারা সমস্ত দেবতাকে জানিতে পারে এবং সাঙ্গবেদসকল জ্ঞাত হয়। আমারই অনুগ্রহে ব্রাহ্মণগণ বেদাভ্যাস করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। আমিই স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলন-সম্পাদন করিয়া জগতের সৃষ্টি করিতেছি। আমিই ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মতেজের সহিত সংযো-

জিত করি। আমিই অন্নাদি হোমীয়বস্তুর সহিত সংস্কৃত ঘৃতাদির যোগ করিয়া অমরবৃন্দের তুষ্টিসাধন করিতেছি। আমিই পিতার আয়ুর্দ্বারা পুত্রদিগের আয়ুর্বৃদ্ধি করিয়া দিই। আমিই সত্যবাদীকে সত্যের সঙ্গে এবং ধার্ম্মিককে ধর্ম্মের সঙ্গে মিলিত করি। ফল কথা, ব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু কার্য্যকারণ প্রত্যক্ষ করিতেছ, সমস্তই মদীয় তেজঃসম্ভূত।” তৎপরে অমরবৃন্দ রুদ্রদেবের প্রকৃতস্বরূপ-পরিজ্ঞানার্থ প্রশ্ন করিলেন এবং তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া যথার্থ স্বরূপ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলেন। তখন তাঁহারা রুদ্রদেবের সেই প্রকৃত রূপ ধ্যান করিতে করিতে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চকণ্ঠে স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১ ॥

ওঁ ॥ যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ ব্রহ্মা তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ বিষ্ণুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ স্কন্দস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চেন্দ্রস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চাগ্নিস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ বায়ুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ সূর্য্যস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ সোমস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যে চাষ্টৌ গ্রহাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান যে চাষ্টৌ প্রতিগ্রহাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ ভূস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ ভুবস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ মহস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যা চ পৃথিবী তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চান্তরীক্ষং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যা চ দ্যৌস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যাশ্চাপস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ তেজস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ কালস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ যমস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ মৃত্যুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চামৃতং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চাকাশং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ বিশ্বং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ স্থূলং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ সূক্ষ্মং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ শুক্লং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ কৃষ্ণং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান যচ্চ কৃৎস্নং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ সত্যং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ সর্ব্বং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২ ॥

দীপিকা।—ততো ব্রহ্ম-বিষ্ণুস্কন্দেন্দ্রাগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-সোমাষ্ট-গ্রহাষ্টপ্রতিগ্রহ-ভূর্ভুবঃ-স্বঃ-পৃথিব্যন্তরীক্ষ-দিবপ্-তেজ-আকাশ-কাল-যম-মৃত্যমৃত-বিশ্ব-স্থূল-সূক্ষ্ম-কৃষ্ণ-কৃৎস্নসত্য-সর্ব্বরূপৈরেক-ত্রিংশৎপর্য্যায়ৈঃ অস্তুবন্ অত্র যমপর্য্যায়ানন্তরমন্তক-পর্য্যায়োঽপি পঠনীয়ঃ, তেন ত্র্যম্বক-মন্ত্রাক্ষর-সঙ্খ্যয়া দ্বাত্রিংশৎ-পর্য্যায়া ভবন্তি। ব্রহ্মরূপেণৈকত্বম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যিনি রুদ্ররূপী ভগবান্ এবং যিনি ব্রহ্মরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই নিত্য পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ রুদ্রদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি পরাৎপর পরংব্রহ্ম, যিনি বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্ব্বক অখিল জগৎ পরিপালন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি স্কন্দরূপে অমরবৃন্দের সেনাপতিত্ব গ্রহণপূর্ব্বক দৈত্যকুল নির্ম্মূল করিয়া দেবকার্য্য সাধন করত ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিতেছেন, সেই রুদ্রদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি সনাতন পূর্ণব্রহ্ম, যিনি ইন্দ্ররূপে ব্রহ্মাণ্ডে জলবর্ষণ

পূর্ব্বক জীবাদি সকল পদার্থের হিতসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি অগ্নিরূপী হইয়া অনন্ত জগতের পাকক্রিয়াসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি বায়ুরূপী হইয়া জগৎপ্রাণরূপে বিরাজমান আছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি সূর্য্যরূপী হইয়া জগৎপ্রকাশনপূর্ব্বক তাপপ্রদান করিয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি চন্দ্ররূপী হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে সুধাবর্ষণ করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি সূর্য্যপ্রমুখ অষ্টগ্রহরূপী হইয়া বিরাজমান আছেন, সেই সচ্চিদানন্দময় পরমপুরুষ রুদ্রদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি অষ্ট-উপগ্রহরূপে ব্রহ্মাণ্ডের হিতসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক ও মহর্লোকস্বরূপ, সেই রুদ্ররূপী পরমদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি পৃথিবীরূপী হইয়া স্থাবরজঙ্গমাদি পদার্থ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া আছেন, সেই অনন্তশক্তিসম্পন্ন পরমাত্মা রুদ্রদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি অন্তরীক্ষরূপে জ্যোতিষ্কবৃন্দের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া বিরাজিত আছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি স্বর্গরূপ ধারণ পূর্ব্বক সুরবৃন্দের আবাসস্বরূপে তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি জলরূপ ধারণ পূর্ব্বক সমগ্র জীবজন্তুসহ সচরাচর জগৎকে তৃপ্ত করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি তেজোরূপী হইয়া অখণ্ডভুবন পরিপালন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি কালরূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডের আদি, অন্ত ও মধ্যে বিরাজমান আছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি যমরূপী হইয়া জগতের জীবকুলের ধ্বংসসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি মৃত্যুরূপী হইয়া এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে দিন দিন পরিবর্ত্তিত করিয়া সৃষ্টিরক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি অমৃতরূপী হইয়া ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবকুলের পুষ্টিসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি আকাশরূপী হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল বস্তুকে অবকাশ প্রদান করিতেছেন, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার।

যিনি বিশ্বময় অনন্ত রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিশ্বব্যাপী হইয়া বিরাজিত, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি স্থূলরূপে জগতের সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার।

যিনি সূক্ষ্মরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি শুক্লরূপী অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ও নির্ম্মলরূপে রহিয়াছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি কৃষ্ণবর্ণরূপে ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার।

যিনি বিশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক অনন্ত জগতে অবস্থিত আছেন, তাঁহাকে বার বাব নমস্কাব।

যিনি সত্যরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ, সেই রুদ্ররূপী অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন পরমাত্মাকে বার বাব নমস্কার করি ॥ ২ ॥

ভূস্তে আদির্ম্মধ্যং ভুবস্তে স্বস্তে শীর্ষং বিশ্বরূপোঽসি ব্রহ্মৈকস্ত্বং দ্বিধা ত্রিধা বৃদ্ধিস্ত্বং শান্তিস্ত্বং পুষ্টিস্ত্বং হুতমহুতং দত্তমদত্তং সর্ব্বমসর্ব্বং বিশ্বমবিশ্বং কৃতমকৃতং পরমপরং পরায়ণঞ্চ ত্বম্। অপামসোমমমৃতা অভূমাগন্মে জ্যোতিরবিদাম দেবান্। কিং নূনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ। কিমু ধূর্ত্তিরমৃতং মর্ত্ত্যস্য সোমসূর্য্যপুরস্তাৎ সূক্ষ্মঃ পুরুষঃ। সর্ব্বং জগদ্ধিতং বা এতদক্ষরং প্রাজাপত্যং সৌম্যং সূক্ষ্মং পুরুষং গ্রাহ্যমগ্রাহ্যেণ ভাবং ভাবেন সৌম্যং সৌম্যেন সূক্ষ্মং

সূক্ষ্মেণ বায়ব্যং বায়ব্যেন গ্রসতি তস্মৈ মহাগ্রাসায় বৈ নমো নমঃ।

হৃদিস্থা দেবতাঃ সর্ব্বা হৃদি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
হৃদি ত্বমসি যো নিত্যং তিস্রো মাত্রাঃ পরস্তু সঃ॥

তস্যোত্তরতঃ শিরো দক্ষিণতঃ পাদৌ, য উত্তরতঃ স ওঙ্কারঃ, য ওঙ্কারঃ সঃ প্রণবঃ, যঃ প্রণবঃ সঃ সর্ব্বব্যাপী, যঃ সর্ব্বব্যাপী সোঽনন্তঃ, যোঽনন্তস্তত্তারং, যত্তারং তচ্ছুক্লং, যচ্ছুক্লং তৎ সূক্ষ্মং, যৎ সূক্ষ্মং তদ্বৈদ্যুতং, যদ্বৈদ্যুতং তৎ পরং ব্রহ্ম, যৎ পরং ব্রহ্ম স একঃ, য একঃ স রুদ্রঃ, যো রুদ্রঃ স ঈশানঃ, য ঈশানঃ স ভগবান্ মহেশ্বরঃ॥ ৩॥

দীপিকা।—বিরাড়্রূপেণ স্তুতিমাহ ভূরিতি। আদিঃ পাদৌ মধ্যম্ উদরম্ ব্রহ্ম রূপেণৈকত্বং দ্বিধা বদ্ধঃ সদসদ্রূপেণ ত্রিধা বদ্ধঃ গুণত্রয়ভেদেন। পরায়ণং পরময়নং স্থানম্। অপামসোমম্ ইতি ত্বয়ি দৃষ্টে সর্ব্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। কৃণবৎ ছিন্দন্ অরাতিঃ শত্রুঃ অস্মান্ প্রতি ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ। ধূর্ত্তিঃ হিংস্রাপ্যস্মাকং কিং ত্বদভিরক্ষিতানাং ত্বদ্রূপমাপন্নানাং হিংসাকৃতদোষাভাবাৎ যদ্গীতাসু হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ইতি অথবা শত্রুকৃতা হিংসা ত্বচ্ছরণানস্মান্ ন স্পৃশতীত্যর্থঃ। অমৃতম্ আদেয়ং মর্ত্ত্যং হেয়ঞ্চ ত্বদাপ্তা কৃতার্থানাং নো নাস্তীত্যর্থঃ। সোমশ্চাসৌ সূর্য্যশ্চ সোমসূর্য্যঃ তেজোভয়াত্মক এক ইত্যর্থঃ। সোমসূর্য্য ইত্যপ

লক্ষণং পঞ্চভূতানি সোমসূর্য্যৌ যজমানশ্চেত্যষ্টমূর্ত্তিরীশ্বরঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি উদেতীতি শেষঃ। সূক্ষ্মো যঃ পুরুষঃ স এব সর্ব্বং স্থূলং সম্পন্নম্। ননু সর্ব্বভাবাপত্ত্যা কিমর্থং সৃষ্টিং তনোতীত্যত আহ জগদিতি। জগতাং হিতং জগদ্ধিতং এতদক্ষরং ব্রহ্ম জীবভোগাপবর্গার্থং কৃপয়া সৃষ্টিরিতি ভাবঃ। প্রাজাপত্যং প্রজাপতিরূপেণ গ্রসতি তথা ভাবাদিকং তেনৈব রূপেণ পালিতম্ সৌম্যং সোমোঽন্নং যদ্রূপেণাপ্যায়িতং সূক্ষ্মং পুরুষং জীবং গ্রাহ্যং দেবভাবাপন্নম্ অগ্রাহ্যেন কালরূপেণ গ্রসতি স্থূলস্য সূক্ষ্মেঽন্তর্ভাবাৎ বায়ব্যং বায়ব্যেন বাহ্যবায়ুরূপেণ মহা-গ্রাসায় উক্তপ্রকারেণ সর্ব্বভক্ষকায় মৃত্যুমৃত্যবে।

হৃদিস্থাঃ অন্তঃকরণবর্ত্তিন্যঃ দেবতাঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারঃ প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ ত্বমন্তর্যামিরূপেণ যো হৃদি ত্বমসি তস্মৈ নমো নমঃ ইত্যন্বয়ঃ, অতএব স্বপ্নে অন্তঃকরণেনৈব সর্ব্বে-ন্দ্রিয়ব্যবহারঃ ইত্যুক্ত্বা ধ্যানেন দেবা উপরতাঃ। ইদানীং শ্রুতেরাখ্যায়িকামুপসংহৃত্য স্বেন রূপেণাহ তিস্র ইতি। তিস্রো মাত্রাঃ অকারোকার-মকারাঃ সর্ব্বদেবময়াঃ পরস্ত অর্দ্ধমাত্রাত্মকঃ সঃ শিবঃ॥

তস্যেতি। মাত্রাত্রয়াতীতো হৃদি ত্বমসীত্যুক্তম্, তত্র সন্দেহঃ কস্যাং দিশি তস্য শিরঃ? কস্যাং বা পাদৌ? ইত্যত উক্তং তস্য পরস্য হৃদিস্থস্য উত্তরতঃ শিরো বর্ত্ততে তেনো-ত্তরমার্গেণ গতানাং যাতায়াতেন ভবতো রুদ্রমুখাদুপদেশ-

লাভাৎ দক্ষিণতঃ পাদৌ তেন দক্ষিণমার্গগামিনাং গতাগতে ভবতঃ পাদয়োর্গমনশীলত্বাৎ য উত্তরতঃ স ওঙ্কারঃ স প্রণব ইতি তথা প্রসিদ্ধেঃ; সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বব্যাপকোঽপি ব্রহ্মবাচকত্বাৎ সোঽন্তঃ অন্যথা সর্ব্বব্যাপ্ত্যসম্ভবাৎ তারম্ শুক্লং নির্ম্মলং সূক্ষ্মম্ ইন্দ্রিয়াদ্যগ্রাহ্যম্। কথং তর্হি তজ্‌জ্ঞানম্? অত উক্তম্ তদ্‌বৈদ্যুতং স্বপ্রকাশং পরং ব্রহ্ম সর্ব্ববৃহৎ অন্যেষামাত্মলাভস্য তদধীনত্বাৎ অতএবৈকঃ অন্যাত্মনস্তদপেক্ষত্বেন তদনতিরেকাৎ। সঃ রুদ্রঃ একো রুদ্র ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ ঈশানঃ স্বতন্ত্রঃ অতএব ভগবান্ ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ এষ মহেশ্বরঃ অনবধিকৈশ্বর্য্যঃ সর্ব্বৈঽপ্যেতে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিভেদেঽপ্যেকার্থাঃ সমানাধিকরণবৎ॥ ৩॥

অনুবাদ।—প্রথমে অমরবৃন্দ সূক্ষ্মরূপে রুদ্রদেবের সর্ব্বময়ত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক স্তব করিয়া অধুনা বিরাট্‌ভাবে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রুদ্র! এই ভূর্লোক তোমার চরণযুগলদ্বয়, ভুবর্লোক তোমার মধ্যদেশ (উদর) এবং স্বর্লোক তোমার মস্তক; সুতরাং অখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমারই স্বরূপ। এই জন্য তোমাকে বিশ্বরূপ বলা যায়। তুমি এক ব্রহ্ম জগতে অনন্ত রূপ ধারণ পূর্ব্বক অসীম মহিমা প্রকাশ করিতেছ। হে ভগবন্! তুমি সৎ ও অসৎ এই দুই ভাগে আবদ্ধ আছ; জগতের সৎ ও অসৎ সমস্ত পদার্থ তোমারই স্বরূপ। হে ব্রহ্মরূপিন্! তুমি ত্রিগুণ-

ভেদে তিনরূপে আবদ্ধ আছ ; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ তোমারই মাহাত্ম্য। তুমিই ব্রহ্মাণ্ডে শান্তিরূপে বিরাজমান আছ, তুমিই জীবাদি সমগ্র বস্তুর পুষ্টিস্বরূপ, যে সমস্ত হবনীয় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তুমি এবং যাহা ক্রিয়ার অযোগ্য, তাঁহাও তুমি; যে সমস্ত বস্তু দান করা যায়, তাহাও ত্বৎস্বরূপ এবং অপ্রদত্ত পদার্থও তুমি ; তুমিই সর্ব্বময় ও তুমি সকলের অতিরিক্ত; তুমি বিশ্বময় ও বিশ্ব হইতে অতীত; কৃত ও অকৃতও তুমি। তুমি পরমপদার্থ, তুমি অপর এবং তুমিই পরমধাম, তোমাকে প্রাপ্ত হইলেই উত্তমা গতি লাভ হয়, তোমাকে জানিতে পারিলে সকল বিষয়ই বিদিত হয়; তোমার দর্শনেই সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে; অধুনা আমরা প্রার্থনা করি এই যে, আমাদিগের সেই দিব্য জ্যোতিঃ প্রাদুর্ভূত হউক। আমাদিগের প্রতি যেন বিপক্ষগণ কোন প্রকার অনিষ্টাচরণ করিতে সমর্থ না হয়। আমরা তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম, তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিলে শত্রুকৃত হিংসা আমাদিগের কোন বিঘ্ন উৎপাদনে সমর্থ হইবে না। যাহারা তোমার শরণাগত, শত্রুকৃত হিংসা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ। তুমি গ্রহণীয় ও পরিত্যাজ্য ; যাহারা তোমার তত্ত্ব অবগত হয়, তাহারা সাদরে তোমাকে গ্রহণ করে, তোমার তত্ত্বে যাহারা বিমুখ, তাহারা তোমাকে পরিত্যাগ করে। হে পুরুষোত্তম! তোমার অষ্টবিধ মূর্ত্তির মধ্যে ক্ষিতিমূর্ত্তিকে শর্ব্ব, জল-

মূর্ত্তিকে ভব, অগ্নিমূর্ত্তিকে রুদ্র, বায়ুমূর্ত্তিকে উগ্র, আকাশ-মূর্ত্তিকে ভীম, যজমানমূর্ত্তিকে পশুপতি, সূর্য্যমূর্ত্তিকে ঈশান, এবং সোমমূর্ত্তিকে মহাদেব কহে। তুমি উক্ত ক্ষিত্যাদি পঞ্চ-মূর্ত্তি এবং যজমান, সূর্য্য ও সোম এই অষ্টমূর্ত্তিদ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজমান আছ; তুমিই পূর্ব্ব-দিগ্‌ভাগে চন্দ্র-সূর্য্যরূপে উদিত হও, তুমি সর্ব্বময় ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণকর 'ব্রহ্ম' এই অক্ষরদ্বয়, তুমি জীবকুলের ভোগ ও মোক্ষসাধনার্থ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ; তুমি প্রজাপতিরূপে প্রজাবর্গের পালন করিতেছ, তুমি স্থূলসূক্ষ্মজীবাদি ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থের কর্ত্তা, তুমি কালরূপী হইয়া জীবকুলকে গ্রাস করিতেছ, ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তুমি তৎসমস্ত বস্তুতেই অবস্থিতি করিয়া থাক, তুমি সৌম্য পদার্থে সৌম্যরূপে, সূক্ষ্মবস্তুতে সূক্ষ্মরূপে এবং বায়ব্য পদার্থে বায়ুরূপে অবস্থিতি করত গ্রাস কর, তুমি সকলের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারী এবং মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ; তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যে সমস্ত দেবতা জীবকুলের অন্তঃকরণে অবস্থিতি করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রামের অধিষ্ঠাতৃরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং যাঁহারা প্রাণাদি পঞ্চবায়ুরূপে জীবকুলের জীবত্ব সম্পাদন করিতেছেন, তুমিই সেই সেই অন্তর্যামী দেবতা, অতএব তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। অকার, উকার, মকার এই ত্রিমাত্রাত্মক সর্ব্বদেবময় যে প্রণব, তাহাও তুমি

এবং তুমিই পরাৎপর সর্ব্বকল্যাণময় শিবরূপে সর্ব্বজীবের অন্তঃকরণে অবস্থিতি কর, সুতরাং তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

সেই হৃদিস্থ পরমপুরুষ রুদ্রদেবের শিরঃ উত্তরদিকে বিদ্যমান আছে, জীব সেই উত্তরমুখে গমনাগমন পূর্ব্বক তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। তাঁহার পাদযুগল দক্ষিণদিকে বিদ্যমান ; সেই জন্য জীব দক্ষিণভাগে গমনাগমন করিয়া গমনশক্তি পাইয়াছে। যিনি উত্তরদিগ্‌ভাগে বিদ্যমান আছেন, তিনি প্রণবস্বরূপ, যিনি প্রণব-স্বরূপ, তিনি প্রণবরূপী ; যিনি প্রণবরূপী, তিনি সর্ব্বব্যাপী ; যিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি অনন্ত; যিনি অনন্ত, তিনি তারক (পরিত্রাণকর্ত্তা) ; যিনি তারক, তিনি শুক্ল (নির্ম্মল) ; যিনি শুক্ল, তিনি সূক্ষ্ম ; ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে কখনই সমর্থ নহে। যিনি সূক্ষ্ম, তিনি বৈদ্যুত (স্বপ্রকাশ-স্বরূপ); যিনি স্বপ্রকাশস্বরূপ, তিনি পরংব্রহ্ম ; যিনি পরং-ব্রহ্ম, তিনি অদ্বিতীয় ; তিনি রুদ্র, যিনি রুদ্র, তিনি ঈশান এবং যিনি ঈশান, তিনিই ভগবান্ মহেশ্বর ॥ ৩ ॥

অথ কস্মাদুচ্যতে ওঙ্কারঃ, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব প্রাণান্ ঊর্দ্ধমুৎক্রাময়তি তস্মাদুচ্যতে ওঙ্কারঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে প্রণবঃ, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাঙ্গিরসং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রণাময়তি নময়তি চ তস্মাদুচ্যতে প্রণবঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে সর্ব্বব্যাপী, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব যথা স্নেহেন

পললপিণ্ডমিব শান্তরূপমোতপ্রোতমনুপ্রাপ্তো ব্যতিষক্তশ্চ তস্মাদুচ্যতে সর্ব্বব্যাপী। অথ কস্মাদুচ্যতেহনন্তঃ যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চাস্যান্তো নোপলভ্যতে তস্মাদুচ্যতেহনন্তঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে তারং, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব গর্ভ-জন্ম-ব্যাধি-জরা-মরণ-সংসার-মহাভয়াৎ তারয়তি ত্রায়তে চ তস্মাদুচ্যতে তারম্। অথ কস্মাদুচ্যতে শুক্লং, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব ক্লন্দতে ক্লাময়তি চ তস্মাদুচ্যতে শুক্লম্। অথ কস্মাদুচ্যতে সূক্ষ্মং যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সূক্ষ্মো ভূত্বা শরীরাণ্যধিতিষ্ঠতি, সর্ব্বাণি চাঙ্গান্যভিমৃশতি তস্মাদুচ্যতে সূক্ষ্মম্। অথ কস্মাদুচ্যতে বৈদ্যুতম, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব ব্যক্তে মহতি তমসি দ্যোতয়তি তস্মাদুচ্যতে বৈদ্যুতম্। অথ কস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম, যস্মাৎ পরমপরং পরায়ণঞ্চ বৃহদ্ বৃহত্যা বৃংহয়তি তস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম। অথ কস্মাদুচ্যতে একঃ যঃ সর্ব্বান্ প্রাণান্ সম্ভক্ষ্য সম্ভক্ষণেনাজঃ সংসৃজতি বিসৃজতি তীর্থমেকে ব্রজন্তি তীর্থমেকে দক্ষিণাঃ প্রত্যঞ্চ উদঞ্চঃ প্রাঞ্চোহভিব্রজন্ত্যেকে তেষাং সর্ব্বেষামিহ সঙ্গতিঃ। সাকং স একো ভূতশ্চরতি প্রজানাং তস্মাদুচ্যতে একঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে রুদ্রঃ, যস্মাদৃষিভির্নান্যৈর্ভক্তৈর্দ্রুতমস্য রূপমুপলভ্যতে তস্মাদুচ্যতে রুদ্রঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে ঈশানঃ যঃ সর্ব্বান্ দেবানীশতে ঈশানীভির্জ্জননীভিশ্চ শক্তিভিঃ। অভিত্বা শূরণো নুমো দুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ

স্বদর্শমীশানমিন্দ্রতস্থুষ ইতি তস্মাদুচ্যতে ঈশানঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে ভগবান্ মহেশ্বরঃ যস্মাদ্ভক্তাজ্ঞানের্ন ভজত্যনুগৃহ্লাতি চ বাচং সংস্থজতি বিস্থজতি চ সর্ব্বান্ ভাবান্ পরিত্যজ্যাত্মজ্ঞানেন যোগৈশ্বর্য্যেণ মহতী মহীয়তে তস্মাদুচ্যতে ভগবান্ মহেশ্বরঃ তদেতদ্রুদ্রচরিতম্॥ ৪॥

দীপিকা।—পর্য্যায়ত্ব-শঙ্কা-নিবৃত্তয়ে ত্রয়োদশানামপি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিভেদং পৃচ্ছন্তি অথেতি। ঊর্দ্ধোৎক্রোম-শব্দয়োরোঙ্কাব ইতি নিপাতনম্ উপায়স্যোপায়ান্তরা-বিরোধান্ন ব্যাকরণবিরোধঃ শঙ্ক্যঃ। এবমুত্তরেষ্বপি। চতুর্ব্বেদাত্মকং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ অধ্যেতৃভ্যঃ প্রণাময়তি প্রণতং নম্রং করোতি নাময়তি প্রকরোতি তত্তন্নমিব করোতি স প্রণবঃ পললং তিলপিষ্টং তস্য পিণ্ডং গুড়িকা ইব শব্দো বাক্যালঙ্কারে, যথা—তিলপিষ্টপিণ্ডং সর্ব্বতঃ স্নেহেন তৈলেন ব্যাপ্তম্ এবং পটে তন্তুমিব কার্য্যমাত্রে ওতঞ্চ প্রোতঞ্চ তানবিতানভাবমাপন্নং শান্তরূপং ব্রহ্ম উচ্চার্য্যমাণঃ বাচা প্রযুক্তঃ প্রতীতঃ এবং সর্ব্বত্র অনু অনুসৃত্য প্রাপ্তঃ ভেদমাপন্নঃ প্রতিমেব দেবেন কথা বাচকভাবেন ব্যতিষক্তঃ সংবদ্ধঃ সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম তদ্রূপেণ ব্যাপ্নোতি বাচকতয়া বা সংবধ্নাতি সর্ব্বব্যাপীত্যর্থঃ। এবং প্রণবস্য সর্ব্বব্যাপিত্বাদিকম্ অর্থাভেদবিবক্ষয়া দ্রষ্টব্যম্। উচ্চার্য্যমাণেঽস্মিন্ তস্য ওঙ্কারস্য অন্তো ব্রহ্মৈক্যাম্নাপলভ্যতে তেনানন্তঃ। আশু ক্রন্দতে কন্দতে ক্রন্দতে

ধ্বনিরূপেণ ব্যজ্যতে ক্লাময়তি চ উদাত্ততয়া উচ্চারণে প্রযত্নাধিক্যাৎ শরীরং ক্লমযুক্তং করোতি তৎ শুক্লম্ পূর্ব্বোত্তরপদয়োরাত্মন্তলোপঃ। সূক্ষ্মো ভূত্বা অঙ্কুরাবস্থায়ামেবাপি শরীরাণি দেহাবয়বান্ স্বহেতুপ্রাণাভেদেন প্রযত্নাভেদেন ব্রহ্মাভেদেন বা অধিতিষ্ঠতি আরোহতি অভিমৃশতি সংবধ্নাতি ব্যাপ্নোতি চ সূক্ষ্মম্ তস্মাৎ অব্যক্তে মহতি তমসি অবিদ্যায়াং দ্যোতয়তি তন্নিরাসেন ব্রহ্মপ্রকাশং করোতি তৎ বৈদ্যুতম্ পরমপরং সগুণং নির্গুণঞ্চ পরায়ণং পরমগতিঃ তস্মাৎ পরমিত্যন্বয়ঃ।

ব্রহ্মশব্দনিমিত্তমাহ বৃহদিতি। যস্মাৎ বৃহৎ মহৎ তস্মাৎ ব্রহ্মেত্যন্বয়ঃ। নিমিত্তান্তরমাহ বৃহত্যেতি। বৃহত্যা মায়য়া বৃংহয়তি বর্দ্ধয়তি কার্য্যং তেন পরং ব্রহ্ম ওঙ্কারঃ। যঃ সর্ব্বান্ প্রাণান্ প্রাণাভিব্যঙ্গ্যান্ বেদান্ অর্থপক্ষে বাগাদীন্ সম্ভক্ষ্য সংহারকালে আত্মন্যুপসংহৃত্য সম্ভক্ষণেন কৃত্বা সংসৃজতি তৈরেকীভবতি স্বয়ম্ভু অজঃ বাচা বিরূপনিত্যয়েতি লিঙ্গাৎ নিত্যং বিজ্ঞানমিতি শ্রুতেশ্চ পুনঃ সিসৃক্ষায়াং বিসৃজতি চেতি কার্য্যকারণয়োরভেদাৎ মৃদাদিবদেকঃ অতএব কৃতে তু প্রণবো বেদঃ ইত্যাদ্যুপপন্নম্। কারণত্বে-নৈক্যমুক্ত্বা ফলত্বেনাপ্যৈক্যং মন্ত্রেণাহ তীর্থমিতি। তীর্থম্ উপায়ঃ তদ্‌ব্রজনম্ অনুষ্ঠানম্ দিক্‌চতুষ্কগ্রহণং তন্নানাত্বোপ-লক্ষণার্থং নানামার্গৈরপ্যুপায়ৈঃ সর্ব্বেষাম্ ইহ ঈশ্বরে সঙ্গতিঃ ফলত্বেন প্রাপ্তিঃ। সাকং সহৈব সঃ একো ভূতঃ সিদ্ধঃ

চরতি সৃষ্ট্যা প্রবর্ত্ততে ভক্ষয়তি বা প্রজানামশুভ-কর্ম্ম-বিপাকম্ তদুক্তং কবিভিঃ।

বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে॥ ইতি।

বাচ্যধর্ম্মেণ বাচকো ব্যবহ্রিয়তে। ঋষিভিঃ জ্ঞানিভিঃ দ্রুতং গম্যতে ইতি রুদ্রঃ। ঈশতে ঈষ্টে ইতি ঈশানঃ ঈশ্যতে এভিরিতি ঈশিন্যঃ তাভিঃ দেবান্ স্বেচ্ছয়া নিযুনক্তি অজাতানাং বিনিয়োগাসম্ভবাৎ জননীভিশ্চ শক্তিভিঃ জনয়ন্তি ঈশতে। ঈশানন্তে মন্ত্রসঙ্গতিমাহ অভীতি। হে শূর! ইন্দ্র! পরমেশ্বর! ত্বা ত্বাম্ অভিতো নুমঃ আভিমুখ্যেনাতিশয়েন স্তুমঃ, অদুগ্ধাঃ দুগ্ধরহিতাঃ পয়োঽর্থিনো বৎসাঃ ধেনবঃ দোগ্ধ্রীঃ গা ইব স্তুবন্তি, দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা, অদুগ্ধাঃ প্রসূতাঃ ধেনবঃ গাবো বৎসানিবেতি ন ব্যাখ্যাতম্ স্নেহসামোহপ্যুপাসকস্য মাতৃতা উপাস্যস্য বৎসতেতি হীনোপমাদোষ-প্রসঙ্গাৎ। জগতঃ জঙ্গমস্য তস্থুষঃ স্থাবরস্য ঈশানম্ আদরার্থং পুনঃ প্রয়োগঃ স্ব ঈশং দিব্যদৃষ্টিম্। ভক্তা ভজনকর্ত্তা তস্মৈবার্থো জ্ঞানেনেতি। যদ্বা ভক্তাঃ ভক্তান্ জ্ঞানেন ভজতি সেবতে অনুগৃহ্লাতি চেতি ভগশব্দার্থঃ বাচং বেদাখ্যাং সংসৃজতি ব্রহ্মাদিমুখে বিসৃজতি স্বমুখাদিতি বান্ শব্দার্থঃ। মহেশ্বরশব্দার্থমাহ য ইতি। ভাবান্ বিষয়ান্ পরিত্যজ্য ত্যাজয়িত্বা বেদমুপদিশ্য তদর্থবোধনদ্বারা বিষয়-বৈরাগ্য-

মুৎপাদ্য অধিকারিণং কৃত্বা দত্তেন আত্মজ্ঞানেন মনঃস্থির-তায়ৈ চ অষ্টাঙ্গযোগজন্যৈশ্বর্য্যেণ চ ভক্তান্ ইহতি পূজয়তি তেন পরানুগ্রহেণ চ মহীয়তে মহিমানং যাতি জগদ্‌বিখ্যাতযশা ভবতি তেন ভগবান্ মহেশ্বরঃ অক্ষরসাম্যেন ত্রিক্রিয়াৎ ইতি ন্যায়েনেদং নির্ব্বচনম্।

ননু পরব্রহ্মপর্য্যায়াদারভ্যোচ্চার্য্যমাণ এবেতি কস্মান্নোক্তম্ অত আহ তদেতদ্রুদ্রচরিতমিতি। নাম-নামিনোরৈক্য-বোধনায়োঙ্কারোপক্রমশ্চ আদিত আরভ্য রুদ্রস্যৈবৈতদ্-বর্ণিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বকথিত প্রণবাদি ত্রয়োদশ বিশেষণই একার্থবোধক ও এক রুদ্রদেব-প্রতিপাদক। অধুনা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ঐ সমস্ত বিশেষণ পদের অর্থভেদ বিবৃত হইতেছে।—প্রথম প্রশ্ন এই যে, সেই রুদ্রদেবকে "ওঙ্কার" বলিয়া বিশেষ করিবার আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে।—যেহেতু, সেই রুদ্র-প্রতিপাদক প্রণব উচ্চারণ করিলে আশু প্রাণাদি বায়ুপঞ্চক ঊর্দ্ধে সংক্রামিত হয়, এই জন্য তাঁহাকে "ওঙ্কার" কহে। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, তাঁহাকে প্রণব বলিয়া বিশেষ করিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই,—যেহেতু, প্রণব উচ্চারণমাত্র ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ প্রণত হয়। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বেদ অভ্যাস করেন, প্রণব উচ্চারণ করিলে, তাঁহাদিগের সেই

অধীত বেদচতুষ্টয় আয়ত্ত হয়। এই জন্য তাঁহাকে প্রণব কহে। তৃতীয় প্রশ্ন এই,—তিনি সর্ব্বব্যাপী কেন? ইহার উত্তর এই,—যেহেতু, তাঁহার নাম বাক্য দ্বারা উচ্চারণ করিলে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। যেমন তিল-পিণ্ডাভ্যন্তরে তৈল সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে, যেমন বস্ত্রমধ্যে সূত্ররাজি সর্ব্বত্র সংবদ্ধ থাকে, তদ্রূপ তিনি অনন্তব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, এই জন্য তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী কহে। চতুর্থ প্রশ্ন এই,—তাঁহাকে অনন্ত বলিবার কারণ কি? এই বিষয়ের উত্তর এই,—যেহেতু, তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিলে ঊর্দ্ধে, অধোদিকে এবং চতুষ্পার্শ্বে কোন দিকেও তাঁহার অন্ত উপলব্ধ হয় না, এই জন্য তিনি "অনন্ত" নামে অভিহিত। পঞ্চম প্রশ্ন এই যে, সেই মহাপুরুষকে "তারক" বলিবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে যে, সাধকবৃন্দ সেই পরমাত্মার নাম উচ্চারণ করত ধ্যান করিলে আশু গর্ভযাতনা, জন্মযন্ত্রণা, ব্যাধি, জরা ও মরণ-সংকুল সংসাররূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায় এবং তিনিও সেই তারকব্রহ্ম নামদ্বারা অপরকে ত্রাণ করিতে পারেন, এই জন্য সেই রুদ্রদেব "তারক" নামে আখ্যাত। ষষ্ঠ প্রশ্ন এই যে, কেন সেই মহাপুরুষ "শুক্ল" শব্দে অভিহিত হন? ইহার উত্তর এই,—সেই পরমাত্মরূপী রুদ্রদেবের নাম উচ্চারণ করিলে প্রযত্নাধিক্য

হেতু দেহ ক্লান্ত হয়, সেই জন্য তিনি "শুক্ল" নামে অভিহিত। সপ্তম প্রশ্ন এই যে, সেই মহাপুরুষ "সূক্ষ্ম" কেন? ইহার মীমাংসা এই,—যেহেতু তাঁহাকে উচ্চারণ করিলে আশু তিনি সূক্ষ্মরূপে দেহাভ্যন্তরে অবস্থান পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং সর্ব্বদেহে পরিব্যাপ্ত হন, এই জন্য সেই পুরুষোত্তম রুদ্রদেব "সূক্ষ্ম" শব্দে অভিহিত হন। অষ্টম প্রশ্ন এই যে, সেই রুদ্রদেবকে "বৈদ্যুত" বলা হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই,—যেহেতু, সেই অচিন্তনীয় পরমাত্মস্বরূপ রুদ্রদেবের নাম উচ্চারণমাত্র ব্যক্তীভূত মহাতমঃস্বরূপ অজ্ঞান বিদূরিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ হয়,—সেই জন্য তাঁহাকে "বৈদ্যুত" (স্বপ্রকাশ-স্বরূপ) বলা যায়। নবম প্রশ্ন এই যে, তাঁহাকে "পরব্রহ্ম" কহে কেন? ইহার উত্তর এই যে,—যেহেতু, তিনি পরমপুরুষ পরাৎপর, অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ, প্রাণিকুলের পরমা গতি, চরাচর ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বৃহৎ এবং তিনিই স্বীয় মায়া বিস্তার পূর্ব্বক এই অখিল জগৎ বর্দ্ধিত করিতেছেন; এই জন্য সেই রুদ্ররূপী ভগবান্ "পরংব্রহ্ম" শব্দে অভিহিত হন। দশম প্রশ্ন এই যে, সেই রুদ্রদেবকে "এক" বলিয়া সম্বোধন করিবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে,—যেহেতু, সেই ভগবান্ রুদ্রদেব জীবকুলকে সংহারসময়ে বিনাশ করিয়া

(আপনাতে লয় করিয়া) পুনরায় সৃষ্টি করেন; কিন্তু তিনি অজ, তাঁহার জন্মদাতা বা নাশকর্ত্তা কেহ নাই, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থকে কার্য্যকারণভেদে নানা প্রকারে বিকৃত করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি তীর্থাদিগমনকে ব্রহ্মলাভের উপায় বোধ করিয়া পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চতুর্দ্দিক্স্থ নানাতীর্থে গমন পূর্ব্বক দেহপাতাদি স্বীকার করিয়াও বিবিধরূপ তপস্যা করিয়া থাকে, সেই পরমপুরুষ সনাতন ব্রহ্ম তাহাদিগেরও একমাত্র অবলম্বনস্থান, তাহারা সেই ব্রহ্ম-লাভের বাসনাতেই নানাপ্রকার তীর্থাদি পরিভ্রমণ করে। পরন্তু সেই রুদ্ররূপী মহাপুরুষই সকলের সহিত ভূবাদিলোকে পর্য্যটন করেন, তিনিই সকলের সহিত ঐক্যভাবে বিরাজিত আছেন, তিনিই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কারী; তিনিই প্রজাপুঞ্জের অশুভ কর্ম্মবিপাক ক্ষয় করিয়া থাকেন, সুতরাং সেই অদ্বিতীয় পুরুষ রুদ্ররূপী ভগবান্ "এক" শব্দে অভিহিত। একাদশ প্রশ্ন এই যে, সেই পরমপুরুষ "রুদ্র" শব্দে অভিহিত হন কেন? ইহার উত্তর এই,—যেহেতু, কেবল পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ-ঋষিগণই তাঁহাকে বিদিত আছেন, অন্য কেহ সেই মহাপুরুষকে জানিতে সমর্থ নহে; এই জন্য সেই পরম-দেবতাকে "রুদ্র" বলা যায়। দ্বাদশ প্রশ্ন এই যে, তাঁহার "ঈশান" নাম হই-বার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে,—তিনি ঈশানী

শক্তিদ্বারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেববৃন্দকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং জননীশক্তিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের জীবকুলকে বশীভূত করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার নাম "ঈশান"। যেহেতু, অমরবৃন্দ ঈশানকে এই প্রকারে স্তব করিয়া থাকেন—হে শূর, হে ইন্দ্র, হে পরমেশ্বর! তোমাকে সর্ব্বথা নমস্কার। যেমন দুগ্ধপানেচ্ছু বৎসগণ দুগ্ধলাভের বাসনায় দুগ্ধবতী ধেনুকে প্রার্থনা করে, তদ্রূপ স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই অদ্বিতীয় অধীশ্বর রুদ্ররূপী ভগবান্‌কে বন্দনা করেন, এই হেতু তাঁহাকে "ঈশান" নামে অভিহিত করা যায়। ত্রয়োদশ প্রশ্ন এই যে, তবে তাঁহাকে "ভগবান্ মহেশ্বর" বলিবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বিবৃত হইতেছে।—যেহেতু, সেই পুরুষোত্তম রুদ্রদেব জ্ঞানোপদেশদ্বারা ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তিনিই বেদবাক্য সৃজন পূর্ব্বক ব্রহ্মার মুখে প্রদান করিয়া বেদচতুষ্টয় প্রকাশ করিয়াছেন, এই জন্য সেই পরাৎপর রুদ্রদেব "ভগবান্" শব্দে অভিহিত। "মহেশ্বর" বলিয়া বিশেষণ প্রয়োগের হেতু এই,—যেহেতু, তিনি স্বীয় ভক্তবৃন্দকে বিষয়ানুরাগ হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া বেদোপদেশ করত তদর্থজ্ঞানদ্বারা তাহাদিগের বিষয়বৈরাগ্য সমুৎপাদন পূর্ব্বক প্রকৃত জ্ঞানোপদেশের অধিকারী করিয়া ভক্তদিগের মনোবৃত্তির স্থৈর্য্যসম্পাদনার্থ অষ্টাঙ্গযোগসিদ্ধিজনিত মহৈশ্বর্য্যদ্বারা সেই সমস্ত নিজভক্তকে পরিত্রাণ করিয়াছেন

এবং এইরূপ পরানুগ্রহপ্রকাশদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে বিখ্যাতযশাঃ হইয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে "মহেশ্বর" কহে। এই প্রকারে দেবগণ রুদ্রচরিত কীর্ত্তন পূর্ব্বক স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

একো হ দেবঃ প্রদিশো নু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভ অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ ॥ একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্মৈ য ইমাঁল্লোকানীশত ঈশানীভিঃ। প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সঙ্কোচান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপ্তা ॥ যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যেনেদং সর্ব্বং বিচরতি সর্ব্বম্। তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥

ক্ষমাং হিত্বা হেতুজালস্য মূলং বুদ্ধ্যা সঞ্চিতং স্থাপয়িত্বা তু রুদ্রে রুদ্রমেকত্বমাহুঃ। শাশ্বতং বৈ পুরাণমিষমূর্জ্জেন পশবোঽনুনাময়ন্তং মৃত্যুপাশান্ ॥

তদেতেনাত্মন্নেতেনার্দ্ধচতুর্থেন মাত্রেণ শান্তিং সংসৃজতি পশুপাশবিমোক্ষণীম্ যা সা প্রথমা মাত্রা ব্রহ্মদেবত্যা রক্তা বর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেদ্ব্রহ্মপদম্। যা সা দ্বিতীয়া মাত্রা বিষ্ণুদেবত্যা কৃষ্ণা বর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পদম্। যা সা তৃতীয়া মাত্রা ঈশানদেবত্যা কপিলা বর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেদৈশানং পদম্। যা সার্দ্ধচতুর্থী মাত্রা সর্ব্বদেবত্যা-

ব্যক্তীভূতা খং বিচরতি শুদ্ধা স্ফটিকসন্নিভা বর্ণেন যন্ত্রোঃ ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেৎ পদমনাময়ম্। তদেতদুপাসীত মুনয়ো বাগ্‌বদন্তি ॥

ন তস্য গ্রহণময়ং পন্থা বিহিত উত্তরেণ যেন দেবা যান্তি যেন পিতরো যেন ঋষয়ঃ পরমপরং পরায়ণঞ্চেতি ॥

বালাগ্রমাত্রং হৃদয়স্য মধ্যে বিশ্বং দেবং জাতরূপং বরেণ্যম্। তমাত্মস্থং যে তু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তির্ভবতি নেতরেষাম্। যস্মিন্ ক্রোধং যাঞ্চ তৃষ্ণাং ক্ষমাঞ্চাক্ষমাং হিত্বা হেতুজালস্য মূলম্। বুদ্ধ্যা সঞ্চিতং স্থাপয়িত্বা তু রুদ্রে রুদ্রমেকত্বমাহুঃ ॥

রুদ্রো হি শাশ্বতেন বৈ পুরাণেনেষমূর্জ্জেন তপসা নিয়ন্তাগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম স্থলমিতি ভস্ম ব্যোমমিতি ভস্ম সর্ব্বং হ বা ইদং ভস্ম মন এতানি চক্ষূংষি যস্মাদ্‌ব্রহ্মমিদং পাশুপতং যদ্ভস্ম নাঙ্গানি সংস্পৃশেৎ তস্মাদব্রহ্ম তদেতৎ পাশুপতং পশুপাশবিমোক্ষণায় ॥ ৫ ॥

দীপিকা।—ঈশস্য প্রতিজ্ঞাতমৈক্যমুপপাদয়িতুং সাধনানি চ বক্তুমবয়বশঃ প্রণবস্যোপাসনায়াঃ পৃথক্ ফলানি প্রতিপাদ্য ঈশভক্তিপ্রধানেন জ্ঞানেনৈব পরমপুরুষার্থ-সিদ্ধিরিতি প্রতিপাদয়িতুঞ্চোত্তরখণ্ড আরভ্যতে একো হ দেব ইতি।

এক এব দেবঃ সর্ব্বা দিশঃ প্রজাতঃ সর্ব্বদিগ্রূপো বভূব দিগ্‌গ্রহণং তৎস্থবস্তূনামপ্যুপলক্ষণম্।

ননু কথমেকস্যানেকত্ব-সম্ভবঃ ইত্যাশঙ্ক্য সর্ব্বাশ্চর্য্যে ভগবতি কিং কিং রূপং ন সম্ভবতি? ইত্যাশয়েন পরিহরতি পূর্ব্বো হেতি। পূর্ব্বঃ স উ স এব গর্ভে জগতো মধ্যাবস্থায়াং স এব অন্তোঽপি সর্ব্বান্তে বর্ত্তমানোঽপি। স এব উৎপত্ত্যুপাধিনা কালবিরোধং পরিহরতি স এবেতি। ননু কথমস্যানুভবঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ প্রত্যঙ্ঙিতি। হ জনাঃ আবালস্ত্রী-গোপালাঃ। সার্ব্বজনীনমনুভবং পশ্যতেতি শ্রুতের্ব্বচঃ কিং তৎ? সর্ব্বতোমুখঃ আদিত্যবৎ সর্ব্বেষাং সম্মুখঃ প্রত্যঙ্ অবস্থাত্রয়ানুভূয়মানাহংপ্রত্যয়-বেদ্যাত্মরূপেণ তিষ্ঠতি যঃ স ঈশঃ।

দ্বিতীয়গন্ধমপি নিষেধতি এক ইতি। স দ্বিতীয়মৈচ্ছদিতি শ্রুতেঃ প্রাপ্তাং সহায়াপেক্ষাং নিষেধতি ন দ্বিতীয়ায় তস্থাবিতি। তত্তু লীলা-মাত্রং দ্বিতীয়চেতনাভাবাদেকো দ্রষ্টেতি শ্রুতেঃ সঞ্চুকোচ ইতি অন্তকালে প্রলয়কালে সঙ্কোচং কৃতবান্, সংসৃজ্য ব্যাপ্য।

ননু বহবঃ শরীরিণশ্চেতনা দৃশ্যন্তে একত্বন্ত্বীশ্বরাপেক্ষমেবেত্যত আহ যো যোনিং যোনিমিতি। সর্ব্বে জীবা ব্যুচ্চরন্তীতি শ্রুতেঃ বিস্ফুলিঙ্গ ইব ততো ভিন্ন এব ইতি ভাবঃ। জ্ঞানশক্তিবৎ ক্রিয়াশক্তিরপ্যেকত্রৈবাস্তীত্যাহ সর্ব্বমিতি। সর্ব্বং সঞ্চরতি প্রবিশতি বিচরতি নানা

গচ্ছতি চ যেন শক্তিমতা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বগুণৈঃ সম্পন্নঃ স এব সৈব্য ইত্যাহ তমিতি। বরদং সকামানামপ্যপেক্ষিতং দেবং স্মৃতা দ্রষ্টারম্ ঈড্যং স্তুত্যং বেদানাং নিচায্যং নিতরাং সর্ব্বভাবেন পূজয়িত্বা ইমাম্ ঈশ্বরাবস্থামেব অত্যন্ত শান্তিং কৈবল্যাখ্যাম্ এতি।

তৎ প্রাপ্ত্যন্তরঙ্গোপায়ানাহ ক্ষমামিতি। হেতুজালস্য হেতুবাদ-কল্পনা-সমূহস্য মূলং কারণভূতাং ক্ষমাং ভূমিম্ অবিবেকদৃষ্টিলক্ষণাং হিত্বা ত্যক্ত্বা বুদ্ধ্যা নিপুণধিয়া সঞ্চিতং স্বীকৃতং বস্তু রুদ্রে স্থাপয়িত্বা সমর্প্য তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ইত্যুক্তত্বাৎ রুদ্রমেব একত্বম্ একভাবমেকরসমেতীত্যনুষঙ্গঃ আহুঃ ইতি আহুরাচার্য্যা ইত্যর্থঃ। কীদৃশং রুদ্রং শাশ্বতং সর্ব্বকাল-ব্যাপিনং পুরাণং পুরাপি নবং ন কদাচিজ্জীর্ণম্ ইষম্ অন্নম্ ঊর্জ্জেন বলেন সহ পশবঃ দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা পশূন্ অনুনাময়ন্তম্ অধীনীকুর্ব্বন্তং ভক্তেভ্যোঽর্পয়ন্তমিতি যাবৎ মৃত্যুপাশান্ নাময়ন্তং ন্যক্কুর্ব্বন্তং তেভ্যো মোচয়ন্তমিতি যাবৎ ভক্তিমুক্তিপ্রদমিত্যর্থঃ॥

ইদানীং প্রণবস্য মাত্রাভেদেন ধ্যানভেদস্য ফলানি বক্তুং প্রথমং প্রাধান্যাৎ চতুর্মাত্রস্য তস্য ফলমাহ তদেতেনাত্মন্নিতি। তৎ তস্মাৎ পূর্ব্বোক্ত-প্রকারাৎ এতেন প্রণবেন আত্মন্ আত্মনি এতেন আদৃতেন আগতেন আত্মপ্রতিপাদকেন অর্দ্ধা চতুর্থী মাত্রা যস্য তেন ওঙ্কারেণ শান্তিং সংসৃজতি ঈশ্বরঃ। তথা পশুপাশ-বিমোক্ষণ-

স্তিদ্বারা কর্ম্মপাশহানিং করোতি। প্রত্যেকমাত্রাণাং ফল-
হ্ মা সেতি। প্রথমা অকাররূপা অর্দ্ধচতুর্থী মাত্রা চতুর্থী
দ্ধরূপা মাত্রেত্যর্থঃ সর্ব্বদেবত্যা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্র-দেবত্যা
ব্যক্তীভূতা অবর্ণকত্বাৎ অব্যক্তীভূতা বর্ণরূপেণানির্ব্বাচ্যা
মূর্দ্ধানং প্রবিচরতি। শুদ্ধা ইতি বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ
নামকং সহস্রদলং পদ্মমিতি প্রসিদ্ধম্। তদুক্তম্—
দ্ধ্ন প্রতিষ্ঠিতং পদ্মং সহস্রদলসংযুতম্ ইতি ষোড়শদলং
। তদিতি তৎ তস্মাৎ কারণাৎ এতৎ পদ্মনামকং পদং
তুর্থমাত্রাদ্বারা উপাস্তে। তস্য পদ্মান্তরবৈলক্ষণ্যমাহ
মুনয়ো বাগ্-বদন্তীতি। অবাক্ অধোমুখং যচ্ছ্রুতিঃ অবাঙ্মুখ-
শ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্ ইতি।
যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি—ষোড়শচ্ছন্দসংযুক্তং শিরঃপদ্মাদধোমুখাৎ
নির্গত্যামৃতধারাভিঃ ইতি।

বিশেষান্তরমাহ ন তস্য গ্রহণমিতি। গৃহ্যতে অনেনেতি
গ্রহণং নালং তৎ যস্য নাস্তি অধোমুখস্য তস্য মূর্দ্ধোপরি
নালত্বাদর্শনাৎ। এতৎ ভিত্ত্বা যে যান্তি তেষাং গতিমাহ
মিতি। অয়ং পন্থাঃ ওঙ্কারোপাসন-লক্ষণঃ যেন উত্তরেণ
। দেবা যান্তি গচ্ছন্তি পিতরঃ জ্ঞানরহিত-কর্ম্মোপাসনেন
হন্তি। যে ন পিতর ইতি পাঠে যে পিতরঃ তে উত্তরেণ
। ন গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। নেষ্টাপূর্ত্তমাত্রকারিণাং জ্ঞানরহিতা-
ত্তরেণ পথা গতিরস্তি। অথবা পিতরঃ পিতৃমার্গাধিপাঃ
্যবালাদয়ঃ তেষাং হি জ্ঞানিত্বাদুত্তরমার্গ এব অত্রাপি

বিশেষঃ। কেচিৎ পরমেব যান্তি। যদুক্তম্—ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥ ইতি। কেচিৎ অপরং ব্রহ্মলোকাদি যেষামসতি জ্ঞানপরিপাকে কল্পান্তরে পুনর্জ্জন্ম ভবতি কেচিৎ পরায়ণং বৈকুণ্ঠ-কৈলাসাদি।

তত্র কে পরমেব যান্তি ইত্যপেক্ষায়ামাহ বালাগ্রম মিতি। দুর্লক্ষ্যত্বেন সূক্ষ্মত্বোক্তিঃ হৃদয়স্য মধ্যে দহরে হি জাগ্রদবস্থাভিমানিনং দেবং দ্যোতনাত্মকং জাত স্বর্ণবর্ণং জাতরূপং জগদ্‌যস্মাদিতি বরেণ্যং বরং আত্মস্থং বুদ্ধিপ্রকাশকং শান্তিঃ মুক্তিঃ ইতরেষাং তদন জ্ঞানাৎ। ইতরেষামপ্রাপ্তে হেতুং ত্যাজয়িতুমাহ যস্মিন্নিতি যস্মিন্নিতি, বিষয়নির্দ্দেশঃ ক্রোধবিষয়ং ক্রোধঞ্চ হি বিস্মৃত্যেত্যর্থঃ, যা চ তৃষ্ণাবিষয়া তাঞ্চ তৃষ্ণাং হিত্বা ক্ষমাগ্রহণং সর্ব্বসাধনোপলক্ষণং লব্ধে তত্ত্বে সাধনান্যপি চেত্যর্থঃ যেন ত্যজতি সন্ত্যজ্য ইত্যুক্তেঃ। হেতুজাল বিকল্পরাশেঃ মূলভূতাং ক্ষমাং ভূমিম্ অবিবেকদৃষ্টিঞ্চ হি বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণধিয়া সঞ্চিতং বিবেকদৃষ্ট্যা রুদ্রে স্থাপয়ি সমর্প্য যজ্জুহোষি যদশ্নাসি ইত্যাদি স্মৃতেঃ। ননু বি ব্রহ্মণি চেতি বক্তব্যে রুদ্রে ইতি কিমর্থমুচ্যতে। ইত শঙ্ক্যাহ রুদ্রমিতি। রুদ্রম্ ঐকত্বমাপন্নম্ আহুরাচ ইত্যপেক্ষিতম্। অয়ং ভাবঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যো মহেশ্ এবং শুদ্ধং ব্রহ্ম স এব স্বমহিম্না চিদৈশ্বর্য্যেণ নানা রূপাণি চাপন্ন ইতি।

রুদ্রো হীতি। শাশ্বতেন অনবচ্ছিন্নেন পুরাণেন অপরিণামিনা ঊর্জ্জেন ঐশ্বর্য্যেণ তপসা চ রুদ্রয়ান্ ইযম্ অন্নং ভূতজাতং নিয়ন্তা। তৃন্ ন লোকেতি ষষ্ঠীনিষেধঃ। সর্ব্বভূতজাতং নিযচ্ছতি ঐশ্বর্য্যতপসোঃ শাশ্বতং রুদ্রস্য দশাব্যয়ত্বাৎ। তথাহি—জ্ঞানং বিরাগিতৈশ্বর্য্যং তপঃ শৌচং ক্ষমা ধৃতিঃ। স্রষ্টৃত্বমাত্মসম্বন্ধো হ্যধিষ্ঠাতৃত্বমেব বা। অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে ইতি। ভস্মধারণমীশ্বরস্য প্রসিদ্ধম্। তদ্‌যথা ভস্ম লীলয়া ধৃতং নায়াসকারি তথা জগদগ্নীতি বক্তুমগ্ন্যাদীনাং ভস্মোপমামাহ অগ্নিরিত্যাদি। বিশ্বং ভস্মবিশেষেণ ধৃতমিত্যর্থঃ। স্থলং পৃথিবী সর্ব্বম্ আকাশাদিকমপি ইদং জগৎ চক্ষূংষি ইন্দ্রিয়াণি। কিমর্থমমঙ্গলং ভস্ম দধাতি অত আহ পশুপাতে রুদ্রস্যেদং ব্রতম্ যস্মাদিতি। যদ্যপি পূর্ণকামস্য ন চ ব্রতেনাপি প্রয়োজনং তথাপি ভক্তানুগ্রহার্থং ব্রতে ময়া কৃতে ভক্তা অপি তথা কুর্য্যুরিতি। যৎ যস্মাৎ ভস্ম নাঙ্গানি সংস্পৃশেদিতি ব্রতং পশুপতিনা প্রোক্তং পশুপতিনা ধৃতঞ্চ ভস্ম তস্মাৎ ব্রহ্ম জ্ঞেয়মিতি স্তুতিঃ। ফলমাহ তদিতি। পশূনাং জীবানাং পাশস্য বন্ধস্য বিমোক্ষণায় ত্যাগায় এতৎ ব্রতং ভস্মধারণবিধিঃ ফলবিশেষশ্চ কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদি দ্রষ্টব্যঃ॥ ৫॥

ঈশ্বরের ঐক্যজ্ঞানপ্রতিপাদনার্থ প্রণবোপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল প্রতিপাদন পূর্ব্বক ঈশ্বরভক্তিনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা পরমার্থসিদ্ধি হয়, এই বিষয় পরিজ্ঞাপনার্থ ঈশ্বরের সর্ব্বময়ত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।—একমাত্র পরাৎপর পরমপিতা জগদীশ্বরই যাবতীয় দিক্ ও সেই সেই দিকে স্থিত সমগ্র পদার্থস্বরূপ। তিনি এক হইয়া জগতে নানারূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ পাইতেছেন। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও অসীমমাহাত্ম্যশালী, তাঁহার নিকট কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নহে; এমন কার্য্য নাই, যাহা তিনি করিতে না পারেন। তিনি জগতের পূর্ব্ব, তিনিই জগতের মধ্য এবং তিনিই জগতের অন্তে বিদ্যমান থাকিবেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্তমাহাত্ম্যশালী পরমাত্মস্বরূপ রুদ্রদেবই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালে বিদ্যমান আছেন। সেই ঈশানদেব আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখস্বরূপ। তিনি অবস্থাত্রয় অনুভব পূর্ব্বক বিদ্যমান আছেন এবং তিনিই সকলের পরিজ্ঞেয়; সেই পুরুষোত্তমকে জানিতে পারিলেই নরজন্মের সাফল্যলাভ হয়।

সেই এক রুদ্রদেব ঈশানীশক্তি দ্বারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বকর্তৃত্ব করিতেছেন। তিনি অদ্বিতীয়, কাহারও সহায়তার অপেক্ষা করেন না। সেই সর্ব্বেশ্বর জগৎপ্রভু অসীমশক্তি ও অপরিসীম মাহাত্ম্যপ্রভাবে শিশু, যুবা, বৃদ্ধ ও বনিতাদি সকলের ও সর্ব্বপদার্থের অধীশ্বর হইয়া আছেন।

সেই পরমাত্মা পরমপুরুষ রুদ্রদেবই এই অসীম চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া পালন করিতেছেন এবং চরমে প্রলয় করিয়া থাকেন; সুতরাং সেই রুদ্রদেবই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর, তিনি ব্যতীত জগৎকর্ত্তা আর কেহ নাই।

পূর্ব্বশ্লোকে কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই স্বীকার করিলেন, কিন্তু নানারূপ চেতনাবিশিষ্ট শরীরী জীবাদি দেখা যায় কেন? এই সন্দেহের মীমাংসা এই,—সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মই প্রতিযোনিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ তাঁহারই প্রতিবিম্বমাত্র, তিনিই অনন্ত-জীবরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান আছেন। তিনিই সর্ব্বসম্পন্ন ও ব্রহ্মাণ্ডের সেব্য, তিনি বরদ অর্থাৎ সর্ব্বকামীর আরাধ্য। যে ব্যক্তি যে কামনায় তাঁহার আরাধনা করে, তাহার সেই কামনা ফলবতী হয়, দেবগণ তাঁহাকেই স্তব করিয়া থাকেন, অতএব সেই পরমব্রহ্মরূপী ঈশানকে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিলে কৈবল্যমুক্তিস্বরূপ শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বতন আচার্য্যবৃন্দ ব্রহ্মলাভের যে অসাধারণ হেতু নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা এই,—ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি সাংসারিক হেতুবাদ ও কল্পনার মূলকারণস্বরূপ অবিবেক-দৃষ্টি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বুদ্ধির নৈপুণ্যদ্বারা স্বীকৃত বস্তু

সকল সেই রুদ্রদেবে সমর্পণ করত সর্ব্বব্যাপী পুরাণপুরুষকে এবং যিনি বলের সহিত অন্ন ও পশুকুলকে স্বাধীন করিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি ভক্তবৃন্দকে অন্ন ও বল প্রদান করেন, যিনি ভক্তবৃন্দের মৃত্যুপাশ ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে মোচন করেন, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপী রুদ্র-দেবকে প্রাপ্ত হয়।

অধুনা প্রণবের মাত্রাভেদে বিশেষ বিশেষ ফলসাধনার্থ অগ্রে প্রণবের মাত্রাচতুষ্টয়ের ফল বিবৃত হইতেছে।— পূর্ণমাত্র "ওঁ" এই শব্দ চিন্তা করিলে তাহাকে ঈশ্বর সর্ব্বশান্তি সমর্পণ করেন; তাহার পশুপাশবৎ ভবপাশ ছিন্ন হয়, সে কর্ম্মপাশ ছেদন পূর্ব্বক পরমপদ লাভ করে। ওঙ্কারের অকারস্বরূপ প্রথমমাত্রা ব্রহ্মদৈবত, অর্থাৎ ব্রহ্মাই উক্ত অকাররূপ প্রথমমাত্রার দেবতা। ঐ মাত্রা লোহিত-বর্ণ, যে ব্যক্তি সেই অকাররূপিণী ব্রহ্মদৈবত রক্তবর্ণা প্রথমমাত্রার ধ্যান করে, তাহার নিত্যধাম-ব্রহ্মপদ লাভ হয়। ওঁকারের দ্বিতীয়মাত্রা উকারস্বরূপা ও কৃষ্ণবর্ণা। যিনি সেই উকাররূপিণী বিষ্ণুদৈবত কৃষ্ণবর্ণা দ্বিতীয়মাত্রাকে ধ্যান করেন, তিনি সনাতন বৈষ্ণবপদ লাভ করিতে পারেন। ওঙ্কারের তৃতীয়মাত্রা মকারস্বরূপিণী, রুদ্রদৈবত ও কপিলবর্ণা। যে ব্যক্তি সেই মকাররূপিণী রুদ্রদৈবত কপিলবর্ণা তৃতীয়মাত্রার চিন্তা করে, নিত্যধাম ঈশানপদ তাহার করগত হয়। ওঙ্কারের চতুর্থী মাত্রা সম্পূর্ণ

ওঙ্কারস্বরূপ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রদৈবত ও অব্যক্তভূতা। ঐ পূর্ণমাত্র ওঙ্কার নিরন্তর সহস্রারকমলে বিচরণ করেন এবং উহা বিশুদ্ধ স্ফটিকবৎ নির্ম্মল। যে ব্যক্তি সেই সর্ব্বদৈবত পূর্ণমাত্র ওঙ্কারের চিন্তা করে, অনাময় নিত্যধাম পরমপদ তাহার হস্তগত হয়। অতএব পরমপদ মোক্ষধাম-লাভের বাসনায় পূর্ণমাত্র ওঙ্কারের আরাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই সহস্রারপদ্ম অধোমুখ মূর্দ্ধাতে অবস্থিত; ঐ পদ্ম ভেদ পূর্ব্বক ব্রহ্মচিন্তা করিবে। এই বিষয়ে ঋষিবৃন্দ বলিয়া থাকেন যে, সেই অব্যক্ত ব্রহ্মধ্যানের এই একমাত্র উপায় ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তবে যাহারা উক্ত অধোমুখ সহস্রদলকমল ভেদ পূর্ব্বক পরমব্রহ্মচিন্তনে অক্ষম, তাহাদিগের পক্ষে কেবল এই প্রণবোপাসনারূপ ব্রহ্মধ্যানই শ্রেয়ঃকল্প। ঋষিবৃন্দ এই পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মধ্যানবিধান করিয়া গিয়াছেন। এই পন্থা আশ্রয় করত ব্রহ্মচিন্তা করিয়া দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ পরমব্রহ্মসাক্ষাৎকার করত পরমধাম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহারা প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পরমপদ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হয় এবং কোন কোন ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি ব্রহ্মলোক কামনা করে, তাহাদিগের জ্ঞানের অপরিপাক হেতু আর কল্পান্তরে তাহাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। আর কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ

ব্যক্তি বৈকুণ্ঠ, কাশী প্রভৃতি মোক্ষধাম অভিলাষ করিয়া থাকেন।

এই প্রকার বহুবিধ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহারা প্রকৃত মুক্তি লাভ করে, তাহা বিবৃত হইতেছে।—যাঁহারা স্বীয় হৃদয়ের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম, দুর্লভ, সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ, স্বপ্রকাশমান, ব্রহ্মাণ্ডের কারণীভূত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিপ্রকাশক, আত্মস্থ পরমাত্মাকে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দর্শন করেন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করিয়া প্রকৃত শান্তিসুখ প্রাপ্ত হন। সাধারণের অদৃষ্টে সেই অনির্ব্বচনীয় পরমপ্রীতিলাভ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যাহারা রোষের বিষয়ীভূত পদার্থসকল বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সেই রোষের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছে এবং তৃষ্ণার বিষয়ীভূত পদার্থ সকল পরিহার পূর্ব্বক সেই তৃষ্ণা পরিত্যাগ করত সর্ব্ববিধ বিষয়সুখে ক্ষান্ত হইয়া রহিয়াছে, কোন প্রকার বিষয়সাধন বস্তু যাহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে, তাহারাই কেবল সংসারের সম্বন্ধ পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করে এবং অবিবেকবুদ্ধিকে আত্মা হইতে বিদূরিত করিয়া বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সকল বিষয় রুদ্ররূপী ব্রহ্মে সমর্পণ করত সেই সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে থাকে। যেহেতু, পুরাতন আর্য্যগণ সেই রুদ্রদেবকেই একমাত্র পরংব্রহ্ম বলেন এবং সেই রুদ্রই ভগবৎশব্দবাচ্য নিত্যশুদ্ধ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

সেই অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মস্বরূপ রুদ্রদেব অসীম মাহাত্ম্য-প্রভাবে সর্ব্বভূতকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন বস্তুই তাঁহার জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, শৌচ, ক্ষমা, ধৃতি, সৃষ্টি-কর্তৃত্ব, আত্মসম্বন্ধ ও অধিষ্ঠাতৃত্ব এই দশ প্রকার ঈশ্বরমাহাত্ম্যকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল পদার্থ আছে, তৎসমস্তই তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অধীন। সেই রুদ্ররূপী ভগবান্ ভস্মধারণচ্ছলে এই অসীম জগৎ ধারণ করিয়াছেন। ঈশ্বর ভস্মধারণ করেন, ইহা সর্ব্বত্র বিদিত। তিনি যে ভস্মধারণ করিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃত ভস্ম নহে; রুদ্রদেব ভস্মরূপে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়াছেন। অগ্নি প্রভৃতি সকল বস্তু রুদ্র-দেহে ভস্মরূপে বিদ্যমান। অগ্নি, বায়ু, জল, পৃথিবী ও আকাশ এই সকল বস্তুই ভস্মস্বরূপ এবং মন ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গ্রামও ভস্ম। পশুপতি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ অমঙ্গলজনক ভস্ম ধারণ করিয়াছেন; ইহাই পশুপতির ব্রত। তিনি ইহাই মনে করিয়া থাকেন যে, আমি এই প্রকার ব্রতাচরণ করিলে আমার ভক্তবৃন্দও তাহা করিবে। যে সমস্ত জীব এই প্রকার ভস্মধারণরূপ ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক একাগ্রমনে সেই পরমপুরুষ পরমাত্মাকে চিন্তা করে, তাহারা অনায়াসে এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়॥ ৫॥

যোঽগ্নৌ রুদ্রো যোঽপ্‌স্বন্তর্য ওষধীর্বীরুধ আবিবেশ। য ইমা বিশ্বা ভুবনানি চক্লপে তস্মৈ রুদ্রায় নমোঽস্ত্বগ্নয়ে। যো রুদ্রোঽগ্নৌ যো রুদ্রোপ্‌স্বন্তর্যো রুদ্র ওষধ্বর্বীরুধ আবিবেশ। যো রুদ্র ইমা বিশ্বা ভুবনানি চক্লপে তস্মৈ রুদ্রায় নমো নমঃ। যো রুদ্রোঽপ্সু যো রুদ্র ওষধিষু যো রুদ্রো বনস্পতিষু। যেন রুদ্রেণ জগদূর্দ্ধং ধারিতং পৃথিবী দ্বিধা ত্রিধা ধর্ত্তা ধারিতা নাগা যেঽন্তরীক্ষে তস্মৈ রুদ্রায় বৈ নমো নমঃ॥

মুর্দ্ধানমস্য সংসেব্যাপ্যথর্ব্বা হৃদয়ঞ্চ যৎ। মস্তিষ্কা-দূর্দ্ধং প্রেবয়ত্যবমানোঽধিশীর্ষতঃ। তদ্‌বা অথর্ব্বণঃ শিরো-দেবকোষঃ সমুজ্‌ঝিতঃ। তৎ প্রাণোঽভিবক্ষতি শিরোঽস্ত-মথো মনঃ। ন চ দিবো দেবজনেন গুপ্তা ন চান্তরীক্ষাণি ন চ ভূম ইমাঃ যস্মিন্নিদং সর্ব্বমোতপ্রোতং তস্মাদন্যন্ন পরং কিঞ্চ নাস্তি। ন তস্মাৎ পূর্ব্বং ন পরং তদস্তি ন ভূতং নোত ভব্যং যদাসীৎ। সহস্রপাদেকমূর্দ্ধা ব্যাপ্তং স এবে-দমাবরীবর্ত্তি ভূতম্। অক্ষরাৎ সঞ্জায়তে কালঃ কালাদ্‌-ব্যাপক উচ্যতে। ব্যাপকো হি ভগবান্ রুদ্রো ভোগায়-মানো যদা শেতে রুদ্রস্তদা সংহার্য্যতে প্রজাঃ। উচ্ছ্বসিতে তমো ভবতি তমস-আপোঽপ্‌স্বঙ্গুল্যা মথিতে মথিতং শিশিরে শিশিরং মথ্যমানং ফেনং ভবতি ফেনা-দণ্ডং ভবত্যণ্ডাদ্‌ব্রহ্মা ভবতি ব্রহ্মণো বায়ুঃ বায়োরোঙ্কারঃ ওঙ্কারাৎ সাবিত্রী সাবিত্র্যা গায়ত্রী গায়ত্র্যা লোকা

ভবন্তি। অর্চ্চয়ন্তি তপঃ সত্যং মধু ক্ষরন্তি যদ্‌ধ্রুবম্। এতদ্ধি পরমং তপঃ। আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোং নম ইতি ॥ ৬ ॥

অগ্ন্যাদীনাং রুদ্ররূপতয়া রুদ্রস্য চাগ্নিরূপতয়া অগ্ন্যাদ্যধিকরণতয়া চ নমস্কর্ত্তুং মন্ত্রত্রয়মাম্নাতং যোঽগ্নৌ রুদ্র ইত্যাদি। প্রকৃত্যান্তঃ পাদমধ্যে ইতি প্রকৃতিভাবঃ ওষধীঃ ব্রীহ্যাদ্যাঃ বীরুধঃ গুল্মা একৈকগ্রহণং প্রদর্শনার্থম্ ॥

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি" স্মৃতেঃ। "যা যা প্রবৃত্তিরুদারা যো যোঽপ্যানন্দসুন্দরো ভাবঃ। যদপি চ কিঞ্চিদ্রমণীয়ং বস্তু শিবস্তত্তদাকারঃ"॥ ইতি চ স্মৃতেঃ

—ইমাঃ ইমানি বিশ্বানি চক্লপে কৃতবান্ পৃথিবী দ্বিধা ত্রিধা ধর্ত্তা ধারিতেতি। ঋতা সত্যাসত্যা ধারা সতী পৃথিবী দ্বিধা ত্রিধা শেষরূপেণ দিগ্‌গজরূপেণ রাজন্যরূপেণ চ ধারিতা ধৃতা। শেষনাগরূপেণ ধৃতা ইত্যুক্তে পাতাল এব নাগরূপেণ তিষ্ঠতীতি শঙ্কা স্যাদত আহ নাগা ইতি। তদুক্তং নীলরুদ্রেণ—

"নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু।
যে অন্তরীক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্বেভ্যো নমঃ ॥" ইতি ॥

নাগাঃ দিগ্‌গজা বা তেঽপ্যন্তরীক্ষস্থা দন্তৈঃ পৃথিবীং বিভ্রতি।

ইদানীমথর্ব্বশিবসোঽস্য গ্রন্থস্যোৎপত্তি-প্রকারমাহ মূর্দ্ধানমিতি। অথর্ব্বা অথর্ব্বর্ষি-শরীরাধিষ্ঠাতা পবমানঃ বায়ুঃ প্রাণঃ অস্য অথর্ব্বণো মুনেঃ মূর্দ্ধানং সংশীব্য সংশীর্য্য বিদার্য্য মস্তিস্কাৎ মস্তকাৎ ঊর্দ্ধঃ সন্ যদস্য হৃদয়ং হৃদিস্থং গ্রন্থরূপং তৎ শীর্ষতঃ অধিশীর্ষে প্রেরয়ৎ প্রেরিতবান্। তদ্বেতি। অধিশীর্ষতঃ শির ঊর্দ্ধতঃ যস্মাৎ প্রাণেন প্রেরিতং তৎ তস্মাৎ বৈ নিশ্চিতম্ অথর্ব্বণঃ শিবঃ এতদ্‌গ্রন্থরূপং দেবকোষঃ দেবানামিন্দ্রাদীনাং কোষো নিধিঃ সমুজ্‌ঝিতঃ সুগোপিতঃ সুরক্ষিতঃ। তদ্‌গ্রন্থরূপমদ্ভুতং সৎ কেন রক্ষিতম্ অত আহ তৎ প্রাণ ইতি। তৎ শিবঃ প্রাণোঽভিরক্ষতি প্রাণাধীনত্বাদধ্যয়নস্য প্রাণস্য অন্নাধীনস্থিতিকত্বাদন্নমপ্যভিরক্ষতি। তর্হি সুষুপ্তে কস্মান্নাধীত ইত্যত আহ মন ইতি। মনসা মনস্যভিমন্ত্রানধীয়েত্যথাধীত ইতি শ্রুতেঃ ~~মনোঽপ্য~~ভিরক্ষতি ॥

যং দেবমেযোপনিষৎ স্তৌতি তস্যোপনিষত্তুৎপত্তিপ্রকার-কথনেন মহত্ত্বমুক্তম্। প্রকৃতং তদেবস্তবনমনুসন্ধত্তে ন চেতি। দেবাদীনাং নবত্বং গুণসঙ্করেণ দ্রষ্টব্যম্ তদ্যথা দ্যৌর্লোকঃ সাত্ত্বিক-রাজস-তামসভেদেন ত্রিধা ত্রিবিধোঽপি প্রত্যেকং সঙ্করেণ নবধা এবমন্তরীক্ষং ভূমিশ্চ। যদ্বা জম্বুদ্বীপস্য নবখণ্ডত্বাৎ ইতরয়োরপি তথা খণ্ডাঃ কল্প্যাঃ। দেবজনেন দেবজনকেন অথবা দেবাঃ জনাঃ সেবকা যস্য তেন রুদ্রেণ গুপ্তাঃ গোপিতা রক্ষিতা। ভূম ইমা ইতি ছান্দসো বর্ণ-

লোপঃ ভূময় ইমাঃ গুপ্তা ইতি। ন চ কেবলং গুপ্তাঃ কিন্তু ব্যাপ্তা অপি ইত্যাহ যস্মিন্নিতি। ওতং প্রোতং তন্তুম্বিব পট আততঃ প্রততশ্চ ঊৰ্দ্ধং তন্তুভিরাবয়নং তির্য্যক্ তন্তুভিঃ প্রবয়নং যস্মাৎ দেবাৎ ন হ্যনৎ পরং ভিন্নমস্তি দেবসত্ত্বায়ত্তত্বাৎ জগৎসত্ত্বস্য পরম্ উৎকৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ। বর্ত্তমানব্যাপ্তিমুক্ত্বা ভূতভবিষ্যতোরপি ব্যাপ্তিমাহ ন তস্মাদিতি। যৎ ভূতং ভব্যং বা অস্তি তদপি তস্মাৎ পূর্ব্বং পরঞ্চ নাসীৎ ন ভবিষ্যতি চ ইত্যপি বোধ্যম্॥

নম্বেকেন কথমনেকং ব্যাপ্তম্ অত আহ সহস্রেতি। সহস্রপাৎ কার্য্যরূপেণ সহস্রপাচ্চাসাবেকমূৰ্দ্ধা চ সহস্রপাদেকমূৰ্দ্ধা তেন ব্যাপ্তমিদম্ কারণেন কার্য্যব্যাপ্তিমৃদাদৌ প্রসিদ্ধা ন কেবলং তিল-তৈল-দধি-সর্পিরাদিবৎ ব্যাপ্তিমাত্রম্ কিন্তু ন এবা[illegible]য়েন আবৃণোতি আবরীবর্ত্তি সর্ব্বাংশেন ব্যাপ্নোতি ন তু খলু চক্রাদিবৎ ততোহন্যৎ কিঞ্চিদস্তি অক্ষরাৎ কূটস্থাৎ কালঃ সঙ্কর্ষণঃ ইন্দ্রধিপঃ ক্ষণাদি-ব্যবহার-নিমিত্তভূতঃ সঞ্জায়তে কালাদ্ব্যাপক উচ্যতে সতি কালে ব্যাপ্য-ব্যাপকসংজ্ঞাং লভতে ভোগায়মানঃ সর্পশরীরমিব সর্ব্বতঃ সঙ্কল্প্য যদা শেতে উপরত-ক্রিয়ো ভবতি তদা সংহার্য্যতে সংহর্ত্তা ভবতীত্যর্থঃ॥

সম্প্রতি সৃষ্টিমাহ উচ্ছ্বসিতে ইতি। উচ্ছ্বসিতে কার্য্যজননোৎসুকে ঈশ্বরে সতি তমঃ অজ্ঞানং প্রসৃতং ভবতি তমসঃ আকাশাদিক্রমেণ আপঃ অপ্স, অঙ্গুল্যা মথিতে মথনে

ক্লতে সতি তক্রমিব জায়তে ততঃ শিশিরে বিলম্বে সতি শিশিরং শীতং ভবতি শীতার্থাঃ শব্দাঃ বিলম্বার্থা অপি ভবন্তি যথা শীতকোঽয়ং বিলম্বকারীতি গম্যতে। অথবা শিশিরে বায়ো বাতি শিশিরং ভবতীত্যর্থঃ। শীতমং সৎ পুনর্ম্মথ্যমানং ফেনো ভবতি ফেনাৎ কালেনাণ্ডং ভবতি ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ বায়ুঃ প্রাণাখ্যঃ মারুতস্তু রসি চরন্ মন্দ্রং জনয়তি স্বরম্ ইত্যুক্তেঃ। বায়োরোঙ্কারঃ ওঙ্কারাৎ সাবিত্রী গায়ত্র্যাঃ পূর্ব্বাবস্থা ব্যাহৃত্যাখ্যা প্রণবাদক্ষরত্রয়াদ্ব্যাহৃতিত্রয়ম্ ইত্যুক্তেঃ। গায়ত্রী তৎপদাদিকা গায়ত্র্যাঃ বেদত্রয়দ্বারা ত্রয়ো লোকা ভবন্তি। অর্চ্চয়ন্তি লোকান্ বুধাঃ কুতঃ যতো লোকঃ তপঃ সত্যং যচ্চ ধ্রুবং মধু অমৃতং মোক্ষাখ্যং তৎ ক্ষরন্তি। শরীরসাধ্যত্বাৎ তপ আদানাং শরীরস্য চ সৃষ্টিপ্রধানত্বাৎ ইতরথা বিত্তাৎ যতঃ সুষুপ্তিবজ্জাড্যাত্তন্ন নিবর্ত্ততে অতএব ঈশ্বরস্য জীবানুগ্রহায় সৃষ্টিনির্ম্মাণমিতি ॥

কিং তৎ পরমং তপঃ? ইত্যাহ আপ ইতি। তপঃসাধনত্বাদয়ং মন্ত্রস্তপ ইত্যুক্তঃ তস্মাৎ প্রযত্নেন প্রাণায়ামোঽপ্যাবর্ত্তনীয়ঃ ইতি ভাবঃ। তপঃসত্যে লোকাখ্যে ধ্রুবং মধু ক্ষরন্তি প্রস্রবন্তি লোকাঃ ভূরাদয়ঃ তেন তানর্চ্চয়ন্তি এতৎ হি যস্মাৎ পরমং তপঃ তপঃফলং গায়ত্রীশিরঃ সাধ্যমিতি চার্থঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—অগ্নি, জল ও বনস্পতি প্রভৃতি সকল বস্তুই যে রুদ্রস্বরূপ, যে রুদ্রদেব অগ্নি, জল ও বনস্পতি প্রভৃতি ব্রহ্মা-

ণ্ডের সকল পদার্থস্বরূপ অর্থাৎ যিনি বহ্নির উষ্ণতা, জলের শীতলতাস্বরূপ ও ওষধি প্রভৃতি নিখিল বস্তুতে প্রবিষ্ট আছেন এবং অগ্নি, জল ও বনস্পতি প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু যে রুদ্রদেবে বর্ত্তমান আছে, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, যে রুদ্রদেব অনন্তব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, সেই জগৎকর্ত্তা রুদ্রদেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। যিনি অন্তরীক্ষরূপে ঊর্দ্ধদেশে অনন্তরূপে, অন্তরীক্ষদেশে দিগ্‌গজরূপে এবং মধ্যপ্রদেশে রাজন্যস্বরূপে বসুমতীকে রক্ষা করিতেছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বজন-কর্ত্তা রুদ্ররূপী পরাৎপর পরমব্রহ্মকে বার বার নমস্কার করি।

অধুনা এই অথর্ব্বশির-উপনিষৎ-নামক গ্রন্থের উৎপত্তি-প্রকরণ প্রকাশিত হইতেছে।—অথর্ব্বনামা ঋষির দেহের অধিষ্ঠাতা প্রাণবায়ু তাঁহার হৃদিস্থিত শ্রুতির প্রণয়নাভিলাষকে ঊর্দ্ধদেশে মস্তিষ্কে প্রেরণ করিল। তৎপরে সেই অভিলাষ শ্রুতিরূপে পরিণত হইয়া অথর্ব্বঋষির মূর্দ্ধা ভেদ পূর্ব্বক মস্তিষ্ক হইতে ঊর্দ্ধে নীত হইল। শ্রুতি সকল অথর্ব্ব-ঋষির শিরোদেশ ভেদপূর্ব্বক প্রাণবায়ু-কর্ত্তৃক ঊর্দ্ধে নীত হইয়াছিল, এই জন্য এই উপনিষৎ "অথর্ব্বশিরো" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া দেবকোষরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা ইন্দ্রাদি দেবগণ গুপ্তভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে সেই শ্রুতি প্রাণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইল এবং প্রাণিবৃন্দ এই

উপনিষৎ-শ্রুতি অধ্যয়ন করিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল। এই উপনিষৎশ্রুতির রক্ষাবিষয়ে অন্নও কারণ, কেন না, অন্নই প্রাণস্থিতির মূল কারণ। সুষুপ্তিসময়ে মন এই উপনিষৎকে রক্ষা করিতে লাগিল অর্থাৎ সুষুপ্তিসময়ে প্রাণের বিষয়ধারণাশক্তি লুপ্ত হয়, কিন্তু মন তৎকালেও সর্ব্ববিষয়ে সমর্থ থাকে; সুতরাং এই উপনিষৎ সুষুপ্তি-সময়ে মনে অবস্থিত থাকিতে পারে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। উপনিষৎ যে দেবতার গুণবর্ণন করিয়াছে, উপনিষদের উৎপত্তিপ্রকরণ-নির্ণয়দ্বারা সেই দেবতার মহত্ত্ব কীর্ত্তনপূর্ব্বক প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দেবতার স্তব করা হইতেছে।—স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশ এই সকলই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-ভেদে নবধা বিভক্ত আছে, এই সমস্তই দেবাদিদেব ভগবান্ রুদ্র পালন করিতেছেন। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন, যেমন পটখণ্ডমধ্যে সূত্রসকল ইতস্ততঃ অব্যাহত-রূপে বিস্তৃত থাকে, তদ্রূপ জগৎকারণ সর্ব্বকর্ত্তা পরংব্রহ্ম রুদ্রদেব এই অনন্তব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান আছেন। এই জগতে এমন বস্তু বা স্থান নাই যে সেই বস্তুতে বা সেই স্থানে তাঁহার অধিষ্ঠান নাই। সেই পরম-পিতা সচ্চিদানন্দ ব্যতীত এই জগতে সারভূত বস্তু আর কিছুই নাই, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোত্তম। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালেই তাঁহার বিদ্যমানতা আছে, কোন কালেও তাঁহার অভাব নাই। যে সমস্ত বস্তু অতীত-

কালস্থিত, রুদ্রদেব সেই সমস্ত বস্তুরও আদি ও যাহা ভবিষ্যৎকালস্থায়ী, সেই পরমকারণ অনন্তরূপী ব্রহ্ম তাঁহার সংহারেও বিদ্যমান থাকিবেন।

সর্ব্বথা ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদিত হইল এবং সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আছেন, ইহাও প্রতিপন্ন হইল। অধুনা জিজ্ঞাস্য এই যে, এক বস্তু কিরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে।—সেই পরমব্রহ্ম এক বটেন, কিন্তু অনন্ত-শক্তিশালী, একমূর্দ্ধা ও সহস্রপাদ। তাঁহার আকার ও রূপের সীমা নাই, তিনি অনন্তরূপে ও অশেষপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত আছেন, সেই পরমাত্মা পরংব্রহ্ম সকল বস্তুতেই সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি তৈলাদি ও ইত্যাদির ন্যায় একদেশব্যাপী নহেন, পরন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে সকল বস্তুর সর্ব্ব অবয়ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তিনি মহাকালস্বরূপ ও কালব্যাপী, তিনিই ক্ষণমুহূর্ত্তাদি সর্ব্বকালের কারণ। ভগবান্ রুদ্রদেব যখন ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বব্যাপার হইতে বিরত হন, তখনই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল উপস্থিত হয়। তৎকালেই তিনি সর্ব্বসংহারক কাল আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকেন।

অধুনা সৃষ্টিপ্রকরণ-বিবরণচ্ছলে ভগবান্ রুদ্রদেবের স্তব করা হইতেছে।—সেই ভগবান্ পরাৎপর, পরমাত্মা, রুদ্ররূপী, বিশ্বকর্ত্তা পরমব্রহ্ম যখন জগৎ সৃষ্টি করিতে সমুৎ-

যুক্ত হন, তৎকালেই অজ্ঞানরূপ তমঃ উৎপন্ন হয়; সেই তমঃ হইতে আকাশ এবং সেই আকাশ হইতে সলিলের সৃষ্টি হইল। তখন ভগবান্ রুদ্রদেব অঙ্গুলী দ্বারা সেই সলিল মথন করিলেন। তৎপরে সেই সলিলমন্থনে তক্র-বৎ শিশির উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই শিশির ক্ষণকাল তদবস্থায় রহিল; পরে উক্ত শিশির শীতল হইলে তাহা হইতে শব্দ জন্মিল। তদনন্তর বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল, ঐ বায়ুবহনে সেই শিশির পুনরায় মথিত হইয়া ফেনরূপে পরিণত হইল। কালসহকারে সেই ফেন হইতে একটি অণ্ড সঞ্জাত হইল, সেই অণ্ড হইতে প্রজা-পতি ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই প্রজাপতি ব্রহ্মার বক্ষঃস্থল হইতে সেই বায়ু প্রাণরূপে বহিতে লাগিল। পরে সেই বায়ু হইতে ওঙ্কার, ওঙ্কার হইতে সাবিত্রী, সাবিত্রী হইতে গায়ত্রী এবং গায়ত্রী হইতে ত্রিভুবন উৎপন্ন হইল। এই প্রকারে জগৎসৃষ্টি হইলে সকলেই সেই লোকত্রয়ের পূজা করিতে লাগিল। যেহেতু, সেই সমস্ত লোক হইতেই তপঃ সঞ্চিত হয় এবং সেই তপস্যা হইতে মোক্ষপদলাভ হইয়া থাকে। তপঃ প্রভৃতি সকল কর্ম্মই শরীরসাধ্য, সেই শরীরও জগদীশ্বরের সৃষ্টির অধীন। সুতরাং করুণাময় জগৎপতি জীবগ্রামের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনপূর্ব্বক জগতের সৃষ্টিপ্রণালী নির্ম্মাণ করিলেন। তপস্যা দ্বারাই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই জন্য সর্ব্ব-

প্রযত্নে প্রাণায়ামরূপ তপশ্চরণ করিবে ; ইহাই পরম তপ ॥ ৬ ॥

য ইদমথর্ব্বশিরো ব্রাহ্মণোঽধীতে অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো ভবতি অনুপনীত উপনীতো ভবতি সোঽগ্নিপূতো ভবতি স বায়ুপূতো ভবতি স সূর্য্যপূতো ভবতি স সোমপূতো ভবতি স সত্যপূতো ভবতি স সর্ব্বৈর্দ্দেবৈর্জ্ঞাতো ভবতি স সর্ব্বৈর্ব্বেদৈরনুধ্যাতো ভবতি স সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাতো ভবতি তেন সর্ব্বৈঃ ক্রতুভিরিষ্টং ভবতি গায়ত্র্যাঃ ষষ্টিসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তি ইতিহাসপুরাণানাং রুদ্রাণাং শতসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তি প্রণবানামযুতং জপ্তং ভবতি। —স চক্ষুষঃ পঙ্‌ক্তিং পুনাতি। আসপ্তমাৎ পুরুষযুগান্ পুনাতীত্যাহ ভগবানথর্ব্বশিরঃ সকৃজ্জপ্ত্বৈব শুচিঃ স পূতঃ কর্ম্মণ্যো ভবতি। দ্বিতীয়ং জপ্ত্বা গণাধিপত্যমবাপ্নোতি। তৃতীয়ং জপ্ত্বৈবমেবানুপ্রবিশত্যোং সত্যমোং সত্যমোং সত্যম্ ॥ ৭ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদে শির-উপনিষৎ সমাপ্তা ॥

দীপিকা।—সম্প্রত্যধ্যয়নফলমাহ য ইদমথর্ব্বশির ইতি। ব্রাহ্মণঃ ইতি বচনাৎ উপনীতস্যাপি ক্ষত্রিয়াদের্নাধিকার ইতি গম্যতে মুখ্যত্বাববোধনায় বা ব্রাহ্মণগ্রহণম্। অধীতে ইতি অর্থবোধপর্য্যন্তমধ্যয়নং পাঠমাত্রস্য

নিন্দাশ্রুতেঃ। ন চাল্পায়াসেন কথং বহুযত্নসাধ্যং ফলং স্যাদিতি শঙ্ক্যম্ অল্পায়াসেনাপ্যমৃতাদের্ম্মহাতৃপ্তি-জনকত্বাদি-দর্শনাৎ বস্তুশক্তেঃ পর্য্যনুযোগাযোগাৎ। অনধীতবেদোঽপ্যেতন্মাত্রাধ্যয়নেনৈতাদৃশো ভবতীত্যাহ অশ্রোত্রিয় ইতি। শ্রোত্রিয়স্তু বেদমধীত্য তদর্থানুষ্ঠাতা অনুপনীতঃ দ্বিতীয়োপনয়নাদিরহিতঃ অগ্নিপূতঃ অগ্নিনা হুতেন যথা পূতঃ বায়ুনা প্রাণায়ামৈর্যথা পূতঃ সূর্য্যেণ উপ-স্থিতেন যথা পূতঃ সোমেন সোমযাগেন যথা পূতঃ সত্যেন সত্যভাবিতেন যথা পূতঃ সর্ব্বৈঃ ধর্ম্মসাধনৈরনুষ্ঠিতৈর্যথা পূতঃ তথা অনেনেত্যর্থঃ। বেদৈঃ ইতি বেদানাং দেবতা-রূপেণ চেতনত্বাদনুধ্যানং সম্ভবতি। পুরুষযুগান্ মাতৃ-পক্ষীয়াংশ্চ। সপ্তমাৎ পুরুষাদাত্মনমভিব্যাপ্য পুনাতী-ত্যাহ ভগবান্ অথর্ব্বা॥

সকৃদাদিপাঠস্য ফলমাহ অথর্ব্বশির ইতি। এবমেব অনুপ্রবিশতি ইতি বিশেষমপশ্যন্ সামান্যমেব প্রবিশতি তচ্চ সামান্যরূপং ব্রহ্মৈব মোক্ষং যাতীত্যর্থঃ। যদ্বা এঃ বিষ্ণুঃ বঃ শিবঃ তয়োঃ সমাহারঃ এবং হরি-হরস্বরূপং তদেব অনু-প্রবিশতীতি এর্ব্বিষ্ণুর্ব্বো মহেশ্বর ইতি চৈকাক্ষরনির্ঘণ্টঃ। হরোপাস্ত্যা হরিপ্রাপ্তিঃ অবিরুদ্ধৈক-মূর্ত্তিত্বাত্তয়োরিতি॥

কিং তৎ সামান্যরূপম্? যদনুপ্রবিশতীত্যপেক্ষায়ামাহ সত্যমিতি। ওঙ্কারবাচ্যং সত্যমিত্যর্থঃ, হরি-হর-রূপমন্যো-ন্যতদুভয়বাচ্যং ভবতি একবাচ্যং বা ওঙ্কারবাচ্যং সত্যমেব

সাধনান্তরং বিনৈব অনুপ্রবিশতীতি। দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ॥ ৭ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদ-বাক্যানাং দীপিকাথর্ব্বমস্তকে ॥

ইত্যথর্ব্বশির-উপনিষদ্দীপিকা সমাপ্তা ॥

অনুবাদ।—অধুনা এই অথর্ব্বশিরোনামক উপনিষৎ-পাঠের ফল বিবৃত হইতেছে।—যে ব্রাহ্মণ এই উপনিষৎ পাঠ করিয়া ইহার প্রকৃতার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, বেদাধ্যয়নাদি অনুষ্ঠান না করিয়াও সে তাহার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সে উপবীত না হইলেও তাহাকে উপনীত বলা যায়, সেই ব্যক্তি অগ্নিপূত অর্থাৎ হোমকর্ম্ম না করিয়াও হোমাদি দ্বারা পবিত্রীকৃতশরীরের ন্যায় হয়। সেই ব্যক্তি বায়ুপূত অর্থাৎ প্রাণসংযম না করিয়াও প্রাণায়ামাদি অনুষ্ঠান দ্বারা পবিত্রশরীর ব্যক্তির সদৃশ হয়। এই শিরোপনিষৎ পাঠ করিলে সূর্য্যোপস্থানকারী ব্যক্তিবৎ তেজস্বী হওয়া যায়। যে ব্যক্তি সোমযাগ করিয়া শুদ্ধদেহ হইয়াছে, এই উপনিষৎপাঠকারী ব্যক্তিও তাহার ন্যায় পূতদেহ হইতে পারে। যে ব্যক্তি নিরন্তর সত্যকথনদ্বারা আত্মোৎকর্ষসাধন করিয়াছে, এই উপনিষৎ অধ্যয়নে সেই ব্যক্তির ন্যায় আত্মোৎকর্ষসাধন করিতে সমর্থ

হয়। সর্ববারণ ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে যেমন শরীর বিশুদ্ধ হয়, এই শিরঃ-উপনিষৎ অধ্যয়নে তদ্রূপ শরীরের পবিত্রতা সাধিত হয়। যে ব্যক্তি এই উপনিষৎ অধ্যয়ন করে, সেই মহাপুরুষ সুরগণ কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হন, দেবরূপী বেদসকল নিয়ত তাঁহাকে অনুধ্যান করেন, সেই ব্যক্তি সর্ব্বতীর্থস্নানের ফলভাগী হয়, সর্ব্ববিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের পুণ্যলাভ করে। ষষ্টিসহস্রসংখ্যক গায়ত্রী জপ করিলে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, এই উপনিষৎ অধ্যয়নে তদ্রূপ পুণ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার ইতিহাস ও পুরাণপাঠে এবং শতসহস্র রুদ্রনাম-জপে যেরূপ পুণ্য জন্মিতে পারে, এই উপনিষৎ পাঠ করিলে তদ্রূপ পুণ্য সঞ্চিত হয়। প্রণবমন্ত্র অযুতসংখ্য জপ করিলে যত প্রকার পাপ ধ্বংস হইয়া শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, এই উপনিষৎপাঠে মানব তদ্রূপ সৌভাগ্যশালী হইতে পারে। যে ব্যক্তি এই উপনিষৎ অধ্যয়ন করে, তাহাকে যাহারা দর্শন করে, তাহাদিগের নেত্র পবিত্র হয়। সেই ব্যক্তি আপন পিতৃমাতৃপক্ষীয় উভয়কুলের সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া থাকে। ভগবান্ অথর্ব্বনামা ঋষি এই প্রকারে উপ-নিষৎলাভের ফলকীর্ত্তন করিয়াছেন। পরন্তু যে ব্যক্তি একবারমাত্র এই অথর্ব্বশির-উপনিষৎ পাঠ করে, সেই ব্যক্তি শুচি, পবিত্র ও সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী হয়। দ্বিতীয়-পাঠে গণাধিপতিত্ব লাভ করা যায় এবং যে ব্যক্তি তৃতীয়-বার এই উপনিষৎ পাঠ করে, সেই ব্যক্তি হরিহরাত্মক

পরংব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়া পরমধাম মোক্ষপদ লাভ করত অনির্ব্বচনীয় সুখসাগরে সন্তরণ করিতে থাকে ॥ ৭ ॥

ইতি অথর্ব্বশিব-উপনিষৎ সম্পূর্ণ ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥ * ॥

অথর্ববেদীয়-

পিণ্ড-উপনিষৎ।

টীকয়া বঙ্গানুবাদেন চ সমেতা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েন সম্পাদিতা।

কলিকাতা-রাজধান্যাং,

১৬৬ নং বহুবাজার-ষ্ট্রীটস্থ "বসুমতী-যন্ত্রে"

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরাৎ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

১৩১৩

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

অথর্ব্ববেদীয়-

শিরউপনিষৎ ।

॥ ও ॥ রুদ্রায় নমঃ ॥

॥ দেবা হ বৈ স্বর্গলোকমায়ংস্তে রুদ্রমপৃচ্ছন্ কো ভবানিতি। সোঽব্রবীদহমেকঃ প্রথমমাসীদ্বর্ত্তামি ভবিষ্যামি চ নান্যঃ কশ্চিন্মত্তো ব্যতিরিক্ত ইতি সোঽন্তরাদন্তরং প্রাবিশৎ, দিশশ্চান্তরং প্রাবিশৎ, সোঽহং নিত্যানিত্যো ব্যক্তাব্যক্তো ব্রহ্মা ব্রহ্মাহং প্রাঞ্চঃ প্রত্যঞ্চোঽহং দক্ষিণাঞ্চ উদঞ্চোঽহম্ অধশ্চোর্দ্ধশ্চাহং দিশশ্চ প্রতিদিশশ্চাহং পুমানপুমান স্ত্রিয়শ্চাহং সাবিত্র্যহং গায়ত্র্যহং ত্রিষ্টুব্‌জগত্যনুষ্টুপ্ চাহং ছন্দোঽহং সত্যোঽহং গার্হপত্যো দক্ষিণাগ্নিরাহবনীয়োঽহং গৌরহং গৌর্য্যহমৃগহং যজুরহং সামাহমথর্ব্বাঙ্গিরসোঽহং জ্যেষ্ঠোঽহং শ্রেষ্ঠোঽহং বরিষ্ঠোঽহমাপোঽহং তেজোঽহং গুহ্যোঽহমরণ্যোঽহমক্ষরমহং ক্ষরমহং পুষ্করমহং পবিত্রমহমুগ্রঞ্চ বহিশ্চ পুরস্তাজ্জ্যোতিরিত্যহমেব, সর্ব্বেভ্যো মামেব

স সর্ব্বঃ সমা যো মাং বেদ স দেবান্ বেদ সর্ব্বাংশ্চ বেদান্ সাঙ্গানপি ব্রহ্ম ব্রাহ্মণৈশ্চ গাং গোভির্ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণ্যেন হবির্হবিষা আয়ুরায়ুষা সত্যেন সত্যং ধর্ম্মেণ ধর্ম্মং তর্পয়ামি স্বেন তেজসা। ততো হ বৈ তে দেবা রুদ্রমপৃচ্ছন্ তে দেবা রুদ্রমপশ্যন্ তে দেবা রুদ্রমধ্যায়ন্ তে দেবা উর্দ্ধবাহবো রুদ্রং স্তুবন্তি ॥ ১ ॥

অথর্ব্বশিরসো দীপিকা।

রুদ্রাধ্যায়োঽথর্ব্বশিরঃ সপ্তখণ্ডো হ্যথর্ব্বণঃ।
শিরো ভিত্ত্বা যতো জাতং ততোঽথর্ব্বশিরঃ স্মৃতম্ ॥

যোগমারূঢ়স্য মহৎপদমারুরুক্ষোর্দ্দেবাদিকৃত-বিঘ্নসম্ভাবনাগম্যার্থোপদেশাপেক্ষা চ স্যাৎ, অতো বিঘ্ননিবৃত্তয়ে উপদেশায় চ রুদ্রস্তুতিরারভ্যতে। কিঞ্চ যোগোঽপি তৎপ্রসাদং বিনা ন সিধ্যতি। যথা স্মৃতিঃ—ন সিধ্যতি মহাযোগো মদীয়ারাধনং বিনা। মৎপ্রসাদ-বিহীনানাং মন্নিন্দাপরচেতসাম্। পশূনাং পাশবদ্ধানাং যোগঃ ক্লেশায় জায়তে। সন্ত্যজ্যাজ্ঞাং শিবেনোক্তাং পূজাং সন্ত্যজ্য মামিকাম্ ॥ ইতি তৎপ্রসাদে চ নির্ব্বিঘ্নসিদ্ধিরুক্তা।

যুঞ্জতঃ সততং দেবি! সর্ব্বলোকময়ং শিবম্। মদ্ধ্যানাসক্তচিত্তস্য তুষ্যন্তে সর্ব্বদেবতাঃ। তস্মাৎ সম্পূজ্য যুঞ্জীত মৎপ্রসাদেন খেচরী। অন্যথা ক্লিশ্যতেঽর্থী ন সিদ্ধির্জন্মকোটিভিঃ ॥ ইতি।

অমৃতবিন্দো রুদ্রারাধন-তৎপরস্য ইতি। তস্মাৎ রুদ্রারাধনস্য যোগসিদ্ধাঙ্গত্বেনোক্তত্বাৎ সিদ্ধিমিচ্ছতা রুদ্রোহপ্যবশ্যং সেব্য ইতি রুদ্র-স্তুতিরারভ্যতে ওঁ দেবা ইতি। আখ্যায়িকাবিদ্যাস্তুত্যর্থাঃ দেবাঃ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রাদয়ো বা স্বর্গং সত্ত্ববৃত্তিং কৈলাসং বা ঋষিভির্জ্ঞাতং রুদ্রম্ আত্মানম্ উমাপতিং বা। আসীৎ ব্যত্যয়েন প্রথমপুরুষঃ। বর্ত্তামি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদম। সঃ রুদ্রো মল্লক্ষণঃ অন্তরাদন্তরং গুহ্যাদ্ গুহ্যং প্রবিষ্টঃ দিশো বান্তরং জাত্যাবেকবচনং দিশাং বিবিধম্ অন্তরম্ প্রাবিশৎ প্রাবিশম্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বব্যাপী চ বভূবেত্যর্থঃ। অপুমান নপুংসকম্। পুষ্করং পদ্মম্। পুষ্করং পঙ্কজে ব্যোম্নি পয়ঃকরিকরাগ্রয়োঃ। ওষধী-দ্বীপ-বিহগ-তীর্থরোগোরগান্তরে ইতি বিশ্বঃ। অহমেব সর্ব্বে ভাবাঃ ব্যোমমেব স ইতি সোঽহমেব সর্ব্বাত্মকোঽপি ব্যোমমেব ব্যোমাত্মতাং শুদ্ধাত্মতাং ন জহামীত্যর্থঃ। ব্যোমশব্দোঽকারান্তোঽয়ম্। তর্হি কশ্চিদুৎকৃষ্টঃ অন্যে অপকৃষ্টা ইতি ব্রহ্মণি বৈষম্যং স্যাৎ, অত আহ সর্ব্বে সমা ইতি। সমাঃ তুল্যাঃ মত্তো ভেদকৈর্ব্বিশেষৈ রহিতাঃ তেন মত্তোঽন্যন্নাস্তীতি কথমুৎকর্ষাপকর্ষসম্ভব ইতি ভাবঃ। ঐক্যজ্ঞানফলমাহ যো মামিতি। সঙ্গানপি বেদেত্যনুষঙ্গঃ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণৈস্তর্পয়ামীত্যত্রতনেন সম্বন্ধঃ। ব্রহ্ম বেদঃ স হ্যভ্যাসেন তৃপ্তো ভবতি। তদুক্তং বিদ্যামভ্যসনেনৈব প্রসাদয়িতুমর্হসি ইতি।

গাং স্ত্রিয়ং গোভিঃ পুংভিঃ গোশব্দেন লিঙ্গমেব বিবক্ষিতং ন সুরভিত্বমনুগতঞ্চ জাতিঃ। ব্রাহ্মণ্যেন ব্রহ্ম-তেজসা হবিঃ ওদনাদি হবিষা সংস্কারকেণ সর্পিরাদিনা পিত্রাত্মায়ুঃ পুত্রাত্মায়ুষা সত্যেন সত্যং সত্যবাদী সত্যবাদি-দর্শনেন তৃপ্তো ভবতি। এবং ধার্ম্মিকো ধার্ম্মিকস্য স্বেনেতি যত্তৃপ্তিহেতুস্তস্যৈব তেজঃ। তদুক্তম্—যা যা প্রকৃতিরুদারা যো যোঽপ্যানন্দসুন্দরো ভাবঃ। যদপি চ কিঞ্চিদ্রমণীয়ং যস্তু শিবস্তত্তদাকারঃ॥ ইতি। যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎসত্ত্বম্ ইত্যাদি চ॥ রুদ্রমপৃচ্ছন্ তাৎপর্য্যেণ পারমার্থিকং রূপং পুনরপৃচ্ছন্ অপশ্যন্ যথাভূতং জ্ঞাতবন্তঃ তত উচ্চৈঃ স্তুবন্তিস্ম॥ ১॥

অনুবাদ।—অথর্ব্ববেদ সাত ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে রুদ্রাধ্যায় "অথর্ব্ব-শির" এই নামে অভিহিত। অথর্ব্ব-নামক ঋষির শিরোভেদ পূর্ব্বক উৎপন্ন করিয়া ইহার নাম "শির-উপনিষদ্।"

যে সকল ঋষি যোগমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ পদ মোক্ষধাম প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী, তাঁহাদিগের নানারূপ দৈব বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা এবং অভীপ্সিত কার্য্যসিদ্ধি-বিষয়ে উপদেশ ব্যতীত বাসনাও ফলবতী হয় না। এই জন্য ঋষিরা স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির বিঘ্নীভূত অন্তরায় নিবারণপূর্ব্বক যোগসাধনের উপদেশলাভের বাসনায় প্রথমে রুদ্রদেবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিশেষতঃ ভগবান্ রুদ্রদেবের উপাসনা ব্যতীত যোগসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; এই বিষয়ে ভগবান্ রুদ্রদেবের উক্তি আছে,—আমার উপাসনা ব্যতীত কখনও মহাযোগ সিদ্ধ হয় না। যাহারা আমার কৃপালাভের অযোগ্য ও নিরন্তর আমার নিন্দা করিয়া থাকে, সেই সমস্ত পাশবদ্ধ পশুর যোগসাধন কেবল কষ্টের হেতুভূত হয়। আর যে সমস্ত যোগী আমার সর্ব্বকল্যাণকর রূপ চিন্তা করিতে করিতে যোগসাধনে নিযুক্ত হয়, তাহাদিগের প্রতি অখিল দেবগণ প্রীত থাকেন, অতএব আমার পূজা করিয়া যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা হইলেই বিনা বাধায় যোগসাধন সফল হইয়া থাকে। নচেৎ সেই যোগী নিরন্তর ক্লেশে নিপতিত থাকে এবং কোটিজন্ম যোগসাধন করিলেও তাহার সদ্গতিলাভের আশা নাই। অতএব রুদ্র-দেবের উপাসনাই যোগসিদ্ধির প্রধান অঙ্গ; এই জন্য যোগ-সাধনেচ্ছু যোগিবৃন্দ অবশ্যই রুদ্রদেবের উপাসনা করিবে। এই কারণে যোগনিষ্ঠ দেবগণ যোগসিদ্ধির পূর্ব্বে রুদ্রদেবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অমরবৃন্দ যোগসিদ্ধির অন্তরায়-নিবারণ-বাসনায় রুদ্রদেবের উপাসনার্থ স্বর্গধাম কৈলাসপুরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেবদেব রুদ্রদেবের স্বরূপ-পরিজ্ঞানার্থ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে?

আমরা আপনার স্বরূপ কিছুমাত্র অবগত নহি। অতএব আমাদিগের প্রতি কৃপাপুর্ব্বক আপনার যথার্থ স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের মনোবাসনা ফলবতী করুন। তাহা হইলেই আমরা কৃতকৃত্য হইতে পারি।” তখন দেবাদিদেব রুদ্র অমরগণের অনুরোধের বশীভূত হইয়া নিজস্বরূপকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন,—এই সচরাচর পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই বিদ্যমান ছিলাম, এখনও আমিই বিদ্যমান আছি এবং ভবিষ্যতেও কেবল আমিই বিদ্যমান থাকিব; আমি ভিন্ন এই ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই ছিল না, এখনও কিছুই নাই এবং পরেও কিছু বিদ্যমান থাকিবে না। কেবল আমিই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে নিত্যবস্তু ও চিরস্থায়ী, তদ্‌ব্যতীত সমস্ত বস্তুই অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর; সেই রুদ্ররূপী আমিই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডে ব্যক্তাব্যক্ত সকল বস্তুতে সারূপে প্রবিষ্ট আছি, আমিই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী হইয়া বিদ্যমান আছি, আমিই সকলের আত্মা ও সর্ব্বব্যাপী। নিত্য অনিত্য, স্থূল সূক্ষ্ম, সকলই আমি; আমিই ব্রহ্মরূপী এবং ব্রহ্ম ব্যতীত সকল বস্তুও আমি। আমি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই দিক্‌চতুষ্টয়। আমি ঊর্দ্ধ, আমিই অধঃ এবং আমিই অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশান এই সমস্ত বিদিক্‌স্বরূপ। আমি পুরুষ, আমি নপুংসক এবং আমিই স্ত্রী। সাবিত্রী, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্‌, জগতী,

অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি ছন্দঃস্বরূপ বলিয়া আমাকেই জানিবে। আমিই সত্য, তদ্‌ব্যতীত সমস্ত মিথ্যা। গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয় নামে যে তিন প্রকার অগ্নি আছে, তাহাও আমি। আমি গো, আমি গৌরী, আমি ঋগ্‌বেদ, আমি যজুর্ব্বেদ, আমি সামবেদ এবং আমিই আঙ্গিরস অথর্ব্ববেদ। এই ব্রহ্মাণ্ডে আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আমি সর্ব্বপ্রধান। আমি জল এবং আমিই তেজঃ-স্বরূপ। আমিই সর্ব্বভূতে অব্যক্তভাবে অধিষ্ঠিত; আমি অরণ্য, আমি নিশ্চল এবং আমিই সচল। আমি পদ্ম, আমিই পবিত্র, অমি উগ্র, আমি বলিষ্ঠ। এই যে সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছ, তাহাও আমি, আমি সকল ভাব-স্বরূপ, আমি সর্ব্বব্যাপী, আমি আকাশস্বরূপ। এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত বস্তুই তুল্য, কোন পদার্থের উৎকৃষ্টত্ব বা অপকৃষ্টত্ব নাই, সমস্ত দ্রব্যেই আমার সহিত ঐক্যজ্ঞান করিবে, কোন বস্তুতে ইতরবিশেষ নাই; সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডে সকলকে আমার তুল্য জ্ঞান করিবে, আমি ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। যাহারা এই প্রকারে ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থে আমা সহিত ঐক্যচিন্তা করে, তাহারা সমস্ত দেবতাকে জানিতে পারে এবং সাঙ্গবেদসকল জ্ঞাত হয়। আমারই অনুগ্রহে ব্রাহ্মণগণ বেদাভ্যাস করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। আমিই স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলন-সম্পাদন করিয়া জগতের সৃষ্টি করিতেছি। আমিই ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মতেজের সহিত সংযো-

জিত করি। আমিই অন্নাদি হোমীয়বস্তুর সহিত সংস্কৃত ঘৃতাদির যোগ করিয়া অমরবৃন্দের তুষ্টিসাধন করিতেছি। আমিই পিতার আয়ুর্দ্বারা পুত্রদিগের আয়ুর্বৃদ্ধি করিয়া দিই। আমিই সত্যবাদীকে সত্যের সঙ্গে এবং ধার্ম্মিককে ধর্ম্মের সঙ্গে মিলিত করি। ফল কথা, ব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু কার্য্যকারণ প্রত্যক্ষ করিতেছ, সমস্তই মদীয় তেজঃসম্ভূত।" তৎপরে অমরবৃন্দ রুদ্রদেবের প্রকৃতস্বরূপ-পরিজ্ঞানার্থ প্রশ্ন করিলেন এবং তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া যথার্থ স্বরূপ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলেন। তখন তাঁহারা রুদ্রদেবের সেই প্রকৃত রূপ ধ্যান করিতে করিতে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চকণ্ঠে স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১ ॥

ওঁ ॥ যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ ব্রহ্মা তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ বিষ্ণুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ স্কন্দস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চেন্দ্রস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চাগ্নিস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ বায়ুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ সূর্য্যস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ সোমস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যে চাষ্টৌ গ্রহাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান যে চাষ্টৌ প্রতিগ্রহাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ ভূস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ ভুবস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ মহস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যা চ পৃথিবী তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চান্তরীক্ষং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যা চ দ্যৌস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যাশ্চাপস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ তেজস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ কালস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ যমস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ মৃত্যুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চামৃতং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চাকাশং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ বিশ্বং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ স্থূলং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ সূক্ষ্মং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ শুক্লং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ কৃষ্ণং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান যচ্চ কৃৎস্নং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ সত্যং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ সর্ব্বং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২ ॥

দীপিকা।—ততো ব্রহ্ম-বিষ্ণুস্কন্দেন্দ্রাগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-সোমাষ্ট-গ্রহাষ্টপ্রতিগ্রহ-ভূর্ভুবঃ-স্বঃ-পৃথিব্যন্তরীক্ষ-দিবপ্-তেজ-আকাশ-কাল-যম-মৃত্যমৃত-বিশ্ব-স্থূল-সূক্ষ্ম-কৃষ্ণ-কৃৎস্নসত্য-সর্ব্বরূপৈরেক-ত্রিংশৎপর্য্যায়ৈঃ অস্তুবন্ অত্র যমপর্য্যায়ানন্তরমন্তক-পর্য্যায়োঽপি পঠনীয়ঃ, তেন ত্র্যম্বক-মন্ত্রাক্ষর-সঙ্খ্যয়া দ্বাত্রিংশৎ-পর্য্যায়া ভবন্তি। ব্রহ্মরূপেণৈকত্বম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যিনি রুদ্ররূপী ভগবান্ এবং যিনি ব্রহ্মরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই নিত্য পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ রুদ্রদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি পরাৎপর পরংব্রহ্ম, যিনি বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্ব্বক অখিল জগৎ পরিপালন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি স্কন্দরূপে অমরবৃন্দের সেনাপতিত্ব গ্রহণপূর্ব্বক দৈত্যকুল নির্ম্মূল করিয়া দেবকার্য্য সাধন করত ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিতেছেন, সেই রুদ্রদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি সনাতন পূর্ণব্রহ্ম, যিনি ইন্দ্ররূপে ব্রহ্মাণ্ডে জলবর্ষণ

পূর্ব্বক জীবাদি সকল পদার্থের হিতসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি অগ্নিরূপী হইয়া অনন্ত জগতের পাকক্রিয়াসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি বায়ুরূপী হইয়া জগৎপ্রাণরূপে বিরাজমান আছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি সূর্য্যরূপী হইয়া জগৎপ্রকাশনপূর্ব্বক তাপপ্রদান করিয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি চন্দ্ররূপী হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে সুধাবর্ষণ করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি সূর্য্যপ্রমুখ অষ্টগ্রহরূপী হইয়া বিরাজমান আছেন, সেই সচ্চিদানন্দময় পরমপুরুষ রুদ্রদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি অষ্ট-উপগ্রহরূপে ব্রহ্মাণ্ডের হিতসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক ও মহর্লোক-স্বরূপ, সেই রুদ্ররূপী পরমদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি পৃথিবীরূপী হইয়া স্থাবরজঙ্গমাদি পদার্থ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া আছেন, সেই অনন্তশক্তিসম্পন্ন পরমাত্মা রুদ্রদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি অন্তরীক্ষরূপে জ্যোতিষ্কবৃন্দের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া বিরাজিত আছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি স্বর্গরূপ ধারণ পূর্ব্বক সুরবৃন্দের আবাসস্বরূপে তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি জলরূপ ধারণ পূর্ব্বক সমগ্র জীবজন্তুসহ সচরাচর জগৎকে তৃপ্ত করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি তেজোরূপী হইয়া অখণ্ডভুবন পরিপালন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি কালরূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডের আদি, অন্ত ও মধ্যে বিরাজমান আছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি যমরূপী হইয়া জগতের জীবকুলের ধ্বংসসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি মৃত্যুরূপী হইয়া এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে দিন দিন পরিবর্ত্তিত করিয়া সৃষ্টিরক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি অমৃতরূপী হইয়া ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবকুলের পুষ্টিসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি আকাশরূপী হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল বস্তুকে অবকাশ প্রদান করিতেছেন, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার।

যিনি বিশ্বময় অনন্ত রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিশ্বব্যাপী হইয়া বিরাজিত, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি স্থূলরূপে জগতের সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার।

যিনি সূক্ষ্মরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি শুক্লরূপী অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ও নির্ম্মলরূপে রহিয়াছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি কৃষ্ণবর্ণরূপে ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার।

যিনি বিশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক অনন্ত জগতে অবস্থিত আছেন, তাঁহাকে বার বাব নমস্কাব।

যিনি সত্যরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ, সেই রুদ্ররূপী অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন পরমাত্মাকে বার বাব নমস্কার করি॥ ২॥

ভূস্তে আদির্ম্মধ্যং ভুবস্তে স্বস্তে শীর্ষং বিশ্বরূপোঽসি ব্রহ্মৈকস্ত্বং দ্বিধা ত্রিধা বৃদ্ধিস্ত্বং শান্তিস্ত্বং পুষ্টিস্ত্বং হুতমহুতং দত্তমদত্তং সর্ব্বমসর্ব্বং বিশ্বমবিশ্বং কৃতমকৃতং পরমপরং পরায়ণঞ্চ ত্বম্। অপামসোমমমৃতা অভূমাগন্মে জ্যোতিরবিদাম দেবান্। কিং নূনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ। কিমু ধূর্ত্তিরমৃতং মর্ত্ত্যস্য সোমসূর্য্যপুরস্তাৎ সূক্ষ্মঃ পুরুষঃ। সর্ব্বং জগদ্ধিতং বা এতদক্ষরং প্রাজাপত্যং সৌম্যং সূক্ষ্মং পুরুষং গ্রাহ্যমগ্রাহ্যেণ ভাবং ভাবেন সৌম্যং সৌম্যেন সূক্ষ্মং

সূক্ষ্মেণ বায়ব্যং বায়ব্যেন গ্রসতি তস্মৈ মহাগ্রাসায় বৈ নমো নমঃ।

হৃদিস্থা দেবতাঃ সর্ব্বা হৃদি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
হৃদি ত্বমসি যো নিত্যং তিস্রো মাত্রাঃ পরস্তু সঃ॥

তস্যোত্তরতঃ শিরো দক্ষিণতঃ পাদৌ, য উত্তরতঃ স ওঙ্কারঃ, য ওঙ্কারঃ সঃ প্রণবঃ, যঃ প্রণবঃ সঃ সর্ব্বব্যাপী, যঃ সর্ব্বব্যাপী সোঽনন্তঃ, যোঽনন্তস্তত্তারং, যত্তারং তচ্ছুক্লং, যচ্ছুক্লং তৎ সূক্ষ্মং, যৎ সূক্ষ্মং তদ্বৈদ্যুতং, যদ্বৈদ্যুতং তৎ পরং ব্রহ্ম, যৎ পরং ব্রহ্ম স একঃ, য একঃ স রুদ্রঃ, যো রুদ্রঃ স ঈশানঃ, য ঈশানঃ স ভগবান্ মহেশ্বরঃ॥ ৩॥

দীপিকা।—বিরাড়্‌রূপেণ স্তুতিমাহ ভূরিতি। আদিঃ পাদৌ মধ্যম্ উদরম্ ব্রহ্ম রূপেণৈকত্বং দ্বিধা বদ্ধঃ সদসদ্রূপেণ ত্রিধা বদ্ধঃ গুণত্রয়ভেদেন। পরায়ণং পরময়নং স্থানম্। অপামসোমম্ ইতি ত্বয়ি দৃষ্টে সর্ব্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। তৃণবৎ ছিন্দন্ অরাতিঃ শত্রুঃ অস্মান্ প্রতি ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ। ধূর্ত্তিঃ হিংস্রাপ্যস্মাকং কিং ত্বদভিরক্ষিতানাং ত্বদ্রূপমাপন্নানাং হিংসাকৃতদোষাভাবাৎ যদ্‌গীতাসু হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ইতি অথবা শত্রুকৃতা হিংসা ত্বচ্ছরণানস্মান্ ন স্পৃশতীত্যর্থঃ। অমৃতম্ আদেয়ং মর্ত্ত্যং হেয়ঞ্চ ত্বদাখ্যা কৃতার্থানাং নো নাস্তীত্যর্থঃ। সোমশ্চাসৌ সূর্য্যশ্চ সোমসূর্য্যঃ তেজোভয়াত্মক এক ইত্যর্থঃ। সোমসূর্য্য ইত্যপ

লক্ষণং পঞ্চভূতানি সোমসূর্য্যৌ যজমানশ্চেত্যষ্টমূর্ত্তিরীশ্বরঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি উদেতীতি শেষঃ। সূক্ষ্মো যঃ পুরুষঃ স এব সর্ব্বং স্থূলং সম্পন্নম্। ননু সর্ব্বভাবাপত্ত্যা কিমর্থং সৃষ্টিং তনোতীত্যত আহ জগদিতি। জগতাং হিতং জগদ্ধিতং এতদক্ষরং ব্রহ্ম জীবভোগাপবর্গার্থং কৃপয়া সৃষ্টিরিতি ভাবঃ। প্রাজাপত্যং প্রজাপতিরূপেণ গ্রসতি তথা ভাবাদিকং তেনৈব রূপেণ পালিতম্ সৌম্যং সোমোঽন্নং যদ্রূপেণাপ্যায়িতং সূক্ষ্মং পুরুষং জীবং গ্রাহ্যং দেবভাবাপন্নম্ অগ্রাহ্যেন কালরূপেণ গ্রসতি স্থূলস্য সূক্ষ্মেঽন্তর্ভাবাৎ বায়ব্যং বায়ব্যেন বাহ্যবায়ুরূপেণ মহা-গ্রাসায় উক্তপ্রকারেণ সর্ব্বভক্ষকায় মৃত্যুমৃত্যবে।

হৃদিস্থাঃ অন্তঃকরণবর্ত্তিন্যঃ দেবতাঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারঃ প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ ত্বমন্তর্যামিরূপেণ যো হৃদি ত্বমসি তস্মৈ নমো নমঃ ইত্যন্বয়ঃ, অতএব স্বপ্নে অন্তঃকরণেনৈব সর্ব্বে-ন্দ্রিয়ব্যবহারঃ ইত্যুক্ত্বা ধ্যানেন দেবা উপরতাঃ। ইদানীং শ্রুতেরাখ্যায়িকামুপসংহৃত্য স্বেন রূপেণাহ তিস্র ইতি। তিস্রো মাত্রাঃ অকারোকার-মকারাঃ সর্ব্বদেবময়াঃ পরস্তু অর্দ্ধমাত্রাত্মকঃ সঃ শিবঃ॥

তস্যেতি। মাত্রাত্রয়াতীতো হৃদি ত্বমসীত্যুক্তম্, তত্র সন্দেহঃ কস্যাং দিশি তস্য শিরঃ? কস্যাং বা পাদৌ? ইত্যত উক্তং তস্য পরস্য হৃদিস্থস্য উত্তরতঃ শিরো বর্ত্ততে তেনো-ত্তরমার্গেণ গতানাং যাতায়াতেন ভবতো রুদ্রমুখাদুপদেশ-

লাভাৎ দক্ষিণতঃ পাদৌ তেন দক্ষিণমার্গগামিনাং গতাগতে ভবতঃ পাদয়োর্গমনশীলত্বাৎ য উত্তরতঃ স ওঙ্কারঃ স প্রণব ইতি তথা প্রসিদ্ধেঃ; সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বব্যাপকোঽপি ব্রহ্মবাচকত্বাৎ সোঽন্তঃ অন্যথা সর্ব্বব্যাপ্ত্যসম্ভবাৎ তারম্ শুক্লং নির্ম্মলং সূক্ষ্মম্ ইন্দ্রিয়াদ্যগ্রাহ্যম্। কথং তর্হি তজ্‌জ্ঞানম্? অত উক্তম্ তদ্‌বৈদ্যুতং স্বপ্রকাশং পরং ব্রহ্ম সর্ব্ববৃহৎ অন্যেষামাত্মলাভস্য তদধীনত্বাৎ অতএবৈকঃ অন্যাত্মনস্তদপেক্ষত্বেন তদনতিরেকাৎ। সঃ রুদ্রঃ একো রুদ্র ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ ঈশানঃ স্বতন্ত্রঃ অতএব ভগবান্ ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ এষ মহেশ্বরঃ অনবধিকৈশ্বর্য্যঃ সর্বৈরঽপ্যেতে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিভেদেঽপ্যেকার্থাঃ সমানাধিকরণবৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—প্রথমে অমরবৃন্দ সূক্ষ্মরূপে রুদ্রদেবের সর্ব্বময়ত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক স্তব করিয়া অধুনা বিরাট্‌ভাবে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রুদ্র! এই ভূর্লোক তোমার চরণযুগলদ্বয়, ভুবর্লোক তোমার মধ্যদেশ (উদর) এবং স্বর্লোক তোমার মস্তক; সুতরাং অখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমারই স্বরূপ। এই জন্য তোমাকে বিশ্বরূপ বলা যায়। তুমি এক ব্রহ্ম জগতে অনন্ত রূপ ধারণ পূর্ব্বক অসীম মহিমা প্রকাশ করিতেছ। হে ভগবন্! তুমি সৎ ও অসৎ এই দুই ভাগে আবদ্ধ আছ; জগতের সৎ ও অসৎ সমস্ত পদার্থ তোমারই স্বরূপ। হে ব্রহ্মরূপিন্! তুমি ত্রিগুণ-

ভেদে তিনরূপে আবদ্ধ আছ; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ তোমারই মাহাত্ম্য। তুমিই ব্রহ্মাণ্ডে শান্তিরূপে বিরাজমান আছ, তুমিই জীবাদি সমগ্র বস্তুর পুষ্টিস্বরূপ, যে সমস্ত হবনীয় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তুমি এবং যাহা ক্রিয়ার অযোগ্য, তাঁহাও তুমি; যে সমস্ত বস্তু দান করা যায়, তাহাও ত্বৎস্বরূপ এবং অপ্রদত্ত পদার্থও তুমি; তুমিই সর্ব্বময় ও তুমি সকলের অতিরিক্ত; তুমি বিশ্বময় ও বিশ্ব হইতে অতীত; কৃত ও অকৃতও তুমি। তুমি পরমপদার্থ, তুমি অপর এবং তুমিই পরমধাম, তোমাকে প্রাপ্ত হইলেই উত্তমা গতি লাভ হয়, তোমাকে জানিতে পারিলে সকল বিষয়ই বিদিত হয়; তোমার দর্শনেই সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে; অধুনা আমরা প্রার্থনা করি এই যে, আমাদিগের সেই দিব্য জ্যোতিঃ প্রাদুর্ভূত হউক। আমাদিগের প্রতি যেন বিপক্ষগণ কোন প্রকার অনিষ্টাচরণ করিতে সমর্থ না হয়। আমরা তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম, তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিলে শত্রুকৃত হিংসা আমাদিগের কোন বিঘ্ন উৎপাদনে সমর্থ হইবে না। যাহারা তোমার শরণাগত, শত্রুকৃত হিংসা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ। তুমি গ্রহণীয় ও পরিত্যাজ্য; যাহারা তোমার তত্ত্ব অবগত হয়, তাহারা সাদরে তোমাকে গ্রহণ করে, তোমার তত্ত্বে যাহারা বিমুখ, তাহারা তোমাকে পরিত্যাগ করে। হে পুরুষোত্তম! তোমার অষ্টবিধ মূর্ত্তির মধ্যে ক্ষিতিমূর্ত্তিকে শর্ব্ব, জল-

মূর্ত্তিকে ভব, অগ্নিমূর্ত্তিকে রুদ্র, বায়ুমূর্ত্তিকে উগ্র, আকাশ-মূর্ত্তিকে ভীম, যজমানমূর্ত্তিকে পশুপতি, সূর্য্যমূর্ত্তিকে ঈশান, এবং সোমমূর্ত্তিকে মহাদেব কহে। তুমি উক্ত ক্ষিত্যাদি পঞ্চ-মূর্ত্তি এবং যজমান, সূর্য্য ও সোম এই অষ্টমূর্ত্তিদ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজমান আছ; তুমিই পূর্ব্ব-দিগ্‌ভাগে চন্দ্র-সূর্য্যরূপে উদিত হও, তুমি সর্ব্বময় ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণকর 'ব্রহ্ম' এই অক্ষরদ্বয়, তুমি জীবকুলের ভোগ ও মোক্ষসাধনার্থ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ; তুমি প্রজাপতিরূপে প্রজাবর্গের পালন করিতেছ, তুমি স্থূলসূক্ষ্মজীবাদি ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থের কর্ত্তা, তুমি কালরূপী হইয়া জীবকুলকে গ্রাস করিতেছ, ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তুমি তৎসমস্ত বস্তুতেই অবস্থিতি করিয়া থাক, তুমি সৌম্য পদার্থে সৌম্যরূপে, সূক্ষ্মবস্তুতে সূক্ষ্মরূপে এবং বায়ব্য পদার্থে বায়ুরূপে অবস্থিতি করত গ্রাস কর, তুমি সকলের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারী এবং মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ; তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যে সমস্ত দেবতা জীবকুলের অন্তঃকরণে অবস্থিতি করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রামের অধিষ্ঠাতৃরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং যাঁহারা প্রাণাদি পঞ্চবায়ুরূপে জীবকুলের জীবত্ব সম্পাদন করিতেছেন, তুমিই সেই সেই অন্তর্যামী দেবতা, অতএব তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। অকার, উকার, মকার এই ত্রিমাত্রাত্মক সর্ব্বদেবময় যে প্রণব, তাহাও তুমি

এবং তুমিই পরাৎপর সর্ব্বকল্যাণময় শিবরূপে সর্ব্বজীবের অন্তঃকরণে অবস্থিতি কর, স্থতরাং তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

সেই হৃদিস্থ পরমপুরুষ রুদ্রদেবের শিরঃ উত্তরদিকে বিদ্যমান আছে, জীব সেই উত্তরমুখে গমনাগমন পূর্ব্বক তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। তাঁহার পাদযুগল দক্ষিণদিকে বিদ্যমান ; সেই জন্য জীব দক্ষিণভাগে গমনাগমন করিয়া গমনশক্তি পাইয়াছে। যিনি উত্তরদিগ্‌ভাগে বিদ্যমান আছেন, তিনি প্রণবস্বরূপ, যিনি প্রণব-স্বরূপ, তিনি প্রণবরূপী ; যিনি প্রণবরূপী, তিনি সর্ব্বব্যাপী ; যিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি অনন্ত; যিনি অনন্ত, তিনি তারক (পরিত্রাণকর্ত্তা) ; যিনি তারক, তিনি শুক্ল (নির্ম্মল) ; যিনি শুক্ল, তিনি সূক্ষ্ম ; ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে কখনই সমর্থ নহে। যিনি সূক্ষ্ম, তিনি বৈদ্যুত (স্বপ্রকাশ-স্বরূপ); যিনি স্বপ্রকাশস্বরূপ, তিনি পরংব্রহ্ম ; যিনি পরং-ব্রহ্ম, তিনি অদ্বিতীয় ; তিনি রুদ্র, যিনি রুদ্র, তিনি ঈশান এবং যিনি ঈশান, তিনিই ভগবান্ মহেশ্বর ॥ ৩ ॥

অথ কস্মাদুচ্যতে ওঙ্কারঃ, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব প্রাণান্ ঊর্দ্ধমুৎক্রাময়তি তস্মাদুচ্যতে ওঙ্কারঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে প্রণবঃ, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাঙ্গিরসং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রণাময়তি নময়তি চ তস্মাদুচ্যতে প্রণবঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে সর্ব্বব্যাপী, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব যথা স্নেহেন

পললপিণ্ডমিব শান্তরূপমোতপ্রোতমনুপ্রাপ্তো ব্যতিষক্তশ্চ তস্মাদুচ্যতে সর্ব্বব্যাপী। অথ কস্মাদুচ্যতেঽনন্তঃ যস্মা-দুচ্চার্য্যমাণ এব তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চাস্যান্তো নোপলভ্যতে তস্মাদুচ্যতেঽনন্তঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে তারং, যস্মাদুচ্চার্য্য-মাণ এব গর্ভ-জন্ম-ব্যাধি-জরা-মরণ-সংসার-মহাভয়াৎ তার-য়তি ত্রায়তে চ তস্মাদুচ্যতে তারম্। অথ কস্মাদুচ্যতে শুক্লং, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব ক্লন্দতে ক্লাময়তি চ তস্মাদুচ্যতে শুক্লম্। অথ কস্মাদুচ্যতে সূক্ষ্মং যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সূক্ষ্মো ভূত্বা শরীরাণ্যধিতিষ্ঠতি, সর্ব্বাণি চাঙ্গান্যভিমৃশতি তস্মাদুচ্যতে সূক্ষ্মম্। অথ কস্মাদুচ্যতে বৈদ্যুতম, যস্মা-দুচ্চার্য্যমাণ এব ব্যক্তে মহতি তমসি দ্যোতয়তি তস্মাদুচ্যতে বৈদ্যুতম্। অথ কস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম, যস্মাৎ পরমপরং পরায়ণঞ্চ বৃহদ্ বৃহত্যা বৃংহয়তি তস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম। অথ কস্মাদুচ্যতে একঃ যঃ সর্ব্বান্ প্রাণান্ সম্ভক্ষ্য সম্ভক্ষণে-নাজঃ সংসৃজতি বিসৃজতি তীর্থমেকে ব্রজন্তি তীর্থমেকে দক্ষিণাঃ প্রত্যঞ্চ উদঞ্চঃ প্রাঞ্চোঽভিব্রজন্ত্যেকে তেষাং সর্ব্বেষামিহ সঙ্গতিঃ। সাকং স একো ভূতশ্চরতি প্রজানাং তস্মাদুচ্যতে একঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে রুদ্রঃ, যস্মাদৃ ষিভির্নান্যৈর্ভক্তৈর্দ্রুতমস্য রূপমুপলভ্যতে তস্মাদুচ্যতে রুদ্রঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে ঈশানঃ যঃ সর্ব্বান্ দেবা-নীশতে ঈশানীভির্জ্জননীভিশ্চ শক্তিভিঃ। অভিত্বা শূরণো নুমো দুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ

স্বদর্শমীশানমিন্দ্রতস্থুষ ইতি তস্মাদুচ্যতে ঈশানঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে ভগবান্ মহেশ্বরঃ যস্মাদ্ভক্তাজ্ঞানেন ভজত্যনুগৃহ্লাতি চ বাচং সংসৃজতি বিসৃজতি চ সর্ব্বান্ ভাবান্ পরিত্যজ্যাত্মজ্ঞানেন যোগৈশ্বর্য্যেণ মহতী মহীয়তে তস্মাদুচ্যতে ভগবান্ মহেশ্বরঃ তদেতদ্রুদ্রচরিতম্॥ ৪॥

দীপিকা।—পর্য্যায়ত্ব-শঙ্কা-নিবৃত্তয়ে ত্রয়োদশানামপি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিভেদং পৃচ্ছন্তি অথেতি। ঊর্দ্ধোৎক্রোম-শব্দয়োরোঙ্কাব ইতি নিপাতনম্ উপায়স্যোপায়ান্তরা-বিরোধান্ন ব্যাকরণবিরোধঃ শঙ্ক্যঃ। এবমুত্তরেষ্বপি। চতুর্ব্বেদাত্মকং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ অধ্যেতৃভ্যঃ প্রণাময়তি প্রণতং নম্রং করোতি নাময়তি প্রকরোতি তত্তন্নমিব করোতি স প্রণবঃ পললং তিলপিষ্টং তস্য পিণ্ডং গুড়িকা ইব শব্দো বাক্যালঙ্কারে, যথা—তিলপিষ্টপিণ্ডং সর্ব্বতঃ স্নেহেন তৈলেন. ব্যাপ্তম্ এবং পটে তন্তুমিব কার্য্যমাত্রে ওতঞ্চ প্রোতঞ্চ তানবিতানভাবমাপন্নং শান্তরূপং ব্রহ্ম উচ্চার্য্যমাণঃ বাচা প্রযুক্তঃ প্রতীতঃ এবং সর্ব্বত্র অনু অনুসৃত্য প্রাপ্তঃ ভেদমাপন্নঃ প্রতিমেব দেবেন কথা বাচকভাবেন ব্যতিষক্তঃ সংবদ্ধঃ সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম তদ্রূপেণ ব্যাপ্নোতি বাচকতয়া বা সংবধ্নাতি সর্ব্বব্যাপীত্যর্থঃ। এবং প্রণবস্য সর্ব্বব্যাপিত্বাদিকম্ অর্থাভেদবিবক্ষয়া দ্রষ্টব্যম্। উচ্চার্য্যমাণেঽস্মিন্ তস্য ওঙ্কারস্য অন্তো ব্রহ্মৈক্যাত্মাপলভ্যতে তেনানন্তঃ। আশু ক্রুন্দতে কন্দতে ক্রন্দতে

ধ্বনিরূপেণ ব্যজ্যতে ক্লাময়তি চ উদাত্ততয়া উচ্চারণে প্রযত্নাধিক্যাৎ শরীরং ক্লমযুক্তং করোতি তৎ শুক্লম্ পূর্ব্বোত্তরপদয়োরাদ্যন্তলোপঃ। সূক্ষ্মো ভূত্বা অঙ্কুরাবস্থায়ামেবাপি শরীরাণি দেহাবয়বান্ স্বহেতুপ্রাণাভেদেন প্রযত্নাভেদেন ব্রহ্মাভেদেন বা অধিতিষ্ঠতি আরোহতি অভিমৃশতি সংবধ্নাতি ব্যাপ্নোতি চ সূক্ষ্মম্ তস্মাৎ অব্যক্তে মহতি তমসি অবিদ্যায়াং দ্যোতয়তি তন্নিরাসেন ব্রহ্মপ্রকাশং করোতি তৎ বৈদ্যুতম্ পরমপরং সগুণং নির্গুণঞ্চ পরায়ণং পরমগতিঃ তস্মাৎ পরমিত্যন্বয়ঃ।

ব্রহ্মশব্দনিমিত্তমাহ বৃহদিতি। যস্মাৎ বৃহৎ মহৎ তস্মাৎ ব্রহ্মেত্যন্বয়ঃ। নিমিত্তান্তরমাহ বৃহত্যেতি। বৃহত্যা মায়য়া বৃংহয়তি বর্দ্ধয়তি কার্য্যং তেন পরং ব্রহ্ম ওঙ্কারঃ। যঃ সর্ব্বান্ প্রাণান্ প্রাণাভিব্যঙ্গ্যান্ বেদান্ অর্থপক্ষে বাগাদীন্ সন্তক্ষ্য সংহারকালে আত্মন্যুপসংহৃত্য সন্তক্ষণেন কৃত্বা সংসৃজতি তৈরেকীভবতি স্বয়ম্ভু অজঃ বাচা বিরূপনিত্যয়েতি লিঙ্গাৎ নিত্যং বিজ্ঞানমিতি শ্রুতেশ্চ পুনঃ সিসৃক্ষায়াং বিসৃজতি চেতি কার্য্যকারণয়োরভেদাৎ মৃদাদিবদেকঃ অতএব কৃতে তু প্রণবো বেদঃ ইত্যাদ্যুপপন্নম্। কারণত্বে-নৈক্যমুক্ত্বা ফলত্বেনাপ্যৈক্যং মন্ত্রেণাহ তীর্থমিতি। তীর্থম্ উপায়ঃ তদ্ব্রজনম্ অনুষ্ঠানম্ দিক্চতুষ্কগ্রহণং তন্নানাত্বোপ-লক্ষণার্থং নানামার্গৈরপ্যুপায়ৈঃ সর্ব্বেষাম্ ইহ ঈশ্বরে সঙ্গতিঃ ফলত্বেন প্রাপ্তিঃ। সাকং সহৈব সঃ একো ভূতঃ সিদ্ধঃ

চরতি সৃষ্ট্যা প্রবর্ত্ততে ভক্ষয়তি বা প্রজানামশুভ-কর্ম্ম-বিপাকম্ তদুক্তং কবিভিঃ।

বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।

ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে॥ ইতি।

বাচ্যধর্ম্মেণ বাচকো ব্যবহ্রিয়তে। ঋষিভিঃ জ্ঞানিভিঃ দ্রুতং গম্যতে ইতি রুদ্রঃ। ঈশতে ঈষ্টে ইতি ঈশানঃ ঈশ্যতে এভিরিতি ঈশিন্যঃ তাভিঃ দেবান্ স্বেচ্ছয়া নিযুনক্তি অজাতানাং বিনিয়োগাসম্ভবাৎ জননীভিশ্চ শক্তিভিঃ জনয়ন্তি ঈশতে। ঈশানন্তে মন্ত্রসঙ্গতিমাহ অভীতি। হে শূর! ইন্দ্র! পরমেশ্বর! ত্বা ত্বাম্ অভিতো নুমঃ আভিমুখ্যেনাতিশয়েন স্তুমঃ, অদুগ্ধাঃ দুগ্ধরহিতাঃ পয়োঽর্থিনো বৎসাঃ ধেনবঃ দোগ্ধ্রীঃ গা ইব স্তুবন্তি, দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা, অদুগ্ধাঃ প্রসূতাঃ ধেনবঃ গাবো বৎসানিবেতি ন ব্যাখ্যাতম্ স্নেহসাম্যেঽপ্যুপাসকস্য মাতৃতা উপাস্যস্য বৎসতেতি হীনোপমাদোষ-প্রসঙ্গাৎ। জগতঃ জঙ্গমস্য তস্থুষঃ স্থাবরস্য ঈশানম্ আদরার্থং পুনঃ প্রয়োগঃ স্ব ঈশং দিব্যদৃষ্টিম্। ভক্তা ভজনকর্ত্তা তস্মৈবার্থো জ্ঞানেনেতি। যদ্বা ভক্তাঃ ভক্তান্ জ্ঞানেন ভজতি সেবতে অনুগৃহ্লাতি চেতি ভগশব্দার্থঃ বাচং বেদাখ্যাং সংসৃজতি ব্রহ্মাদিমুখে বিসৃজতি স্বমুখাদিতি বান্ শব্দার্থঃ। মহেশ্বরশব্দার্থমাহ য ইতি। ভাবান্ বিষয়ান্ পরিত্যজ্য ত্যাজয়িত্বা বেদমুপদিশ্য তদর্থবোধনদ্বারা বিষয়-বৈরাগ্য-

মুৎপাদ্য অধিকারিণং কৃত্বা দত্তেন আত্মজ্ঞানেন মনঃস্থির-তায়ৈ চ অষ্টাঙ্গযোগজন্যৈশ্বর্য্যেণ চ ভক্তান্ ইহতি পূজয়তি তেন পরানুগ্রহেণ চ মহীয়তে মহিমানং যাতি জগদ্‌বিখ্যাতযশা ভবতি তেন ভগবান্ মহেশ্বরঃ অক্ষরসাম্যেন ত্রিক্রয়াৎ ইতি ন্যায়েনেদং নির্ব্বচনম্।

নন্বু পরব্রহ্মপর্য্যায়াদারভ্যোচ্চার্য্যমাণ এবেতি কস্মান্নো-ক্রম্ অত আহ তদেতদ্রুদ্রচরিতমিতি। নাম-নামিনোরৈক্য-বোধনায়োঙ্কারোপক্রমশ্চ আদিত আরভ্য রুদ্রস্যৈবৈতদ্-বর্ণিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বকথিত প্রণবাদি ত্রয়োদশ বিশেষণই একার্থবোধক ও এক রুদ্রদেব-প্রতিপাদক। অধুনা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ঐ সমস্ত বিশেষণ পদের অর্থভেদ বিবৃত হই-তেছে।—প্রথম প্রশ্ন এই যে, সেই রুদ্রদেবকে "ওঙ্কার" বলিয়া বিশেষ করিবার আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে।—যেহেতু, সেই রুদ্র-প্রতিপাদক প্রণব উচ্চারণ করিলে আশু প্রাণাদি বায়ুপঞ্চক ঊর্দ্ধে সংক্রামিত হয়, এই জন্য তাঁহাকে "ওঙ্কার" কহে। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, তাঁহাকে প্রণব বলিয়া বিশেষ করিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই,—যেহেতু, প্রণব উচ্চারণমাত্র ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ প্রণত হয়। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বেদ অভ্যাস করেন, প্রণব উচ্চারণ করিলে, তাঁহাদিগের সেই

অধীত বেদচতুষ্টয় আয়ত্ত হয়। এই জন্য তাঁহাকে প্রণব কহে। তৃতীয় প্রশ্ন এই,—তিনি সর্ব্বব্যাপী কেন? ইহার উত্তর এই,—যেহেতু, তাঁহার নাম বাক্য দ্বারা উচ্চারণ করিলে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। যেমন তিল-পিণ্ডাভ্যন্তরে তৈল সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে, যেমন বস্ত্রমধ্যে সূত্ররাজি সর্ব্বত্র সংবদ্ধ থাকে, তদ্রূপ তিনি অনন্তব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, এই জন্য তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী কহে। চতুর্থ প্রশ্ন এই,—তাঁহাকে অনন্ত বলিবার কারণ কি? এই বিষয়ের উত্তর এই,—যেহেতু, তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিলে ঊর্দ্ধে, অধোদিকে এবং চতুস্পার্শ্বে কোন দিকেও তাঁহার অন্ত উপলব্ধ হয় না, এই জন্য তিনি "অনন্ত" নামে অভিহিত। পঞ্চম প্রশ্ন এই যে, সেই মহাপুরুষকে "তারক" বলিবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে যে, সাধকবৃন্দ সেই পরমাত্মার নাম উচ্চারণ করত ধ্যান করিলে আশু গর্ভযাতনা, জন্মযন্ত্রণা, ব্যাধি, জরা ও মরণ-সংকুল সংসাররূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায় এবং তিনিও সেই তারকব্রহ্ম নামদ্বারা অপরকে ত্রাণ করিতে পারেন, এই জন্য সেই রুদ্রদেব "তারক" নামে আখ্যাত। ষষ্ঠ প্রশ্ন এই যে, কেন সেই মহাপুরুষ "শুক্ল" শব্দে অভিহিত হন? ইহার উত্তর এই,—সেই পরমাত্মরূপী রুদ্রদেবের নাম উচ্চারণ করিলে প্রযত্নাধিক্য

হেতু দেহ ক্লান্ত হয়, সেই জন্য তিনি "শুক্ল" নামে অভিহিত। সপ্তম প্রশ্ন এই যে, সেই মহাপুরুষ "সূক্ষ্ম" কেন? ইহার মীমাংসা এই,—যেহেতু তাঁহাকে উচ্চারণ করিলে আশু তিনি সূক্ষ্মরূপে দেহাভ্যন্তরে অবস্থান পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং সর্ব্বদেহে পরিব্যাপ্ত হন, এই জন্য সেই পুরুষোত্তম রুদ্রদেব "সূক্ষ্ম" শব্দে অভিহিত হন। অষ্টম প্রশ্ন এই যে, সেই রুদ্রদেবকে "বৈদ্যুত" বলা হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই,—যেহেতু, সেই অচিন্তনীয় পরমাত্মস্বরূপ রুদ্রদেবের নাম উচ্চারণমাত্র ব্যক্তীভূত মহাতমঃস্বরূপ অজ্ঞান বিদূরিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ হয়,—সেই জন্য তাঁহাকে "বৈদ্যুত" (স্বপ্রকাশ-স্বরূপ) বলা যায়। নবম প্রশ্ন এই যে, তাঁহাকে "পরব্রহ্ম" কহে কেন? ইহার উত্তর এই যে,—যেহেতু, তিনি পরমপুরুষ পরাৎপর, অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ, প্রাণিকুলের পরমা গতি, চরাচর ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বৃহৎ এবং তিনিই স্বীয় মায়া বিস্তার পূর্ব্বক এই অখিল জগৎ বর্দ্ধিত করিতেছেন; এই জন্য সেই রুদ্ররূপী ভগবান্ "পরংব্রহ্ম" শব্দে অভিহিত হন। দশম প্রশ্ন এই যে, সেই রুদ্রদেবকে "এক" বলিয়া সম্বোধন করিবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে,—যেহেতু, সেই ভগবান্ রুদ্রদেব জীবকুলকে সংহারসময়ে বিনাশ করিয়া

(আপনাতে লয় করিয়া) পুনরায় সৃষ্টি করেন; কিন্তু তিনি অজ, তাঁহার জন্মদাতা বা নাশকর্ত্তা কেহ নাই, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থকে কার্য্যকারণভেদে নানা প্রকারে বিকৃত করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি তীর্থাদিগমনকে ব্রহ্মলাভের উপায় বোধ করিয়া পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চতুর্দ্দিকস্থ নানাতীর্থে গমন পূর্ব্বক দেহপাতাদি স্বীকার করিয়াও বিবিধরূপ তপস্যা করিয়া থাকে, সেই পরমপুরুষ সনাতন ব্রহ্ম তাহাদিগেরও একমাত্র অবলম্বনস্থান, তাহারা সেই ব্রহ্ম-লাভের বাসনাতেই নানাপ্রকার তীর্থাদি পরিভ্রমণ করে। পরন্তু সেই রুদ্ররূপী মহাপুরুষই সকলের সহিত ভূবাদিলোকে পর্য্যটন করেন, তিনিই সকলের সহিত ঐক্যভাবে বিরাজিত আছেন, তিনিই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কারী; তিনিই প্রজাপুঞ্জের অশুভ কর্ম্মবিপাক ক্ষয় করিয়া থাকেন, সুতরাং সেই অদ্বিতীয় পুরুষ রুদ্ররূপী ভগবান্ "এক" শব্দে অভিহিত। একাদশ প্রশ্ন এই যে, সেই পরমপুরুষ "রুদ্র" শব্দে অভিহিত হন কেন? ইহার উত্তর এই,—যেহেতু, কেবল পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ-ঋষিগণই তাঁহাকে বিদিত আছেন, অন্য কেহ সেই মহাপুরুষকে জানিতে সমর্থ নহে; এই জন্য সেই পরম-দেবতাকে "রুদ্র" বলা যায়। দ্বাদশ প্রশ্ন এই যে, তাঁহার "ঈশান" নাম হই-বার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে,—তিনি ঈশানী

শক্তিদ্বারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেববৃন্দকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং জননীশক্তিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের জীবকুলকে বশীভূত করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার নাম "ঈশান"। যেহেতু, অমরবৃন্দ ঈশানকে এই প্রকারে স্তব করিয়া থাকেন—হে শূর, হে ইন্দ্র, হে পরমেশ্বর! তোমাকে সর্ব্বথা নমস্কার। যেমন দুগ্ধপানেচ্ছু বৎসগণ দুগ্ধলাভের বাসনায় দুগ্ধবতী ধেনুকে প্রার্থনা করে, তদ্রূপ স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই অদ্বিতীয় অধীশ্বর রুদ্ররূপী ভগবান্‌কে বন্দনা করেন, এই হেতু তাঁহাকে "ঈশান" নামে অভিহিত করা যায়। ত্রয়োদশ প্রশ্ন এই যে, তবে তাঁহাকে "ভগবান্ মহেশ্বর" বলিবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বিবৃত হইতেছে।—যেহেতু, সেই পুরুষোত্তম রুদ্রদেব জ্ঞানোপদেশদ্বারা ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তিনিই বেদবাক্য সৃজন পূর্ব্বক ব্রহ্মার মুখে প্রদান করিয়া বেদচতুষ্টয় প্রকাশ করিয়াছেন, এই জন্য সেই পরাৎপর রুদ্রদেব "ভগবান্" শব্দে অভিহিত। "মহেশ্বর" বলিয়া বিশেষণ প্রয়োগের হেতু এই,—যেহেতু, তিনি স্বীয় ভক্তবৃন্দকে বিষয়ানুরাগ হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া বেদোপদেশ করত তদর্থজ্ঞানদ্বারা তাহাদিগের বিষয়বৈরাগ্য সমুৎপাদন পূর্ব্বক প্রকৃত জ্ঞানোপদেশের অধিকারী করিয়া ভক্তদিগের মনোবৃত্তির স্থৈর্য্যসম্পাদনার্থ অষ্টাঙ্গযোগসিদ্ধিজনিত মহৈশ্বর্য্যদ্বারা সেই সমস্ত নিজভক্তকে পরিত্রাণ করিয়াছেন

এবং এইরূপ পরানুগ্রহপ্রকাশদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে বিখ্যাতযশাঃ হইয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে “মহেশ্বর” কহে। এই প্রকারে দেবগণ রুদ্রচরিত কীর্ত্তন পূর্ব্বক স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

একো হ দেবঃ প্রদিশো নু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ॥ একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্মৈ য ইমাঁল্লোকানীশত ঈশানীভিঃ। প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সঙ্কুচোচান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপ্তা ॥ যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যেনেদং সর্ব্বং বিচরতি সর্ব্বম্। তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥

ক্ষমাং হিত্বা হেতুজালস্য মূলং বুদ্ধ্যা সঞ্চিতং স্থাপয়িত্বা তু রুদ্রে রুদ্রমেকত্বমাহুঃ। শাশ্বতং বৈ পুরাণমিষমূর্জ্জেন পশবোঽনুনাময়ন্তং মৃত্যুপাশান্ ॥

তদেতেনাত্মন্নেতেনার্দ্ধচতুর্থেন মাত্রেণ শান্তিং সংসৃজতি পশুপাশবিমোক্ষণীম্ যা সা প্রথমা মাত্রা ব্রহ্মদেবত্যা রক্তা বর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেদ্ব্রহ্মপদম্। যা সা দ্বিতীয়া মাত্রা বিষ্ণুদেবত্যা কৃষ্ণা বর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পদম্। যা সা তৃতীয়া মাত্রা ঈশানদেবত্যা কপিলা বর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেদৈশানং পদম্। যা সার্দ্ধচতুর্থী মাত্রা সর্ব্বদেবত্যা-

ব্যক্তীভূতা খং বিচরতি শুদ্ধা স্ফটিকসন্নিভা বর্ণেন যস্তোঃ ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেৎ পদমনাময়ম্। তদেতদুপাসীত মুনয়ো বাগ্ বদন্তি ॥

ন তস্য গ্রহণময়ং পন্থা বিহিত উত্তরেণ যেন দেবা যান্তি যেন পিতরো যেন ঋষয়ঃ পরমপরং পরায়ণঞ্চেতি ॥

বালাগ্রমাত্রং হৃদয়স্য মধ্যে বিশ্বং দেবং জাতরূপং বরেণ্যম্। তমাত্মস্থং যে তু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তি-র্ভবতি নেতরেষাম্। যস্মিন্ ক্রোধং যাঞ্চ তৃষ্ণাং ক্ষমা-ঞ্চাক্ষমাং হিত্বা হেতুজালস্য মূলম্। বুদ্ধ্যা সঞ্চিতং স্থাপ-য়িত্বা তু রুদ্রে রুদ্রমেকত্বমাহুঃ ॥

রুদ্রো হি শাশ্বতেন বৈ পুরাণেনেষমূর্জ্জেন তপসা নিয়ন্তাগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম স্থল-মিতি ভস্ম ব্যোমমিতি ভস্ম সর্ব্বং হ বা ইদং ভস্ম মন এতানি চক্ষূংষি যস্মাদ্ব্রতমিদং পাশুপতং যদ্ভস্ম নাঙ্গানি সংস্পৃশেৎ তস্মাদব্রহ্ম তদেতৎ পাশুপতং পশুপাশ-বিমোক্ষণায় ॥ ৫ ॥

দীপিকা।—ঈশস্য প্রতিজ্ঞাতমৈক্যমুপপাদয়িতুং সাধনানি চ বক্তুমবয়বশঃ প্রণবস্যোপাসনায়াঃ পৃথক্ ফলানি প্রতি-পাদ্য ঈশভক্তিপ্রধানেন জ্ঞানেনৈব পরমপুরুষার্থ-সিদ্ধিরিতি প্রতিপাদয়িতুঞ্চোত্তরখণ্ড আরভ্যতে একো হ দেব ইতি।

এক এব দেবঃ সর্ব্বা দিশঃ প্রজাতঃ সর্ব্বদিগ্রূপো বভূব দিগ্‌গ্রহণং তৎস্থবস্তূনামপ্যুপলক্ষণম্।

নন্বু কথমেকস্যানেকত্ব-সম্ভবঃ ইত্যাশঙ্ক্য সর্ব্বাশ্চর্য্যে ভগবতি কিং কিং রূপং ন সম্ভবতি? ইত্যাশয়েন পরিহরতি পূর্ব্বো হেতি। পূর্ব্বঃ স উ স এব গর্ভে জগতো মধ্যাবস্থায়াং স এব অন্তোঽপি সর্ব্বান্তে বর্ত্তমানোঽপি। স এব উৎপত্ত্যুপাধিনা কালবিরোধং পরিহরতি স এবেতি। নন্বু কথমস্যানুভবঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ প্রত্যঙ্ভিতি। হ জনাঃ আবালস্ত্রী-গোপালাঃ। সার্ব্বজনীনমনুভবং পশ্যতেতি শ্রুতে-র্বচঃ কিং তৎ? সর্ব্বতোমুখঃ আদিত্যবৎ সর্ব্বেষাং সম্মুখঃ প্রত্যঙ্ অবস্থাত্রয়ানুভূয়মানাঽস্প্রত্যয়-বেদ্যাত্মরূপেণ তিষ্ঠতি যঃ স ঈশঃ।

দ্বিতীয়গন্ধমপি নিষেধতি এক ইতি। স দ্বিতীয়মৈচ্ছদিতি শ্রুতেঃ প্রাপ্তাং সহায়াপেক্ষাং নিষেধতি ন দ্বিতীয়ায় তস্থাবিতি। তত্তু লীলা-মাত্রং দ্বিতীয়চেতনাভাবাদেকো দ্রষ্টেতি শ্রুতেঃ সঞ্চুকোচ ইতি অন্তকালে প্রলয়কালে সঙ্কোচং কৃতবান্, সংসৃজ্য ব্যাপ্য।

নন্বু বহবঃ শরীরিণশ্চেতনা দৃশ্যন্তে একত্বন্ত্বীশ্বরাপেক্ষ-মেবেত্যত আহ যো যোনিং যোনিমিতি। সর্ব্বে জীবা ব্যুচ্চরন্তীতি শ্রুতেঃ বিস্ফুলিঙ্গ ইব ততো ভিন্ন এব ইতি ভাবঃ। জ্ঞানশক্তিবৎ ক্রিয়াশক্তিরপ্যেকত্রৈবাস্তীত্যাহ সর্ব্বমিতি। সর্ব্বং সঞ্চরতি প্রবিশতি বিচরতি নানা

গচ্ছতি চ যেন শক্তিমতা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বগুণৈঃ সম্পন্নঃ স এব সৈব্য ইত্যাহ তমিতি। বরদং সকামানামপ্যপেক্ষিতং দেবং স্মৃত্বা দ্রষ্টারম্ ঈড্যং স্তুত্যং বেদানাং নিচায্যং নিতরাং সর্ব্বভাবেন পূজয়িত্বা ইমাম্ ঈশ্বরাবস্থামেব অত্যন্ত শান্তিং কৈবল্যাখ্যাম্ এতি।

তৎ প্রাপ্ত্যন্তরঙ্গোপায়ানাহ ক্ষমামিতি। হেতুজালস্য হেতুবাদ-কল্পনা-সমূহস্য মূলং কারণভূতাং ক্ষমাং ভূমিম্ অবিবেকদৃষ্টিলক্ষণাং হিত্বা ত্যক্ত্বা বুদ্ধ্যা নিপুণধিয়া সঞ্চিতং স্বীকৃতং বস্তু রুদ্রে স্থাপয়িত্বা সমর্প্য তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ইত্যুক্তত্বাৎ রুদ্রমেব একত্বম্ একভাবমেকরসমেতীত্যনুষঙ্গঃ আহুঃ ইতি আহুরাচার্য্যা ইত্যর্থঃ। কীদৃশং রুদ্রং শাশ্বতং সর্ব্বকাল-ব্যাপিনং পুরাণং পুরাপি নবং ন কদাচিজ্জীর্ণম্ ইষম্ অন্নম্ ঊর্জ্জেন বলেন সহ পশবঃ দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা পশূন্ অনুনাময়ন্তম্ অধীনীকুর্ব্বন্তং ভক্তেভ্যোঽর্পয়ন্তমিতি যাবৎ মৃত্যুপাশান্ নাময়ন্তং ন্যক্কুর্ব্বন্তং তেভ্যো মোচয়ন্তমিতি যাবৎ ভক্তিমুক্তিপ্রদমিত্যর্থঃ॥

ইদানীং প্রণবস্য মাত্রাভেদেন ধ্যানভেদস্য ফলানি বক্তুং প্রথমং প্রাধান্যাৎ চতুর্মাত্রস্য তস্য ফলমাহ তদেতেনাত্মন্নিতি। তৎ তস্মাৎ পূর্ব্বোক্ত-প্রকারাৎ এতেন প্রণবেন আত্মন্ আত্মনি এতেন আদৃতেন আগতেন আত্মপ্রতিপাদকেন অর্দ্ধা চতুর্থী মাত্রা যস্য তেন ওঙ্কারেণ শান্তিং সংসৃজতি ঈশ্বরঃ। তথা পশুপাশ-বিমোক্ষণ-

স্তিদ্বারা কর্ম্মপাশহানিং করোতি। প্রত্যেকমাত্রাণাং ফল-
হ সা সেতি। প্রথমা অকাররূপা অর্দ্ধচতুর্থী মাত্রা চতুর্থী
দ্ধরূপা মাত্রেত্যর্থঃ সর্ব্বদেবত্যা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র-দেবত্যা
ব্যক্তীভূতা অবর্ণকত্বাৎ অব্যক্তীভূতা বর্ণরূপেণানির্ব্বাচ্যা
মূর্দ্ধানং প্রবিচরতি। শুদ্ধা ইতি বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ
নামকং সহস্রদলং পদ্মমিতি প্রসিদ্ধম্। তদুক্তম্—
দ্ধ্ন প্রতিষ্ঠিতং পদ্মং সহস্রদলসংযুতম্ ইতি ষোড়শদলং
। তদিতি তৎ তস্মাৎ কারণাৎ এতৎ পদ্মনামকং পদং
তুর্থমাত্রাদ্বারা উপাস্তে। তস্য পদ্মান্তরবৈলক্ষণ্যমাহ
মুনয়ো বাগ্-বদন্তীতি। অবাক্ অধোমুখং যচ্ছ্রুতিঃ অবাঙ্মুখ-
শ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্ ইতি।
যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি—ষোড়শচ্ছন্দসংযুক্তং শিরঃপদ্মাদধোমুখাৎ
নির্গত্যামৃতধারাভিঃ ইতি।

বিশেষান্তরমাহ ন তস্য গ্রহণমিতি। গৃহ্যতে অনেনেতি
গ্রহণং নালং তৎ যস্য নাস্তি অধোমুখস্য তস্য মূর্দ্ধোপরি
নালত্বাদর্শনাৎ। এতৎ ভিত্ত্বা যে যান্তি তেষাং গতিমাহ
মিতি। অয়ং পন্থাঃ ওঙ্কারোপাসন-লক্ষণঃ যেন উত্তরেণ
দেবা যান্তি গচ্ছন্তি পিতরঃ জ্ঞানরহিত-কর্ম্মোপাসনেন
হন্তি। যে ন পিতর ইতি পাঠে যে পিতরঃ তে উত্তরেণ
ন গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। নেষ্টাপূর্ত্তমাত্রকারিণাং জ্ঞানরহিতা-
ত্তরেণ পথা গতিরস্তি। অথবা পিতরঃ পিতৃমার্গাধিপাঃ
্যবালাদয়ঃ তেষাং হি জ্ঞানিত্বাদুত্তরমার্গ এব অত্রাপি

বিশেষঃ কেচিৎ পরমেব যান্তি। যদুক্তম্—ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে ইতি। কেচিৎ অপরং ব্রহ্মলোকাদি যেষামসতি জ্ঞানপরিপাকে কল্পান্তরে পুনর্জ্জন্ম ভবতি কেচিৎ পরায়ণং বৈকুণ্ঠ-কৈলাসাদি।

তত্র কে পরমেব যান্তি ইত্যপেক্ষায়ামাহ বালাগ্রম মিতি। দুর্লক্ষ্যত্বেন সূক্ষ্মত্বোক্তিঃ হৃদয়স্থ মধ্যে দহরে হি জাগ্রদবস্থাভিমানিনং দেবং দ্যোতনাত্মকং জাত সুবর্ণবর্ণং জাতরূপং জগদ্‌যস্মাদিতি বরেণ্যং বরং আত্মস্থং বুদ্ধিপ্রকাশকং শান্তিঃ মুক্তিঃ ইতরেষাং তদন জ্ঞানাৎ। ইতরেষামপ্রাপ্তে হেতুং ত্যাজয়িতুমাহ যস্মিন্নিতি যস্মিন্নিতি, বিষয়নির্দ্দেশঃ ক্রোধবিষয়ং ক্রোধঞ্চ হি বিস্মৃত্যেত্যর্থঃ, যা চ তৃষ্ণাবিষয়া তাঞ্চ তৃষ্ণাং হিত্বা ক্ষমাগ্রহণং সর্ববসাধনোপলক্ষণং লব্ধে তত্ত্বে সাধনানি চেত্যর্থঃ যেন ত্যজতি সন্ত্যজ্যৌ ইত্যুক্তেঃ। হেতুজাল বিকল্পরাশেঃ মূলভূতাং ক্ষমাং ভূমিম্ অবিবেকদৃষ্টিঞ্চ হি বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণধিয়া সঞ্চিতং বিবেকদৃষ্ট্যা রুদ্রে স্থাপয়ি সমর্প্য যজ্জুহোষি যদশ্নাসি ইত্যাদি স্মৃতেঃ। ননু বি ব্রহ্মণি চেতি বক্তব্যে রুদ্রে ইতি কিমর্থমুচ্যতে। ইত শঙ্ক্যাহ রুদ্রমিতি। রুদ্রম্ ঐকত্বমাপন্নম্ আহুরাচ ইত্যপেক্ষিতম্। অয়ং ভাবঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যো মহেঃ এবং শুদ্ধং ব্রহ্ম স এব স্বমহিম্না চিতৈশ্বর্য্যেণ নানা রূপাণি চাপন্ন ইতি।

রুদ্রো হীতি। শাশ্বতেন অনবচ্ছিন্নেন পুরাণেন অপরিণামিনা উর্জ্জেন ঐশ্বর্য্যেণ তপসা চ রুদ্রয়ন্ ইমম্ অনং ভূতজাতং নিয়ন্তা। তৃন্ ন লোকেতি ষষ্ঠীনিষেধঃ। সর্ব্বভূতজাতং নিযচ্ছতি ঐশ্বর্য্যতপসোঃ শাশ্বতং রুদ্রস্য দশাব্যয়ত্বাৎ। তথাহি—জ্ঞানং বিরাগিতৈশ্বর্য্যং তপঃ শৌচং ক্ষমা ধৃতিঃ। স্রষ্টৃত্বমাত্মসম্বন্ধো হ্যধিষ্ঠাতৃত্বমেব বা। অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে ইতি। ভস্মধারণমীশ্বরস্য প্রসিদ্ধম্। তদ্‌যথা ভস্ম লীলয়া ধৃতং নায়াসকারি তথা জগদগ্নীতি বক্তুমগ্ন্যাদীনাং ভস্মোপমামাহ অগ্নিরিত্যাদি। বিশ্বং ভস্মবিশেষেণ ধৃতমিত্যর্থঃ। স্থলং পৃথিবী সর্ব্বম্ আকাশাদিকমপি ইদং জগৎ চক্ষূংষি ইন্দ্রিয়াণি। কিমর্থমমঙ্গলং ভস্ম দধাতি অত আহ পশুপতে রুদ্রস্যেদং ব্রতম্ যস্মাদিতি। যদ্যপি পূর্ণকামস্য ন চ ব্রতেনাপি প্রয়োজনং তথাপি ভক্তানুগ্রহার্থং ব্রতে ময়া কৃতে ভক্তা অপি তথা কুর্য্যুরিতি। যৎ যস্মাৎ ভস্ম নাঙ্গানি সংস্পৃশেদিতি ব্রতং পশুপতিনা প্রোক্তং পশুপতিনা ধৃতঞ্চ ভস্ম তস্মাৎ ব্রহ্ম জ্ঞেয়মিতি স্তুতিঃ। ফলমাহ তদিতি। পশূনাং জীবানাং পাশস্য বন্ধস্য বিমোক্ষণায় ত্যাগায় এতৎ ব্রতং ভস্মধারণবিধিঃ ফলবিশেষশ্চ কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদি দ্রষ্টব্যঃ॥ ৫॥

ঈশ্বরের ঐক্যজ্ঞানপ্রতিপাদনার্থ প্রণবোপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল প্রতিপাদন পূর্ব্বক ঈশ্বরভক্তিনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা পরমার্থসিদ্ধি হয়, এই বিষয় পরিজ্ঞাপনার্থ ঈশ্বরের সর্ব্বময়ত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।—একমাত্র পরাৎপর পরমপিতা জগদীশ্বরই যাবতীয় দিক্ ও সেই সেই দিকে স্থিত সমগ্র পদার্থস্বরূপ। তিনি এক হইয়া জগতে নানারূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ পাইতেছেন। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও অসীমমাহাত্ম্যশালী, তাঁহার নিকট কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নহে; এমন কার্য্য নাই, যাহা তিনি করিতে না পারেন। তিনি জগতের পূর্ব্ব, তিনিই জগতের মধ্য এবং তিনিই জগতের অন্তে বিদ্যমান থাকিবেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্তমাহাত্ম্যশালী পরমাত্মস্বরূপ রুদ্রদেবই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালে বিদ্যমান আছেন। সেই ঈশানদেব আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখস্বরূপ। তিনি অবস্থাত্রয় অনুভব পূর্ব্বক বিদ্যমান আছেন এবং তিনিই সকলের পরিজ্ঞেয়; সেই পুরুষোত্তমকে জানিতে পারিলেই নরজন্মের সাফল্যলাভ হয়।

সেই এক রুদ্রদেব ঈশানীশক্তি দ্বারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বকর্তৃত্ব করিতেছেন। তিনি অদ্বিতীয়, কাহারও সহায়তার অপেক্ষা করেন না। সেই সর্ব্বেশ্বর জগৎপ্রভু অসীমশক্তি ও অপরিসীম মাহাত্ম্যপ্রভাবে শিশু, যুবা, বৃদ্ধ ও বনিতাদি সকলের ও সর্ব্বপদার্থের অধীশ্বর হইয়া আছেন।

সেই পরমাত্মা পরমপুরুষ রুদ্রদেবই এই অসীম চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া পালন করিতেছেন এবং চরমে প্রলয় করিয়া থাকেন; সুতরাং সেই রুদ্রদেবই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর, তিনি ব্যতীত জগৎকর্ত্তা আর কেহ নাই।

পূর্ব্বশ্লোকে কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই স্বীকার করিলেন, কিন্তু নানারূপ চেতনাবিশিষ্ট শরীরী জীবাদি দেখা যায় কেন? এই সন্দেহের মীমাংসা এই,—সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মই প্রতিযোনিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ তাঁহারই প্রতিবিম্বমাত্র, তিনিই অনন্ত-জীবরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান আছেন। তিনিই সর্ব্বসম্পন্ন ও ব্রহ্মাণ্ডের সেব্য, তিনি বরদ অর্থাৎ সর্ব্বকামীর আরাধ্য। যে ব্যক্তি যে কামনায় তাঁহার আরাধনা করে, তাহার সেই কামনা ফলবতী হয়, দেবগণ তাঁহাকেই স্তব করিয়া থাকেন, অতএব সেই পরমব্রহ্মরূপী ঈশানকে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিলে কৈবল্যমুক্তিস্বরূপ শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বতন আচার্য্যবৃন্দ ব্রহ্মলাভের যে অসাধারণ হেতু নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা এই,—ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি সাংসারিক হেতুবাদ ও কল্পনার মূলকারণস্বরূপ অবিবেক-দৃষ্টি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বুদ্ধির নৈপুণ্যদ্বারা স্বীকৃত বস্তু

সকল সেই রুদ্রদেবে সমর্পণ করত সর্ব্বব্যাপী পুরাণপুরুষকে এবং যিনি বলের সহিত অন্ন ও পশুকুলকে স্বাধীন করিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি ভক্তবৃন্দকে অন্ন ও বল প্রদান করেন, যিনি ভক্তবৃন্দের মৃত্যুপাশ ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে মোচন করেন, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপী রুদ্রদেবকে প্রাপ্ত হয়।

অধুনা প্রণবের মাত্রাভেদে বিশেষ বিশেষ ফলসাধনার্থ অগ্রে প্রণবের মাত্রাচতুষ্টয়ের ফল বিবৃত হইতেছে।—পূর্ণমাত্র "ওঁ" এই শব্দ চিন্তা করিলে তাহাকে ঈশ্বর সর্ব্বশান্তি সমর্পণ করেন; তাহার পশুপাশবৎ ভবপাশ ছিন্ন হয়, সে কর্ম্মপাশ ছেদন পূর্ব্বক পরমপদ লাভ করে। ওঙ্কারের অকারস্বরূপ প্রথমমাত্রা ব্রহ্মদৈবত, অর্থাৎ ব্রহ্মাই উক্ত অকাররূপ প্রথমমাত্রার দেবতা। ঐ মাত্রা লোহিতবর্ণ, যে ব্যক্তি সেই অকাররূপিণী ব্রহ্মদৈবত রক্তবর্ণা প্রথমমাত্রার ধ্যান করে, তাহার নিত্যধাম-ব্রহ্মপদ লাভ হয়। ওঁকারের দ্বিতীয়মাত্রা উকারস্বরূপা ও কৃষ্ণবর্ণা। যিনি সেই উকাররূপিণী বিষ্ণুদৈবত কৃষ্ণবর্ণা দ্বিতীয়মাত্রাকে ধ্যান করেন, তিনি সনাতন বৈষ্ণবপদ লাভ করিতে পারেন। ওঙ্কারের তৃতীয়মাত্রা মকারস্বরূপিণী, রুদ্রদৈবত ও কপিলবর্ণা। যে ব্যক্তি সেই মকাররূপিণী রুদ্রদৈবত কপিলবর্ণা তৃতীয়মাত্রার চিন্তা করে, নিত্যধাম ঈশানপদ তাহার করগত হয়। ওঙ্কারের চতুর্থী মাত্রা সম্পূর্ণ

ওঙ্কারস্বরূপ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রদৈবত ও অব্যক্তভূতা। ঐ পূর্ণমাত্র ওঙ্কার নিরন্তর সহস্রারকমলে বিচরণ করেন এবং উহা বিশুদ্ধ স্ফটিকবৎ নির্ম্মল। যে ব্যক্তি সেই সর্ব্বদৈবত পূর্ণমাত্র ওঙ্কারের চিন্তা করে, অনাময় নিত্যধাম পরমপদ তাহার হস্তগত হয়। অতএব পরমপদ মোক্ষধাম-লাভের বাসনায় পূর্ণমাত্র ওঙ্কারের আরাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই সহস্রারপদ্ম অধোমুখ মূর্দ্ধাতে অবস্থিত; ঐ পদ্ম ভেদ পূর্ব্বক ব্রহ্মচিন্তা করিবে। এই বিষয়ে ঋষিবৃন্দ বলিয়া থাকেন যে, সেই অব্যক্ত ব্রহ্মধ্যানের এই একমাত্র উপায় ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তবে যাহারা উক্ত অধোমুখ সহস্রদলকমল ভেদ পূর্ব্বক পরমব্রহ্মচিন্তনে অক্ষম, তাহাদিগের পক্ষে কেবল এই প্রণবোপাসনারূপ ব্রহ্মধ্যানই শ্রেয়ঃকল্প। ঋষিবৃন্দ এই পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মধ্যানবিধান করিয়া গিয়াছেন। এই পন্থা আশ্রয় করত ব্রহ্মচিন্তা করিয়া দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ পরমব্রহ্মসাক্ষাৎকার করত পরমধাম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহারা প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পরমপদ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হয় এবং কোন কোন ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি ব্রহ্মলোক কামনা করে, তাহাদিগের জ্ঞানের অপরিপাক হেতু আর কল্পান্তরে তাহাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। আর কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ

ব্যক্তি বৈকুণ্ঠ, কাশী প্রভৃতি মোক্ষধাম অভিলাষ করিয়া থাকেন।

এই প্রকার বহুবিধ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহারা প্রকৃত মুক্তি লাভ করে, তাহা বিবৃত হইতেছে।—যাঁহারা স্বীয় হৃদয়ের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম, দুর্লভ, সর্ব্বসাক্ষি-স্বরূপ, স্বপ্রকাশমান, ব্রহ্মাণ্ডের কারণীভূত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিপ্রকাশক, আত্মস্থ পরমাত্মাকে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দর্শন করেন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করিয়া প্রকৃত শান্তিসুখ প্রাপ্ত হন। সাধারণের অদৃষ্টে সেই অনির্ব্বচনীয় পরম-প্রীতিলাভ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যাহারা রোষের বিষয়ীভূত পদার্থসকল বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সেই রোষের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছে এবং তৃষ্ণার বিষয়ীভূত পদার্থ সকল পরিহার পূর্ব্বক সেই তৃষ্ণা পরিত্যাগ করত সর্ব্ববিধ বিষয়সুখে ক্ষান্ত হইয়া রহিয়াছে, কোন প্রকার বিষয়সাধন বস্তু যাহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে, তাহারাই কেবল সংসারের সম্বন্ধ পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করে এবং অবিবেকবুদ্ধিকে আত্মা হইতে বিদূরিত করিয়া বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সকল বিষয় রুদ্ররূপী ব্রহ্মে সমর্পণ করত সেই সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে থাকে। যেহেতু, পুরাতন আর্য্যগণ সেই রুদ্রদেবকেই একমাত্র পরংব্রহ্ম বলেন এবং সেই রুদ্রই ভগবৎশব্দবাচ্য নিত্যশুদ্ধ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

সেই অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মস্বরূপ রুদ্রদেব অসীম মাহাত্ম্য-প্রভাবে সর্ব্বভূতকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন বস্তুই তাঁহার জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, শৌচ, ক্ষমা, ধৃতি, সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব, আত্মসম্বন্ধ ও অধিষ্ঠাতৃত্ব এই দশ প্রকার ঈশ্বরমাহাত্ম্যকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল পদার্থ আছে, তৎসমস্তই তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অধীন। সেই রুদ্ররূপী ভগবান্ ভস্মধারণচ্ছলে এই অসীম জগৎ ধারণ করিয়াছেন। ঈশ্বর ভস্মধারণ করেন, ইহা সর্ব্বত্র বিদিত। তিনি যে ভস্মধারণ করিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃত ভস্ম নহে; রুদ্রদেব ভস্মরূপে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়াছেন। অগ্নি প্রভৃতি সকল বস্তু রুদ্র-দেহে ভস্মরূপে বিদ্যমান। অগ্নি, বায়ু, জল, পৃথিবী ও আকাশ এই সকল বস্তুই ভস্মস্বরূপ এবং মন ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গ্রামও ভস্ম। পশুপতি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ অমঙ্গলজনক ভস্ম ধারণ করিয়াছেন; ইহাই পশুপতির ব্রত। তিনি ইহাই মনে করিয়া থাকেন যে, আমি এই প্রকার ব্রতাচরণ করিলে আমার ভক্তবৃন্দও তাহা করিবে। যে সমস্ত জীব এই প্রকার ভস্মধারণরূপ ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক একাগ্রমনে সেই পরমপুরুষ পরমাত্মাকে চিন্তা করে, তাহারা অনায়াসে এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়॥ ৫ ॥

যোঽগ্নৌ রুদ্রো যোঽপ্স্বন্তর্য ওষধীর্বীরুধ আবিবেশ। য ইমা বিশ্বা ভুবনানি চক্লপে তস্মৈ রুদ্রায় নমোঽস্ত্বগ্নয়ে। যো রুদ্রোঽগ্নৌ যো রুদ্রোপ্স্বন্তর্যো রুদ্র ওষধর্বীরুধ আবিবেশ। যো রুদ্র ইমা বিশ্বা ভুবনানি চক্লপে তস্মৈ রুদ্রায় নমো নমঃ। যো রুদ্রোঽপ্সু যো রুদ্র ওষধিষু যো রুদ্রো বনস্পতিষু। যেন রুদ্রেণ জগদূর্দ্ধং ধারিতং পৃথিবী দ্বিধা ত্রিধা ধর্ত্তা ধারিতা নাগা যেঽন্তরীক্ষে তস্মৈ রুদ্রায় বৈ নমো নমঃ॥

মূর্দ্ধানমস্য সংসেব্যাপ্যথর্ব্বা হৃদয়ঞ্চ যৎ। মস্তিষ্কা-দূর্দ্ধং প্রেরয়ত্যবমানোঽধিশীর্ষতঃ। তদ্বা অথর্ব্বণঃ শিরো-দেবকোষঃ সমুজ্ঝিতঃ। তৎ প্রাণোঽভিরক্ষতি শিরোঽন্ত-মথো মনঃ। ন চ দিবো দেবজনেন গুপ্তা ন চান্তরীক্ষাণি ন চ ভূম ইমাঃ যস্মিন্নিদং সর্ব্বমোতপ্রোতং তস্মাদন্যন্ন পরং কিঞ্চ নাস্তি। ন তস্মাৎ পূর্ব্বং ন পরং তদস্তি ন ভূতং নোত ভব্যং যদাসীৎ। সহস্রপাদেকমূর্দ্ধা ব্যাপ্তং স এবে-দমাবরীবর্ত্তি ভূতম্। অক্ষরাৎ সঞ্জায়তে কালঃ কালাদ্-ব্যাপক উচ্যতে। ব্যাপকো হি ভগবান্ রুদ্রো ভোগায়-মানো যদা শেতে রুদ্রস্তদা সংহার্য্যতে প্রজাঃ। উচ্ছ্ব-সিতে তমো ভবতি তমস-আপোঽপ্স্বঙ্গুল্যা মথিতে মথিতং শিশিরে শিশিরং মথ্যমানং ফেনং ভবতি ফেনা-দণ্ডং ভবত্যণ্ডাদ্ব্রহ্মা ভবতি ব্রহ্মণো বায়ুঃ বায়োরোঙ্কারঃ ওঙ্কারাৎ সাবিত্রী সাবিত্র্যা গায়ত্রী গায়ত্র্যা লোকা

ভবন্তি। অৰ্চ্চয়ন্তি তপঃ সত্যং মধু ক্ষরন্তি যদ্ধ্রুবম্। এতদ্ধি পরমং তপঃ। আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোং নম ইতি ॥ ৬ ॥

অগ্ন্যাদীনাং রুদ্ররূপতয়া রুদ্রস্য চাগ্নিরূপতয়া অগ্ন্যাদ্যধিকরণতয়া চ নমস্কর্ত্তুং মন্ত্রত্রয়মাম্নাতং যোঽগ্নৌ রুদ্র ইত্যাদি। প্রকৃত্যান্তঃ পাদমধ্যে ইতি প্রকৃতিভাবঃ ওষধীঃ ব্রীহ্যাদ্যাঃ বীরুধঃ গুল্মা একৈকগ্রহণং প্রদর্শনার্থম্ ॥

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি" স্মৃতেঃ। "যা যা প্রবৃত্তিরুদারা যো যোঽপ্যানন্দসুন্দরো ভাবঃ। যদপি চ কিঞ্চিদ্রমণীয়ং বস্তু শিবস্তত্তদাকারঃ"॥ ইতি চ স্মৃতেঃ

—ইমাঃ ইমানি বিশ্বানি চক্লপে কৃতবান্ পৃথিবী দ্বিধা ত্রিধা ধর্ত্তা ধারিতেতি। ঋতা সত্যাসত্যা ধারা সতী পৃথিবী দ্বিধা ত্রিধা শেষরূপেণ দিগ্‌গজরূপেণ রাজন্যরূপেণ চ ধারিতা ধৃতা। শেষনাগরূপেণ ধৃতা ইত্যুক্তে পাতাল এব নাগরূপেণ তিষ্ঠতীতি শঙ্কা স্যাদত আহ নাগা ইতি। তদুক্তং নীলরুদ্রেণ—

"নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু।
যে অন্তরীক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো নমঃ॥" ইতি ॥

নাগাঃ দিগ্‌গজা বা তেঽপ্যন্তরীক্ষস্থা দন্তৈঃ পৃথিবীং বিভ্রতি।

ইদানীমথর্ববশিবসোঽস্য গ্রন্থস্যোৎপত্তি-প্রকারমাহ মূর্দ্ধানমিতি। অথর্ব্বা অথর্ব্বর্ষি-শরীরাধিষ্ঠাতা পবমানঃ বায়ুঃ প্রাণঃ অস্য অথর্ব্বণো মুনেঃ মূর্দ্ধানং সংশীব্য সংশীর্য্য বিদার্য্য মস্তিষ্কাৎ মস্তকাৎ ঊর্দ্ধঃ সন্ যদস্য হৃদয়ং হৃদিস্থং গ্রন্থরূপং তৎ শীর্ষতঃ অধিশীর্ষে প্রেরয়ৎ প্রেরিতবান্। তদ্বেতি। অধিশীর্ষতঃ শির ঊর্দ্ধতঃ যস্মাৎ প্রাণেন প্রেরিতং তৎ তস্মাৎ বৈ নিশ্চিতম্ অথর্ব্বণঃ শিবঃ এতদ্গ্রন্থরূপং দেবকোষঃ দেবানামিন্দ্রাদীনাং কোষো নিধিঃ সমুজ্ঝিতঃ সুগোপিতঃ সুরক্ষিতঃ। তদ্গ্রন্থরূপমদ্ভুতং সৎ কেন রক্ষিতম্ অত আহ তৎ প্রাণ ইতি। তৎ শিবঃ প্রাণোঽভিরক্ষতি প্রাণাধীনস্থাদধ্যয়নস্য প্রাণস্য অন্নাধীনস্থিতিকত্বাদন্নমপ্যভিরক্ষতি। তর্হি সুষুপ্তে কস্মান্নাধীত ইত্যত আহ মন ইতি। মনসা মনস্যভিমন্ত্রানধীযেত্যথাধীত ইতি শ্রুতেঃ ... ভিরক্ষতি ॥

যং দেবমেযোপনিষৎ স্তৌতি তস্যোপনিষদুৎপত্তি-প্রকার-কথনেন মহত্ত্বমুক্ত্বা প্রকৃতং তদেবস্তবনমনুসন্ধত্তে ন চেতি। দেবাদীনাং নবত্বং গুণসঙ্করেণ দ্রষ্টব্যম্ তদ্যথা দ্যৌর্লোকঃ সাত্ত্বিক-রাজস-তামসভেদেন ত্রিধা ত্রিবিধোঽপি প্রত্যেকং সঙ্করেণ নবধা এবমন্তরীক্ষং ভূমিশ্চ। যদ্বা জম্বুদ্বীপস্য নবখণ্ডত্বাৎ ইতরয়োরপি তথা খণ্ডাঃ কল্প্যাঃ। দেবজনেন দেবজনকেন অথবা দেবাঃ জনাঃ সেবকা যস্য তেন রুদ্রেণ গুপ্তাঃ গোপিতা রক্ষিতা। ভূম ইমা ইতি ছান্দসো বর্ণ-

লোপঃ ভূময় ইমাঃ গুপ্তা ইতি। ন চ কেবলং গুপ্তাঃ কিন্তু ব্যাপ্তা অপি ইত্যাহ যস্মিন্নিতি। ওতং প্রোতং তন্তুম্বিব পট আততঃ প্রততশ্চ ঊৰ্দ্ধং তন্তুভিরাবয়নং তির্য্যক্ তন্তুভিঃ প্রবয়নং যস্মাৎ দেবাৎ ন হ্যনৎ পরং ভিন্নমস্তি দেবসত্তায়ত্তত্বাৎ জগৎসত্ত্বস্য পরম্ উৎকৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ। বর্ত্তমানব্যাপ্তিমুক্ত্বা ভূতভবিষ্যতোরপি ব্যাপ্তিমাহ ন তস্মাদিতি। যৎ ভূতং ভব্যং বা অস্তি তদপি তস্মাৎ পূর্ব্বং পরঞ্চ নাসীৎ ন ভবিষ্যতি চ ইত্যপি বোধ্যম্॥

নম্বেকেন কথমনেকং ব্যাপ্তম্ অত আহ সহস্রেতি। সহস্রপাৎ কার্য্যরূপেণ সহস্রপাচ্চাসাবেকমূৰ্দ্ধা চ সহস্রপাদেকমূৰ্দ্ধা তেন ব্যাপ্তমিদম্ কারণেন কার্য্যব্যাপ্তির্ম্মৃদাদৌ প্রসিদ্ধা ন কেবলং তিল-তৈল-দধি-সর্পিরাদিবৎ ব্যাপ্তিমাত্রম্ কিন্তু ন এবা[illegible]য়েন আবৃণোতি আবরীবর্ত্তি সর্ব্বাংশেন ব্যাপ্নোতি ন তু খলু চক্রাদিবৎ ততোঽন্যৎ কিঞ্চিদস্তি অক্ষরাৎ কূটস্থাৎ কালঃ সঙ্কর্ষণঃ ইন্দ্রধিপঃ ক্ষণাদি-ব্যবস্থার-নিমিত্তভূতঃ সঞ্জায়তে কালাদ্ব্যাপক উচ্যতে সতি কালে ব্যাপ্য-ব্যাপকসংজ্ঞাং লভতে ভোগায়মানঃ সর্পশরীরমিব সর্ব্বতঃ সঙ্কিপ্য যদা শেতে উপরত-ক্রিয়ো ভবতি তদা সংহার্য্যতে সংহর্ত্তা ভবতীত্যর্থঃ॥

সম্প্রতি স্বষ্টিমাহ উচ্ছ্বসিতে ইতি। উচ্ছ্বসিতে কার্য্যজননোৎসুকে ঈশ্বরে সতি তমঃ অজ্ঞানং প্রসৃতং ভবতি তমসঃ আকাশাদিক্রমেণ আপঃ অপ্স, অঙ্গুল্যা মথিতে মথনে

ক্লতে সতি তত্ক্রমিব জায়তে ততঃ শিশিরে বিলম্বে সতি শিশিরং শীতং ভবতি শীতার্থাঃ শব্দাঃ বিলম্বার্থা অপি ভবন্তি যথা শীতকোঽয়ং বিলম্বকারীতি গম্যতে। অথবা শিশিরে বায়ৌ বাতি শিশিরং ভবতীত্যর্থঃ। শীতলং সৎ পুনর্মথ্যমানং ফেনো ভবতি ফেনাৎ কালেনাণ্ডং ভবতি ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ বায়ুঃ প্রাণাখ্যঃ মারুতস্তু রসি চরন্ মন্দ্রং জনয়তি স্বরম্ ইত্যুক্তেঃ। বায়োরোঙ্কারঃ ওঙ্কারাৎ সাবিত্রী গায়ত্র্যাঃ পূর্ব্বাবস্থা ব্যাহৃত্যাখ্যা প্রণবাদক্ষরত্রয়াদ্‌ব্যাহৃতিত্রয়ম্ ইত্যুক্তেঃ। গায়ত্রী তৎপদাদিকা গায়ত্র্যাঃ বেদত্রয়দ্বারা ত্রয়ো লোকা ভবন্তি। অর্চ্চয়ন্তি লোকান্ বুধাঃ কুতঃ যতো লোকঃ তপঃ সত্যং যচ্চ ধ্রুবং মধু অমৃতং মোক্ষাখ্যং তৎ ক্ষরন্তি। শরীরসাধ্যত্বাৎ তপ আদানাং শরীরস্য চ সৃষ্টিপ্রধানত্বাৎ ইতরথা বিদ্যাৎ যতঃ সুষুপ্তিবজ্জাড্যাত্তন্ন নিবর্ত্ততে অতএব ঈশ্বরস্য জীবানুগ্রহায় সৃষ্টিনির্ম্মাণমিতি॥

কিং তৎ পরমং তপঃ? ইত্যাহ আপ ইতি। তপঃসাধনত্বাদয়ং মন্ত্রস্তপ ইত্যুক্তঃ তস্মাৎ প্রযত্নেন প্রাণায়ামোঽপ্যাবর্ত্তনীয়ঃ ইতি ভাবঃ। তপঃসত্যে লোকাখ্যে ধ্রুবং মধু ক্ষরন্তি প্রস্রবন্তি লোকাঃ ভূরাদয়ঃ তেন তানর্চ্চয়ন্তি এতৎ হি যস্মাৎ পরমং তপঃ তপঃফলং গায়ত্রীশিরঃ সাধ্যমিতি চার্থঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।—অগ্নি, জল ও বনস্পতি প্রভৃতি সকল বস্তুই যে রুদ্রস্বরূপ, যে রুদ্রদেব অগ্নি, জল ও বনস্পতি প্রভৃতি ব্রহ্মা-

শুের সকল পদার্থস্বরূপ অর্থাৎ যিনি বহ্নির উষ্ণতা, জলের শীতলতাস্বরূপ ও ওষধি প্রভৃতি নিখিল বস্তুতে প্রবিষ্ট আছেন এবং অগ্নি, জল ও বনস্পতি প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু যে রুদ্রদেবে বর্ত্তমান আছে, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, যে রুদ্রদেব অনন্তব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, সেই জগৎকর্ত্তা রুদ্রদেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। যিনি অন্তরীক্ষরূপে ঊর্দ্ধদেশে অনন্তরূপে, অন্তরীক্ষদেশে দিগ্‌গজরূপে এবং মধ্যপ্রদেশে রাজন্যস্বরূপে বসুমতীকে রক্ষা করিতেছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বজন-কর্ত্তা রুদ্ররূপী পরাৎপর পরমব্রহ্মকে বার বার নমস্কার করি।

অধুনা এই অথর্ব্বশির-উপনিষৎ-নামক গ্রন্থের উৎপত্তি-প্রকরণ প্রকাশিত হইতেছে।—অথর্ব্বনামা ঋষির দেহের অধিষ্ঠাতা প্রাণবায়ু তাঁহার হৃদিস্থিত শ্রুতির প্রণয়নাভি-লাষকে ঊর্দ্ধদেশে মস্তিষ্কে প্রেরণ করিল। তৎপরে সেই অভিলাষ শ্রুতিরূপে পরিণত হইয়া অথর্ব্বঋষির মূর্দ্ধা ভেদ পূর্ব্বক মস্তিষ্ক হইতে ঊর্দ্ধে নীত হইল। শ্রুতি সকল অথর্ব্ব-ঋষির শিরোদেশ ভেদপূর্ব্বক প্রাণবায়ু-কর্ত্তৃক ঊর্দ্ধে নীত হইয়াছিল, এই জন্য এই উপনিষৎ "অথর্ব্বশিরো" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া দেবকোষরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা ইন্দ্রাদি দেবগণ গুপ্তভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে সেই শ্রুতি প্রাণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইল এবং প্রাণিবৃন্দ এই

উপনিষৎ-শ্রুতি অধ্যয়ন করিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল। এই উপনিষৎশ্রুতির রক্ষাবিষয়ে অন্নও কারণ, কেন না, অন্নই প্রাণস্থিতির মূল কারণ। সুষুপ্তিসময়ে মন এই উপনিষৎকে রক্ষা করিতে লাগিল অর্থাৎ সুষুপ্তিসময়ে প্রাণের বিষয়ধারণাশক্তি লুপ্ত হয়, কিন্তু মন তৎকালেও সর্ব্ববিষয়ে সমর্থ থাকে; সুতরাং এই উপনিষৎ সুষুপ্তি-সময়ে মনে অবস্থিত থাকিতে পারে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। উপনিষৎ যে দেবতার গুণবর্ণন করিয়াছে, উপনিষদের উৎপত্তিপ্রকরণ-নির্ণয়দ্বারা সেই দেবতার মহত্ত্ব কীর্ত্তনপূর্ব্বক প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দেবতার স্তব করা হইতেছে।—স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশ এই সকলই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-ভেদে নবধা বিভক্ত আছে, এই সমস্তই দেবাদিদেব ভগবান্ রুদ্র পালন করিতেছেন। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন, যেমন পটখণ্ডমধ্যে সূত্রসকল ইতস্ততঃ অব্যাহত-রূপে বিস্তৃত থাকে, তদ্রূপ জগৎকারণ সর্ব্বকর্ত্তা পরংব্রহ্ম রুদ্রদেব এই অনন্তব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান আছেন। এই জগতে এমন বস্তু বা স্থান নাই যে সেই বস্তুতে বা সেই স্থানে তাঁহার অধিষ্ঠান নাই। সেই পরম-পিতা সচ্চিদানন্দ ব্যতীত এই জগতে সারভূত বস্তু আর কিছুই নাই, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোত্তম। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালেই তাঁহার বিদ্যমানতা আছে, কোন কালেও তাঁহার অভাব নাই। যে সমস্ত বস্তু অতীত-

কালস্থিত, রুদ্রদেব সেই সমস্ত বস্তুবও আদি ও যাহা ভবিষ্যৎকালস্থায়ী, সেই পরমকারণ অনন্তরূপী ব্রহ্ম তাঁহার সংহারেও বিদ্যমান থাকিবেন।

সর্ব্বথা ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদিত হইল এবং সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আছেন, ইহাও প্রতিপন্ন হইল। অধুনা জিজ্ঞাস্য এই যে, এক বস্তু কিরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে।—সেই পরমব্রহ্ম এক বটেন, কিন্তু অনন্ত-শক্তিশালী, একমূর্দ্ধা ও সহস্রপাদ। তাঁহার আকার ও রূপের সীমা নাই, তিনি অনন্তরূপে ও অশেষপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত আছেন, সেই পরমাত্মা পরংব্রহ্ম সকল বস্তুতেই সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি তৈলাদি ও ~~সর্পিঃ অন্ন~~ ইত্যাদির ন্যায় একদেশব্যাপী নহেন, পরন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে সকল বস্তুর সর্ব্ব অবয়ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তিনি মহাকালস্বরূপ ও কালব্যাপী, তিনিই ক্ষণমুহূর্ত্তাদি সর্ব্বকালের কারণ। ভগবান্ রুদ্রদেব যখন ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বব্যাপার হইতে বিরত হন, তখনই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল উপস্থিত হয়। তৎকালেই তিনি সর্ব্বসংহারক কাল আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকেন।

অধুনা সৃষ্টিপ্রকরণ-বিবরণচ্ছলে ভগবান্ রুদ্রদেবের স্তব করা হইতেছে।—সেই ভগবান্ পরাৎপর, পরমাত্মা, রুদ্ররূপী, বিশ্বকর্ত্তা পরমব্রহ্ম যখন জগৎ সৃষ্টি করিতে সমুৎ-

স্থক্ হন, তৎকালেই অজ্ঞানরূপ তমঃ উৎপন্ন হয়; সেই তমঃ হইতে আকাশ এবং সেই আকাশ হইতে সলিলের স্থষ্টি হইল। তখন ভগবান্ রুদ্রদেব অঙ্গুলী দ্বারা সেই সলিল মথন করিলেন। তৎপরে সেই সলিলমন্থনে তক্রবৎ শিশির উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই শিশির ক্ষণকাল তদবস্থায় রহিল; পরে উক্ত শিশির শীতল হইলে তাহা হইতে শব্দ জন্মিল। তদনন্তর বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল, ঐ বায়ুবহনে সেই শিশির পুনরায় মথিত হইয়া ফেনরূপে পরিণত হইল। কালসহকারে সেই ফেন হইতে একটি অণ্ড সঞ্জাত হইল, সেই অণ্ড হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই প্রজাপতি ব্রহ্মার বক্ষঃস্থল হইতে সেই বায়ু প্রাণরূপে বহিতে লাগিল। পরে সেই বায়ু হইতে ওঙ্কার, ওঙ্কার হইতে সাবিত্রী, সাবিত্রী হইতে গায়ত্রী এবং গায়ত্রী হইতে ত্রিভুবন উৎপন্ন হইল। এই প্রকারে জগৎস্থষ্টি হইলে সকলেই সেই লোকত্রয়ের পূজা করিতে লাগিল। যেহেতু, সেই সমস্ত লোক হইতেই তপঃ সঞ্চিত হয় এবং সেই তপস্যা হইতে মোক্ষপদলাভ হইয়া থাকে। তপঃ প্রভৃতি সকল কর্ম্মই শরীরসাধ্য, সেই শরীরও জগদীশ্বরের স্থষ্টির অধীন। স্থতরাং করুণাময় জগৎপতি জীবগ্রামের প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শনপূর্ব্বক জগতের স্থষ্টিপ্রণালী নির্ম্মাণ করিলেন। তপস্যা দ্বারাই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই জন্য সর্ব্ব-

প্রযত্নে প্রাণায়ামরূপ তপশ্চরণ করিবে ; ইহাই পরম তপ ॥ ৬ ॥

য ইদমথর্ব্বশিরো ব্রাহ্মণোঽধীতে অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো ভবতি অনুপনীত উপনীতো ভবতি সোঽগ্নিপূতো ভবতি স বায়ুপূতো ভবতি স সূর্য্যপূতো ভবতি স সোমপূতো ভবতি স সত্যপূতো ভবতি স সর্ব্বৈর্ব্বেদৈর্জ্ঞাতো ভবতি স সর্ব্বৈর্ব্বেদৈরনুধ্যাতো ভবতি স সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাতো ভবতি তেন সর্ব্বৈঃ ক্রতুভিরিষ্টং ভবতি গায়ত্র্যাঃ ষষ্টিসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তি ইতিহাসপুরাণানাং রুদ্রাণাং শতসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তি প্রণবানাময়ুতং জপ্তং ভবতি। —স চক্ষুষঃ পঙ্‌ক্তিং পুনাতি। আসপ্তমাৎ পুরুষযুগান্ পুনাতীত্যাহ ভগবানথর্ব্বশিরঃ সকৃজ্জপ্ত্বৈব শুচিঃ স পূতঃ কর্ম্মণ্যো ভবতি। দ্বিতীয়ং জপ্ত্বা গণাধিপত্যমবাপ্নোতি। তৃতীয়ং জপ্ত্বৈবমেবানুপ্রবিশত্যোং সত্যমোং সত্যমোং সত্যম্ ॥ ৭ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদে শির-উপনিষৎ সমাপ্তা ॥

দীপিকা।—সম্প্রত্যধ্যয়নফলমাহ য ইদমথর্ব্বশির ইতি। ব্রাহ্মণঃ ইতি বচনাৎ উপনীতস্যাপি ক্ষত্রিয়াদের্নাধিকার ইতি গম্যতে মুখ্যত্বাববোধনায় বা ব্রাহ্মণগ্রহণম্। অধীতে ইতি অর্থবোধপর্য্যন্তমধ্যয়নং পাঠমাত্রস্য

নিন্দাশ্রুতেঃ। ন চাল্পায়াসেন কথং বহুযত্নসাধ্যং ফলং স্যাদিতি শঙ্ক্যম্ অল্পায়াসেনাপ্যমৃতাদের্ম্মহাতৃপ্তি-জনকত্বাদি-দর্শনাৎ বস্তুশক্তেঃ পর্য্যনুযোগাযোগাৎ। অনধীতবেদোঽপ্যেতস্মাত্রাধ্যয়নেনৈতাদৃশো ভবতীত্যাহ অশ্রোত্রিয় ইতি। শ্রোত্রিয়ঃ বেদমধীত্য তদর্থানুষ্ঠাতা অনুপনীতঃ দ্বিতীয়োপনয়নাদিরহিতঃ অগ্নিপূতঃ অগ্নিনা হুতেন যথা পূতঃ বায়ুনা প্রাণায়ামৈর্যথা পূতঃ সূর্য্যেণ উপস্থিতেন যথা পূতঃ সোমেন সোমযাগেন যথা পূতঃ সত্যেন সত্যভাবিতেন যথা পূতঃ সর্ব্বৈঃ ধর্ম্মসাধনৈরনুষ্ঠিতৈর্যথা পূতঃ তথা অনেনেত্যর্থঃ। বেদৈঃ ইতি বেদানাং দেবতা-রূপেণ চেতনত্বাদনুধ্যানং সম্ভবতি। পুরুষযুগান্ মাতৃ-পক্ষীয়াংশ্চ। সপ্তমাৎ পুরুষাদাত্মনমভিব্যাপী পুনাতী-ত্যাহ ভগবান্ অথর্ব্বা॥

সকৃদাদিপাঠস্য ফলমাহ অথর্ব্বশির ইতি। এবমেব অনুপ্রবিশতি ইতি বিশেষমপশ্যন্ সামান্যমেব প্রবিশতি তচ্চ সামান্যরূপং ব্রহ্মৈব মোক্ষং যাতীত্যর্থঃ। যদ্বা এঃ বিষ্ণুঃ বঃ শিবঃ তয়োঃ সমাহারঃ এবং হরি-হরস্বরূপং তদেব অনু-প্রবিশতীতি এর্ব্বিষ্ণুর্ব্বো মহেশ্বর ইতি চৈকাক্ষরনির্ঘণ্টঃ। হরোপাস্ত্যা হরিপ্রাপ্তিঃ অবিরুদ্ধৈক-মূর্ত্তিত্বাত্তয়োরিতি॥

কিং তৎ সামান্যরূপম্? যদনুপ্রবিশতীত্যপেক্ষায়ামাহ সত্যমিতি। ওঙ্কারবাচ্যং সত্যমিত্যর্থঃ, হরি-হর-রূপময়ো-স্তদুভয়বাচ্যং ভবতি একবাচ্যং বা ওঙ্কারবাচ্যং সত্যমেব

সাধনান্তরং বিনৈব অনুপ্রবিশতীতি। দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ॥ ৭ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদ-বাক্যানাং দীপিকাথর্ব্বমস্তকে ॥
ইত্যথর্ব্বশির-উপনিষদ্দীপিকা সমাপ্তা ॥

অনুবাদ।—অধুনা এই অথর্ব্বশিরোনামক উপনিষৎ-পাঠের ফল বিবৃত হইতেছে।—যে ব্রাহ্মণ এই উপনিষৎ পাঠ করিয়া ইহার প্রকৃতার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, বেদাধ্যয়নাদি অনুষ্ঠান না করিয়াও সে তাহার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সে উপবীত না হইলেও তাহাকে উপনীত বলা যায়, সেই ব্যক্তি অগ্নিপূত অর্থাৎ হোমকর্ম্ম না করিয়াও হোমাদি দ্বারা পবিত্রীকৃতশরীরের ন্যায় হয়। সেই ব্যক্তি বায়ুপূত অর্থাৎ প্রাণ-সংযম না করিয়াও প্রাণায়ামাদি অনুষ্ঠান দ্বারা পবিত্রশরীর ব্যক্তির সদৃশ হয়। এই শিরোপনিষৎ পাঠ করিলে সূর্য্যোপস্থানকারী ব্যক্তিবৎ তেজস্বী হওয়া যায়। যে ব্যক্তি সোমযাগ করিয়া শুদ্ধদেহ হইয়াছে, এই উপনিষৎপাঠকারী ব্যক্তিও তাহার ন্যায় পূতদেহ হইতে পারে। যে ব্যক্তি নিরন্তর সত্যকথনদ্বারা আত্মোৎকর্ষসাধন করিয়াছে, এই উপনিষৎ অধ্যয়নে সেই ব্যক্তির ন্যায় আত্মোৎকর্ষসাধন করিতে সমর্থ

হয়। সর্ববিধ ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে যেমন শরীর বিশুদ্ধ হয়, এই শিরঃ-উপনিষৎ অধ্যয়নে তদ্রূপ শরীরের পবিত্রতা সাধিত হয়। যে ব্যক্তি এই উপনিষৎ অধ্যয়ন করে, সেই মহাপুরুষ সুরগণ কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হন, দেবরূপী বেদসকল নিয়ত তাঁহাকে অনুধ্যান করেন, সেই ব্যক্তি সর্ব্বতীর্থস্নানের ফলভাগী হয়, সর্ব্ববিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের পুণ্যলাভ করে। ষষ্টিসহস্রসংখ্যক গায়ত্রী জপ করিলে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, এই উপনিষৎ অধ্যয়নে তদ্রূপ পুণ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার ইতিহাস ও পুরাণপাঠে এবং শতসহস্র রুদ্রনাম-জপে যেরূপ পুণ্য জন্মিতে পারে, এই উপনিষৎ পাঠ করিলে তদ্রূপ পুণ্য সঞ্চিত হয়। প্রণবমন্ত্র অযুতসংখ্য জপ করিলে যত প্রকার পাপ ধ্বংস হইয়া শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, এই উপনিষৎপাঠে মানব তদ্রূপ সৌভাগ্যশালী হইতে পারে। যে ব্যক্তি এই উপনিষৎ অধ্যয়ন করে, তাহাকে যাহারা দর্শন করে, তাহাদিগের নেত্র পবিত্র হয়। সেই ব্যক্তি আপন পিতৃমাতৃপক্ষীয় উভয়কুলের সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া থাকে। ভগবান্ অথর্ব্বনামা ঋষি এই প্রকারে উপ-নিষৎলাভের ফলকীর্ত্তন করিয়াছেন। পরন্তু যে ব্যক্তি একবারমাত্র এই অথর্ব্বশির-উপনিষৎ পাঠ করে, সেই ব্যক্তি শুচি, পবিত্র ও সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী হয়। দ্বিতীয়-পাঠে গণাধিপতিত্ব লাভ করা যায় এবং যে ব্যক্তি তৃতীয়-বার এই উপনিষৎ পাঠ করে, সেই ব্যক্তি হরিহরাত্মক

পরংব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়া পরমধাম মোক্ষপদ লাভ করত অনির্ব্বচনীয় সুখসাগরে সন্তরণ করিতে থাকে ॥ ৭ ॥

ইতি অথর্ব্বশিব-উপনিষৎ সম্পূর্ণ ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥ * ॥